ছিদ্দীকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

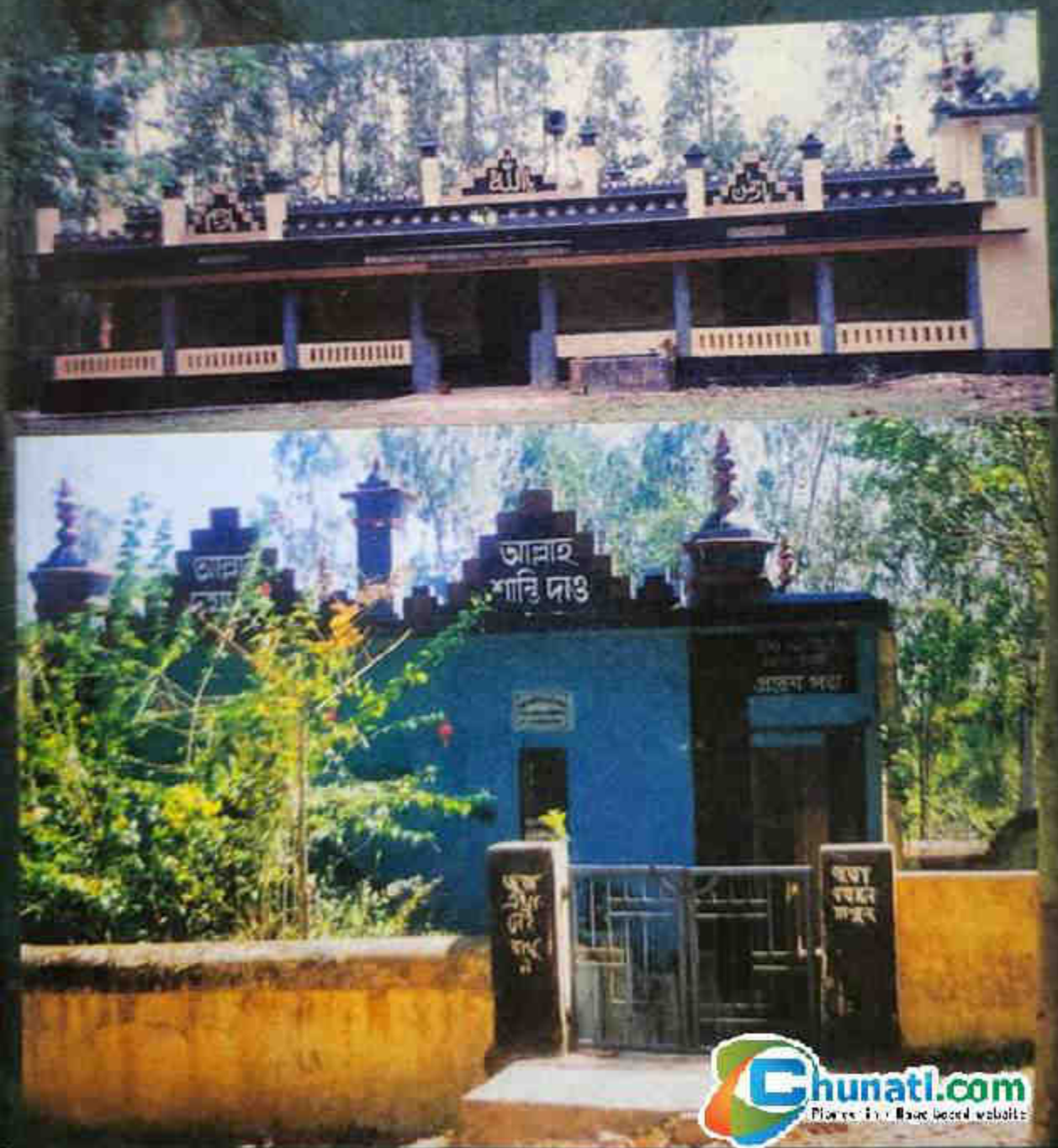

Chunatl.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ছিদ্দীকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস

Chunati.com
Pioneer in village based website

ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

চট্টগ্রাম -১৯৯৮

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছিদ্দীকী বংশের একটি পারিবারিক ইতিহাস

ডঃ মঈনুদ্দীন আহম্মদ খান
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৯৮

[গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশক
হাকীম উদ্দীন আহমদ খান
১০/১ শুকুর আলী মুন্সিফ লেইন
রূমঘাটা, দেওয়ান বাজার
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
রফীক ছিদ্দীকী

মুদ্রণ
বর্ণ বিন্যাস
আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

মূল্য
ডিলাক্স ঃ আড়াই শত টাকা
সাধারণ ঃ দেড়শত টাকা

Siddiqi Bonsher Akti Paribarik Itihas by Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan, Published by Hakimuddin Ahmed Khan, 10/1, Shukur Ali Munshif Lane, Roomghata, Dewan Bazar, Chittagong.

Chunati.com
Pioneer in village based website

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূচনা	১
বংশ পরিচয়	২
খান ছিদ্দিকী বংশ তালিকা	৫
চুনতির খান ছিদ্দীকী বংশের আদি প্রজন্ম	৬
খান ছিদ্দীকী বংশের প্রথম পুরুষ হযরত আবু বকর (রঃ)	১৬
উছমান (রঃ) এর শাহাদত-উত্তর-বায়আতের পরিণতি	৩৫
স্বাধীনচেতা বায়আত বনাব জবরদস্তি বায়আত	৩৭
হযরত আবু বকরের কৃতিত্ব	৩৯
বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকরের (রঃ) ভাতা গ্রহণ	৪০
পারিবারিক জীবন	৪১
চুনতির খান ছিদ্দীকী বংশের আদিমাতা	৪২
হযরত আসমার চরিত্র ও কৃতিত্ব	৪৫
খান ছিদ্দীকী বংশের দ্বিতীয় আদি পুরুষ ঃ মুহাম্মদ	৪৭
মারওয়ানের পরিচিতি	৪৮
মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরের চরিত্র ও কৃতিত্ব	৫৯
হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ)	৬২
সূফী ছিলছিলার তিনটি তালিকা	৬৬
বংশধারার আদি প্রজন্মে অন্যান্য ব্যক্তিত্ব	৭০
হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রঃ)	৭০
আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ)	৭১
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ)	৭৪
হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ লেপনের ঘটনা	৭৬
তায়াম্মুমের হুকুম	৭৯
রাসূলুল্লাহর (ছঃ) নিকট হযরত আয়েশার গল্প বলা	৮০
হযরত আয়েশার কৃতিত্ব	৮২
খান-ছিদ্দীকী বংশের বিস্তার	৮৯
বাণীগ্রাম শাখা	৯৮
চুনতী শাখা	৯৩
মাওলানা আবদুল হাকীম শাখা	৯৮
ছিদ্দীকী বংশের শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ	১০৩
নাছির উদ্দীন ডেপুটী শাখা	১০৫
দুই ভায়ের মাযার	১০৮
নাছির উদ্দীন খানের বংশধর	১০৮
ক্বারী আবদুর রহমান ছাহেবের ৬ষ্ঠ পুত্র আবদুল বারীর বংশধর	১৩০
আবদুল করীমের বংশধর	১৩২
পরিশিষ্ট - এক ঃ মরহুম তাহের আহমদ খান বিরচিত চুনতি গ্রামের আদি কথা	১৩৫
পরিশিষ্ট - দুই ঃ খান বাহাদুর নাছির উদ্দীনের ইন্তেকালের শোক গাঁথা 'গমে আম' থেকে উদ্ধৃতি	১৪০
পরিশিষ্ট - তিন ঃ খান-ছিদ্দীকী বংশের পারিবারিক ঐতিহ্য	১৪৭

Sunati.com Pioneer in village based website

সূচনা

বাংলাদেশে চুনতি একটি অনন্য গ্রাম। শিক্ষা-দীক্ষার জনপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতি ও কাব্য চর্চার প্রসারে চুনতি গ্রামটি বহু যুগ ধরে সুপরিচিত। ছয়-সাত প্রজন্ম ধরে এ গ্রামে কাব্য চর্চার ঐতিহ্য বিদ্যমান। প্রথম দিকে এ গ্রামে সর্বভারতে নাম করা ফার্সী ও উর্দু কবির অভ্যুদয় ঘটে। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্য ভাগে, শে'র খানী, মুশায়েরা, গযল ও কাওয়ালীর আসরের জন্য এ গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। তখনকার দিনে ফার্সী ও উর্দু কবিতা রচনার সাথে সাথে পুথি রচনাও শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। পুঁথি পাঠের আসর, জারিগান, সারিগান ও গ্রামীন গানের আসর গ্রামটিকে আনন্দমুখর করে রাখতো। উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের চত্বরে আরবী, বাংলা, উর্দু ও ইংরেজী চর্চা চুনতি গ্রামে সমানভাবে চলে। এ ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারা এখনও ক্রমবর্ধমান হারে আবর্তিত হচ্ছে। আবহমান কাল ধরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাবে চুনতি গ্রামে গড়ে উঠেছে পাশাপাশি সবুজ পাহাড়ের গায়ে একটি বৃহদাকার আলীয়া মাদ্রাসা (যাতে একটি এতিমখানাও সংলগ্ন রয়েছে), একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি মহিলা মাদ্রাসা ও একটি মহিলা কলেজ।

চুনতি গ্রামের ভৌগোলিক পরিবেশ আরো অধিক চমকপ্রদ। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, চট্টগ্রাম জিলার দক্ষিণ প্রান্তে ও কক্সবাজার জিলার উত্তর প্রান্তে, চট্টগ্রাম বন্দর নগরী ও কক্সবাজার সৈকত বন্দর শহরের মধ্যখানে, উভয়দিক থেকে প্রায় ৭০ কিঃ মিঃ এর সমদুরত্বে, সবুজ জঙ্গলাবৃত অরণ্যময় পাহাড় পর্বতে ঘেরা, চুনতি গ্রামের অবস্থান। গ্রামটি আয়তনে বৃহৎ, প্রায় একশত বর্গ কিঃ মিঃ বিস্তৃত। জনসংখ্যা তূলনামূলকভাবে কম। বড় জোর বিশ হাজার হবে। গ্রামটির প্রায় তিন চতুর্থাংশ জঙ্গলাকীর্ণ। পশ্চিমপাশে চট্টগ্রাম জিলার শিরদাড়ার মত দণ্ডায়মান 'দোচাল্যা' পাহাড়-পর্বতেরম সারি এবং পূর্ব দিকে সুউচ্চ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ অরণ্যময় এলাকা। আবহমান কাল ধরে চুনতি ও আশেপাশের বনভূমি হাতি, বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও লেপার্ড) বন্য মহিষ, বড় ছোট নানা জাতের হরিণ, ভালুক, অজগর সাপ, নানা প্রজাতির বন্য পাখি, রং বেরং এর সরিসৃপ, বানর, শুকর, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও মৌমাছির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আজকাল বাঘ, বন্য মহিষ, বড় হরিণ ও ভালুক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ইদানিং বাংলাদেশ সরকার এ অঞ্চলে 'চুনতি অভয়রাণ্য' নামে একটি বন্যপশু পক্ষি সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তাতে বন্য হাতির একটি

Chunati.com

অনতিবৃহৎ পাল স্বচ্ছন্দে জীবনধারণের সুযোগ পেয়েছে।

আশা করা যাচ্ছে চুনতি অভয়ারণ্য অচিরেই একটি মনোরম ন্যাশন্যাল পার্ক, পিকনিক স্পট ও বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হবে। চুনতি গ্রামের ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতির পেছনে রয়েছে চারটি আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন পরিবার গোষ্ঠীর স্মরণীয় ঐতিহ্য, এঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রাচীনতম মীরজী বংশ। মীরজী (میرجی) কথাটি 'আমীরজী' কথার সংকোচিত রূপ, যা মধ্যযুগে শিক্ষকদের পদবী ছিল। ঐ পরিবারের লোকেরা আজকাল মীরজীকে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে 'মিয়াজী' নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মসজিদের নাম 'মীরজীর মসজিদ' ও তাদের আদিপুরুষদের মাজার বড় মীরজী ও ছোট মীরজীর মাজার নামে পরিচিত। তাঁদের ধর্মপ্রাণ প্রভূপ্রেম ও শিক্ষক সূলভ কর্মতৎপরতার যথার্থ সাক্ষ্য বহন করে এ মসজিদ ও মাজার। (পরিশিষ্ঠ এক দ্রষ্টব্য)।

তাদের সমসাময়িক অথবা উত্তরসুরী চুনতির বাসিন্দা, দ্বিতীয় পরিবার হল সিকদার গোষ্ঠী। এঁরা সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের সমকালীন দোহাজারীর মনসবদার পাঠান বংশীয় ফযল আলী খানের (১৬৬৬ খৃঃ) কার্যকারক ছিলেন। চুনতির তৃতীয় গোষ্ঠীটি হল 'কাযী পরিবার'। সম্ভবতঃ এ তিন গোষ্ঠীই মোঘল যুগের শেষ পাদে, সতেরো শতকের শেষার্ধে চুনতি গ্রামে বসবাস করতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে চতুর্থ পরিবার গোষ্ঠী ছিদ্দীকী বংশ, ছয়/সাত দশক পরে সম্ভবতঃ বৃটিশদের আগমণের পনেরো/বিশ বছর পূর্বে চুনতিতে এসে এঁদের সাথে মিলিত হয়। পূর্ববর্তী তিন পরিবার ছিল ইতিহাসের চক্রে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের পক্ষের মানুষ, আর চতুর্থ ছিদ্দীকী পরিবার ছিল বিপক্ষে অবস্থানকারী বাংলার প্রখ্যাত সুবাদার যুবরাজ শাহ সুজার অনুসারীর বংশধর। সম্রাট আলমগীরের অনুচরদের নাগালের বাইরে অবস্থান করার জন্য, এদের দুই প্রজন্মের লোকজন চুনতির পশ্চিম দিগন্তে দোচাল্যা পবর্তের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত বাঁশখালী অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। সেখান থেকে সম্ভবতঃ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে চুনতিতে স্থানান্তরিত হয়।

বংশ পরিচয়

চুনতি গ্রামের চার ঐতিহ্যবাহী পরিবারের লোকেরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা বংশপরাণুক্রম ধরে সংযোজিত শাজরাহ বা বংশ তালিকা সর্বাধিক গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষণ করে। ছিদ্দীকী পরিবারের বংশ তালিকা, তাদের জ্ঞানগরিমায় ও

আধ্যাত্মিক সাধনায় কৃতিপুরুষ, মাওলানা আব্দুল হাকীম ছাহেব কর্তৃক ফার্সী কাব্যে সংকলিত হয়। তাঁর তৃতীয় প্রজন্মের উত্তরসূরী প্রসিদ্ধ আলেম, ফার্সীবিদ ও উর্দু কবি, মাওলানা ফৈয়াযুর রহমান খান ফার্সী কাব্যে উক্ত শাজরাহতে পরবর্তীকালের বংশতালিকা সংযোজন করেন। অতঃপর ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং অধুনালুপ্ত 'জামানা' পত্রিকার সম্পাদক, মরহুম মাহবুব-উল-আলম, এই পরিবারের মরহুম তাহের আহমদ খান ও মরহুম হেমায়েত উল্লাহ খানের সহযোগীতায়, উক্ত সন-তারিখ পর্যন্ত এর সমন্বয় সাধন করে "খাঁ সিদ্দিকী বংশ" শিরোনামে সম্পাদন করে, তাঁর "চট্টগ্রামের ইতিহাসের কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার" গ্রন্থের অংশ হিসাবে ১৯৬৬ সনে তা প্রকাশ করেন।

এগুলির ভিত্তিতে, উক্ত পরিবারের অন্যান্য বংশ তালিকা ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করে, ১৯৯৮ পর্য্যন্ত সমন্বিত ও বর্ধিত কলেবরে বর্তমান বংশতালিকা বা শজরাহটি প্রকাশ করা হল।

গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ বংশ তালিকার দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে, প্রথমে মরহুম মাহবুবুল আলমের অনুজ স্বনামধন্য সাহিত্যিক, আধ্যাপক কবি ওহীদুল আলম (মরহুম মগফুর) হাত দেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি একাজ এগিয়ে নিতে অপারগ হয়ে, লাঠিতে ভর করে বহুদুর পায়ে হেঁটে, আমার বাসায় এসে, তাঁর এক কালের প্রিয় ছাত্র হিসেবে, এ কাজটি আমার কাঁদে ন্যস্ত করে যান। এ ব্যাপারে তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে আমি তাঁর সাথে কয়েক বার বৈঠক করি এবং তিনি তাঁর অগ্রজ মরহুম মাহবুবুল আলম এর এবং নিজস্ব পক্ষ থেকে এটা পুনরায় বর্ধিত আকারে সংকলন সম্পাদন ও পুনঃ প্রকাশ করার জন্য আমাকে লিখিত ভাবে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁর সামপ্রতিক অন্তর্ধানে শোকাভিভুত হয়ে, তাঁর স্নেহ মমতা ভালবাসার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে, তাঁর আর্শিবাদপূর্ণ অনুপ্রেরণা শিরোধার্য করে, এখন আমি এ কাজের সূচনা করি।

প্রথমতঃ ইসলামের ইতিহাসের প্রাণ পুরুষ হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) একটি বিশেষ শাখার অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ বংশতালিকা হিসাবে এটাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে ছিদ্দীকী বংশের অন্যান্য শাখাগুলি তাদের প্রজন্মের ধারাবাহিকতা, এর সাথে তুলনা করে দেখতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ছিদ্দীকী বংশের এই ঐতিহ্যগত বংশধারাটির সিলসিলাওয়ারী প্রজন্মগত জীবনবৃত্তান্ত এবং যৎসামান্য বংশগত

কর্মকাণ্ডের বৃত্তান্ত, ইসলামী জীবন ধারার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদান করে।

তৃতীয়তঃ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগ ধরে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ বংশধারার ব্যক্তিবর্গের শাসন ও প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের উপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির একটি ধারাবাহিক প্রতিচ্ছবি এতে ফুটে ওঠে, যা এ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সততা, দানশীলতা, অমায়িকতা, ন্যায় নিষ্ঠতা, নির্লোভ জ্ঞান অন্বেষণের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিশেষরূপে লক্ষ্যনীয় যে ছিদ্দীকী বংশের এ শাখার বর্তমান কাল পর্যন্ত ৪৪ প্রজন্মের লোকদের মধ্যে কোন স্তরে মূর্খতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। চিরাচরিতভাবে তারা সবাই শিক্ষক, জ্ঞানী, গুণী, আত্মিক সাধনায় মগ্ন ও শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাই তাদের বংশ পরিচয় ধারাবাহিকরূপে সংরক্ষণ করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এ শাজরায় প্রদত্ত তথ্যাদির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, মূলতঃ মাওলানা আব্দুল হাকীম ছাহেবের ফার্সী কাব্যে শজরাহ রচনার মাধ্যমে এসব তথ্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গেছে। তিনি খ্রষ্টীয় ১৮০০ সনের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮২ সনে ইন্তেকাল করেন। ঐতিহ্যগত কিংবদন্তী মূলে তাঁর উর্ধ্বতন চার পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত সুনিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য। অন্য কথায়, তাঁর উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ হাফেজ খান, যিনি শাহ সুজার সুবাদারী আমলে বাঙ্গলার কাযী-উল-কুযাত ছিলেন, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শাহ সুজার সাথে বিতাড়িত হয়ে আরাকানে নির্বাসন গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। তাঁর সময়কাল পর্যন্ত এ শাজরাহ্‌র ঐতিহাসিকত্ব মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত। তাঁর পূর্ববর্তী বংশ তালিকা পারিবারিক ঐতিহ্যগত কিংবদন্তীর উপর নির্ভরশীল। তবে এ বংশ তালিকাটির কালক্রমিক দৈর্ঘ্য কমবেশী ১৪০০ বছর ও প্রজন্মের সংখ্যা ৪৪ হিসেবে, এক প্রজন্মকে মোটামুটি ৩০ বছর ধরা গেলে, অঙ্কের দিক থেকে ইহাকে যুক্তিযুক্ত মনে করা যায়। তদুপরি এ বংশের প্রথম তিন পুরুষ ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং এ বংশের আচার আচরণে উক্ত তিনপুরুষের চরিত্রগত প্রভাব অতীব ঘনিষ্ঠভাবে সর্বত্র বিদ্যমান দেখা যায়। এসব বিবেচনা করে শাজরাহটিকে যুক্তি সংগতভাবে ঐতিহাসিক ও মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

খান ছিদ্দীকী বংশ তালিকা

খান ছিদ্দীকী বংশের চুনতি গ্রামের অধিবাসীগণের কেহ কেহ নামের সাথে 'খান' লিখেন। আর কেহ কেহ ছিদ্দীকী লিখেন, আবার কেহ কেহ 'খান ছিদ্দীকী' উভয় পদবী এক সাথে মিলিয়ে লিখেন। তবে বংশগতভাবে তারা আদতে 'ছিদ্দীকী'। কেননা, তারা ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রঃ) এর বংশধর। 'খান' পদবী তাদের কোন কোন পূর্বপুরুষ তুর্কী মোঘল শাসন কর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হন। বংশ পরম্পরে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত ও সগৌরবে সংরক্ষিত তাদের বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ-

১. হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ২. মুহম্মদ ৩. কাসেম ৪. শেখ আহমদ ৫. শেখ আলাউদ্দীন মুহম্মদ ৬. শেখ আবুল হাসান ৭. শেখ আহমদ দ্বিতীয় ৮. শেখ আবুল ফযল ৯. শেখ মুবারক বাগদাদী ১০. খাজা নাছের আবু ইউসুফ চিপাতি ১১. আবু মওজুদ চিপাতী ১২. আবুল মনছুর ১৩. সুলতান মাহমুদ ১৪. শেখ আবদুল জলীল ১৫. শেখ উছমান হাফেজ ১৬. শেখ আব্দুল কাদের ১৭. খাজা আবু তোরাব ১৮. ইয়াহিয়া মুয়ায ১৯. শাহ আবুল মুজাফফর ২০. শাহ আবদুল করীম ২১. শেখ আবু ছালেহ ২২. খাজা মখদুম জালালুদ্দীন ২৩. শাহ নুরুদ্দীন ২৪. শেখ মাহমুদ ২৫. শেখ আবু নছর ২৬. কাজী আবদুল ওয়াহেদ ২৭. শাহ বোরহান উদ্দীন লাহোরী ২৮. শেখ ইব্রাহীম লাহোরী ২৯. মুহম্মদ ইউছুফ খান ছদরুল মুহিম ৩০. শাহ উছমান শরীফ ৩১. শাহ আউলিয়া শরীফ ৩২. আবু ছালেহ শরীফ ৩৩. শাহ মুহম্মদ তাহের ৩৪. মাওলানা হাফেজ খান মজলিস ৩৫. শাহ তৈয়ব উল্লাহ ৩৬. শাহ আব্বাস ৩৭. শেখ আব্দুল্লাহ ৩৮. ক্বারী আব্দুর রহমান ৩৯/২ মাওলানা আব্দুল হাকীম, ৩৯/৩ নাছির উদ্দীন খান।

৩৮তম পুরুষ ক্বারী আব্দুর রহমানের পুত্র কন্যাদের বংশধরদের তালিকা বিস্তারিতরূপে পাওয়া যায়। তাদের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ হল।

উপরের তালিকায় লক্ষ্যণীয় যে, এখানে কেবল প্রতি প্রজন্মের প্রধান পুরুষদের নাম সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রথম ৮ পুরুষকে মুল আরব ভূমি হিজাযে অবস্থানরত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ধাপে ৯ থেকে ২৬ তম পুরুষকে আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে এবং আব্বাসীয় খিলাফতের

Chunati.com
Pioneer in village based website

এলাকাভুক্ত অন্যান্য স্থানের সাথে চিহ্নিত করা যায়। তৃতীয় ধাপে ২৭ ও ২৮তম পুরুষকে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী লাহোরে দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্থ ধাপে ২৯তম পুরুষ, সৈয়দ হোসেন শাহের সুলতানী আমলে, বাংলাদেশের রাজধানী গৌড়ে আসেন এবং তথায় সম্ভবতঃ ৩৩তম পুরুষ পর্যন্ত অবস্থান করেন। পঞ্চমতঃ ৩৪তম পুরুষ সুবা বাঙ্গালার প্রশাসনে যুক্ত হয়ে শাহ সুজার সুবাদারী আমলে সম্ভবতঃ প্রথমে রাজমহলে অবস্থান করেন এবং পরবর্তীতে শাহ সুজার সাথে পলায়ন করে আরাকানে স্বেচ্ছায় নির্বাসন গ্রহণের পথে চট্টগ্রামের বাঁশখালী এলাকার বাণীগ্রামে বসবাস করতে থাকেন। কোন কোন কিংবদন্তীতে সাধনপুরে অবস্থানের কথাও উল্লেখ আছে। অতএব, ৩৪ থেকে ৩৬তম পুরুষ বাণীগ্রামে অবস্থান করেন। অতঃপর ষষ্ঠতঃ ৩৬তম পুরুষ বাঁশখালী থানার পূর্বপার্শ্বস্থ প্রাক্তন সাতকানিয়া থানা এবং বর্তমানে লোহাগাড়া থানার চুনতি গ্রামে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ বংশের প্রধান পুরুষদের নাম ও পদবী দৃষ্টে মনে হয়, তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষকতা (শেখ) তাছাওফ বা আধ্যাত্মিক সাধনা (শাহ) ও প্রশাসনিক কর্মে (ছদরুল মুহীম, কাযী, শরীফ, খানে মজলিস) ইত্যাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। তদুপরি, প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তাদের প্রথম দুই পুরুষ ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক সাধক ও সম্মুখ কাতারের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন এবং তৃতীয় পুরুষ জ্ঞান গরিমায় তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ছিলেন। এই তিন মহান ব্যক্তিত্ব এ বংশধারার জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, আচার আচরণ ও জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের মহান প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এর অন্তর্ধানের পর এ বংশের শীর্ষ পুরুষ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে গতির সঞ্চার করেন। কিন্তু তিনি যে খিলাফতের রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক গতি সঞ্চার করেছিলেন, তা নানা কারণ বশতঃ তিন দশকের মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে বানচাল হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের সম্মিলিত জীবনযাপনের ক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়ে দাড়ায়। ফলে, খিলাফতের বিরূপ পরিস্থিতিতে রাজনীতির ধ্বজা ধরতে গিয়ে, তাঁর ছেলে এ বংশের দ্বিতীয় পুরুষ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ) অরাজকতার শিকার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

হারান। আদ্য অন্ত বিবেচনা করে, এ বংশের তৃতীয় শীর্ষপুরুষ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ), তাঁর বংশধরকে রাজনীতি বিবর্জিত একদিকে আধ্যাত্মিক তাছাওফ সাধনা ও অন্যদিকে জ্ঞান অন্বেষণ, ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারের কর্মতৎপরতায় নিবিষ্ট করেন।

মহান আল্লাহর অপার করুণায়, ছিদ্দীকী বংশের কৃতি পুরুষেরা, বংশ পরাণুক্রমে কাসেম ইবনে মুহাম্মদের (রঃ) উক্ত দিকদর্শন থেকে এক ধুলিভরও এদিক ওদিক হেলেনি। এই শজরাহ্তে এ বংশের কৃতিপুরুষদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে, তাদের যথা সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আমরা আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

অধিকন্তু এ বংশধারার মধ্যে বহু কীর্তিমান মহিলার আবির্ভাব ঘটেছে। জ্ঞান অন্বেষা, ধর্ম পরায়ণতা ও পরিবার প্রতিপালনের যশস্বীতায় তাঁদের অনেকেই স্মরণীয়া বরণীয়া হয়ে আছেন। এ শজরায় যথাসম্ভব তাঁদেরও উল্লেখ করা হবে।

এ বংশধারার রাজনীতি বিমুখীতা বিমোচন করার লক্ষ্যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চত্বরে খিলাফতের রাষ্ট্রনীতির যথার্থতা পরীক্ষা নিরীক্ষারও প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। তাই শাসন সংক্রান্ত রাজনীতি বিষয়ের আলোচনার দিকেও এতে যৎকিঞ্চিত নযর দেয়া হবে এবং ইসলামের সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির নবদিগন্ত উন্মোচনের জন্যও এতে ঐকান্তিক প্রয়াস থাকবে।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

Chunati.com

চুনতির খান ছিদ্দীকী বংশের আদি প্রজন্ম

প্রণিধান যোগ্য যে, চুনতির খান ছিদ্দীকী বংশের আদি পিতা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) মক্কার প্রসিদ্ধ 'কুরাইশ' সম্প্রদায়ের 'তা'ইম' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবু কুহাফা, তাঁর পিতা সা'দ, তাঁর পিতা তা'ইম এবং তা'ইম এর পিতা মুররা, আর মুররা হলেন কাআব এর বংশধর।

অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মের মহান প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) ছিলেন কাআব এর ছেলে মুর্‌রা, তাঁর ছেলে ইবনে কিলাব, তাঁর ছেলে কুসাই, তাঁর ছেলে আবদুল মানাফ, তাঁর ছেলে ইবনে হাশিম, তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিব তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর পুত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)।

অতএব, বংশ পরম্পরে রসূলুল্লাহর (ছঃ) উর্ধতন ৮ম পুরুষ হযরত আবু বকরের (রঃ) উর্ধ্বতন ৫ম পুরুষের স্তরে বানু কাআবে গিয়ে মিলিত হয়। কাআব এর পিতা ছিলেন ফিহ্‌র, যিনি কুরাইশ নামে অভিহিত হন। সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন করে দেশে দেশে বিচরণ করতেন বলেই তিনি 'কুরাইশ' উপাধি লাভ করেন।

আবার ফিহ্‌র আল-কুরাইশ ছিলেন মালিকের পুত্র, তিনি নাদর এর পুত্র, তিনি কিনানার পুত্র, তিনি খুযায়মার পুত্র, তিনি মুদরিকার পুত্র, তিনি ইলয়াস বা আল-য়াস এর পুত্র, তিনি মুদার এর পুত্র, তিনি মা'আদ এর পুত্র, তিনি আদ্‌নান এর পুত্র। আদনান ছিলেন সর্ব স্বীকৃত মতে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর জ্যৈষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর যিনি বিবি হাজিরা (রঃ) এর গর্ভে জন্ম লাভ করেন।

সুতরাং চুনতির খান ছিদ্দীকী পরিবারের আদি পুরুষ ছিলেন হযরত ইবরাহীম নবী (ছঃ), যাঁর ঈমানের বিশুদ্ধতা, ইবাদতের একাগ্রতা এবং ভয়-ভক্তি-ভালবাসা জনিত তাক্‌ওয়ার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক আত্ম-উৎসর্গে নিবেদিত মনোভাবের জন্য, মহান প্রতিপালক বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ, তাঁকে খলীলুল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহর অকুণ্ঠ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বংশ পরিচয়, বাইবেলের নির্দেশিকায় ইহুদী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যামূলে, আরো দশ প্রজন্মের অধিক উর্ধদিকে হযরত নূহ (আঃ) এর ছেলে সাম এর সাথে সম্পর্কিত হয়। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে সামীয় বা সেমিটিক বংশোদ্ভূত রূপে চিহ্নিত করা যায়। সামীয় বংশের আবাস ছিল প্রাচীন

Chunati.com

যুগের ইরাক এলাকায়।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর পিতার নাম পবিত্র কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে 'আযর' এবং তাওরাত বা বাইবেল গ্রন্থে বলা হয়েছে 'তারেখ'। ব্যাখ্যাকারী পন্ডিদের মধ্য থেকে বিজ্ঞজনেরা বলেছেন তারেখ সম্ভবতঃ ব্যক্তি বাচক নাম এবং আযর গুনবাচক নাম। এমন কথাও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তারেখ তাঁর পিতার নাম ছিল এবং আযর তাঁর চাচার নাম ছিল। আর তাঁর চাচা তাকে হয়ত লালন পালন করেছেন, তাই কুরআন মজীদ তাঁর চাচাকেই তাঁর পিতা বলে বর্ণনা করেছেন। এ সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, কুরআনের কিচ্ছা-কাহিনীর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারী, মাওলানা হিফযুর রহমান (রঃ) মত প্রকাশ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট উক্তিকে পরিত্যাগ করে, বাইবেল ও কিম্বদন্তীর আনুমানিক ভিত্তিতে, অযথা জটিলতা সৃষ্টি করা যুক্তি সংগত নয়। অতএব, আযর ব্যক্তিবাচক নামই হোক বা গুনবাচক নামই হোক, তাই আমাদের নিকট সুনিশ্চিত রূপে গ্রহণীয়। বিশেষতঃ আযর এর অর্থ মুর্তি হতে পারে। প্রাচীন মিশরে 'আযর' নামের মুর্তি বিদ্যমান ছিল। তাই সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ট মুর্তি প্রস্তুতকারী হিসাবে, তাঁর পিতার 'আযর' নাম হওয়া বিচিত্র নয়। ঐতিহাসিকরা প্রায় সবাই একমত যে, মুর্তিপূজার আদি কেন্দ্র স্থল ইরাক-সিরিয়াই ছিল এবং সম্ভবতঃ ভাস্কর্য কর্মে আযরই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এমনকি মক্কায় ও ভারতে সিরিয়া থেকেই মুর্তি আমদানী করে মুর্তিপূজার সূচনা করা হয়।

কার্য্যতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর যুগে, আনুমানিক চার হাজার থেকে ৩৮০০ বছর পূর্বে, সুমেরীয়, আক্কাদীয়, বেবিলনীয়, আসীরীয় সভ্যতার চত্বরে জ্যোতিস্ক পূজার ধারা প্রচলিত হয়েছিল। তথায় লোকজন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার প্রতীকী মূর্তি তৈরী করে, প্রভু বা প্রভুর সহায়ক জ্ঞানে, এগুলীর পূজা করত। আর আযর ছিল একজন চিত্তাকর্ষক মূর্তি প্রস্তুতকারক, ভাস্কর্য শিল্পী। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহনক্ষত্রের প্রভুত্বে অন্ধ বিশ্বাস জনিত মূর্তিপূজায় ইবরাহীম (আঃ) আশ্বস্ত হলেন না। তিনি যথাক্রমে নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্যের চলাচল ও উদয় অস্ত পর্যবেক্ষণ করে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হলেন যে, এগুলি অস্থিতিশীল, নশ্বর এবং কঠোর অলঙ্ঘনীয় নিয়মশৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, এগুলি প্রভু হবার অযোগ্য। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এগুলির পেছনে নিশ্চিতরূপে কোন মহাক্ষমতাশালী নিয়ন্ত্রক রয়েছেন, যাঁর নির্দেশে এগুলি চলমান ও

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

বিচরণ শীল। সুতরাং সেই মহা নিয়ন্ত্রকই হবেন সত্যিকারের প্রভু। তিনি প্রভুর নিকট জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্যে আবেদন নিবেদন করলেন, প্রভু অনুগ্রহ করে তাঁকে ওয়াহীর বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করলেন। তিনি সম্যক বুঝতে পারলেন যে, একমাত্র একক প্রভুই একক ক্ষমতা ও মহাশক্তি বলে সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর একক আদেশ নির্দেশে ছক বেঁধে দেয়া পথে, প্রশ্নাতীত নিয়ম শৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতার মধ্যে বিশ্বজগতের সব কিছু বিচরণ করছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর এই সুপরিকল্পিত পর্যবেক্ষণ, বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা মূলে, প্রতিপাদন যোগ্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্ম দেয় (*কাছাছুল কুরআন*, ১ম খণ্ড, ই. ফা. পৃঃ ১৪৪-২১৭ ও ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১-৮৪)। এ মনোভাব ইসলামের যুগে, আল কুরআনের প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে, বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, যা প্রশ্নাতীতভাবে আমরা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছি। (Origin and Development of Experimental Science, BIIT, Dhaka, 1997).

ফলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রভুর বিশুদ্ধ এককত্ববাদে প্রত্যয়ী হন এবং অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক অংশীদারিত্ব ও বিশ্বাসহীনতা নির্মূল করে, বিশ্বকর্তার নির্ভেজাল এককত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হন। এতে তিনি দেখলেন, এ ব্যতিক্রমের প্রধান কেন্দ্র স্থল, তাঁর নিজের বসত বাটীই বটে। কেননা, আযরের মূর্তি নির্মান ও মূর্তিপূজা, গোটা জাতির জন্য মূর্তিপূজার উৎস, আশ্রয়স্থল, দৃষ্টান্ত এবং রমরমা ব্যবসার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অতএব, তিনি সর্ব প্রথম তাঁর বাবা এবং নিজ জাতিকে মূর্তি পূজার অসারতা বুঝাতে চেষ্টিত হন।

তিনি তাদের বুঝালেন, দেব-দেবীর উপাসনা ও মূর্তি পূজায় কোন সারবত্তা নাই। এগুলি কারো কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখেনা। তারা বললঃ আমরা এ রীতি পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে পেয়েছি, তাই এগুলি আমরা ছাড়তে পারিনা।

এক সুযোগে, যখন একদা নগরবাসীরা কোন জাতীয় উৎসব পালন করতে নগর থেকে বেরিয়ে গেল, তিনি একখানা কুড়াল নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে, মূর্তিগুলির হাত-পা ভেঙ্গে দিলেন এবং বড় মূর্তির কাঁদে কুড়ালটা চড়িয়ে দিলেন। তিনি তাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন, এসব মূর্তি যখন নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনা, কথা বলতে পারেনা, অনুভূতিহীন, তখন তারা তোমাদেরকে কি করে রক্ষা করবে।

Chunati.com

তিনি বললেন, এ মূর্তিগুলি আদতে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের দেয়া মনগড়া নাম বই আর কিছুই নয়। তোমরা এগুলি ছেড়ে মহাপ্রতাপশালী, স্রষ্টা, প্রতিপালক, দয়াবান, করুণাময় আল্লাহকে স্বীকার কর, মান্য কর ও তাঁরই পূজা কর, যিনি ক্ষিধার সময় তোমাদেরকে খাওয়ান, অসুস্থ হলে তোমাদেরকে নিরাময় করেন। তারা কিছুতেই মানবে না। তারা বরং তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেল।

তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে বললেনঃ একমাত্র প্রতিপালক প্রভু ছাড়া, তোমরা যে সব দেবদেবীর পূজা কর, তাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, আমি সংগ্রাম ঘোষণা করি।

তারা তাঁকে আগুনের পোড়াবার জন্য আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আগুনের নিজস্ব ক্ষমতা নাই। আল্লাহর হুকুমে পোড়ায়। আল্লাহর আদেশে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি পোড়া গেলেন না। তারা হতবাক হল; কিন্তু প্রত্যয়ী হলো না। উল্টা বিশ্বাসে তারা তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করল। তিনি তাঁর জন্মস্থান, ইরাকের 'উর' ত্যাগ করে সিরিয়ার সংলগ্ন পেলেস্টাইনে এসে বসবাস শুরু করেন।

তিনি প্রথমে তাঁর নিজ বংশীয় বিবি সারা (রঃ) কে বিবাহ করেন। বিবি সারা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। তাই পরবর্তীতে মিশর ভ্রমণকালে তিনি বিবি হাজিরা (রঃ)-কে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিব্রু ভাষায় তাঁর নাম 'হাগর'। প্রাচীন ইহুদী পণ্ডিত শেলুমলুর বর্ণনা মতে হাগর ছিলেন মিশরের এক রাজকুমারী। বোখারী শরীফে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রার হাদীছ অনুযায়ী, সেকালের প্রথা অনুসারে বিবি হাজিরা (রঃ) কে বড় বিবি সারা (রঃ) এর হাওয়ালা করে দেওয়া হলো; অর্থাৎ তাঁর হাতে সমর্পণ করা হলো, যাতে ছোট বিবি বড় বিবির খেদমতে অবস্থান করেন। আদতে তিনি দাসী বা বাঁদী ছিলেন না।

অতি বৃদ্ধ বয়সে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিবি হাজিরার (রঃ) গর্ভে প্রথম পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং পুত্রের নামকরণ করেন ইসমাঈল (ইসমাঈল, হিব্রু ভাষায় ইশমাঈল)। এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ প্রার্থনা শুনলেন। কিন্তু সন্তান হবার পর বিবি হাজিরা (রঃ) প্রকৃতিগত কারণে বিবি সারার (রঃ) সতীন জনিত রোশে পড়লেন। ফলে হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) বিবি হাজিরা (রঃ) কে দেড় হাজারের অধিক কিলোমিটার দুরে, আরব দেশের উষর মরুভূমির বিশাল কান্তারে অবস্থিত জনবসতিহীন মক্কা বা বক্কার উচ্চ পার্বত্য ভূমিতে বনবাস দিয়ে

Chunati.com

আসতে বাধ্য হন।

বিবি হাজিরা (রঃ)-কে জন-মানবহীন প্রান্তরে এক মশক পানি ও একটি খেজুরের থলি দিয়ে প্রস্থান করার সময়, উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি নিজ ইচ্ছায় আমাকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছেন- না- আল্লাহর আদেশে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহর আদেশে। তাতে নবী পত্নী আশ্বস্ত হলেন, বললেন ঃ যদি আল্লাহর হুকুমে হয়ে থাকে, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করবেন না।

তিনি যথাস্থানে ফিরে আসলেন। অচিরেই পানি ও খেজুর নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনের সংকট ঘনিয়ে আসল। নিজের চিন্তা বিস্মৃত হয়ে, সন্তানের ওষ্ঠাগত প্রাণ রক্ষায় চিন্তিত হলেন। বিবি হাজিরা (রঃ) উৎকণ্ঠায় ছট-ফট, ছুটাছুটি ও একদিকে দৌড়ে পার্শ্ববর্তী সফা টিলায় ও অন্যদিকে দৌড়ে মারওয়া টিলায় ওঠানামা করতে লাগলেন। সাতবার ওঠানামার পর কোন শব্দ তাঁর কর্ণগোচর হল। সন্তানের সান্নিধ্যে দৌড়ে এসে দেখতে পেলেন, ইসমাঈলের পদাঘাতের তলদেশ থেকে, পানির ঝরনা, পানির নহর, প্রবাহিত হচ্ছে। ইহাই অনন্য যমযমের পানির অফুরন্ত উৎস, যাতে এখনও পানীয় উপাদানের সাথে খাদ্যের উপাদান মৌজুত রয়েছে বলে বৈজ্ঞানিকরা মত প্রকাশ করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মা হাজিরা (রঃ) পাথর খণ্ড কুড়িয়ে চারিদিকে বাঁধ তৈরী করে পানি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করলেন।

ঐদিকে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাদের মক্কার নির্জন প্রান্তরে রেখে কুদার নিকটবর্তী ছানিয়ায় উপনীত হয়ে, অর্থাৎ দৃষ্টির বাইরে এসে, দোওয়া করলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতিপয়কে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে; হে আমাদের প্রতিপালক! এ জন্যে যে, উহারা যেন ছলাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিও এবং ফলফলার দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে" (কুরআন ১৪ ঃ ৩৭)।

আর এদিকে শিশু ইসমাঈল (আঃ) স্নেহময়ী মায়ের আদর যত্নে লালিত পালিত হতে লাগলেন। যমযম কূপের মালিকানা ছিল মা হাজিরা (রঃ) ও ছেলে ইসমাঈলের (আঃ) হাতে। মক্কার মরু প্রান্তরে পানির সন্ধান পেয়ে যাযাবর গোত্র ও বাণিজ্য

Chunati.com

কাফেলা এদিকে আকৃষ্ট হল। তারা খাদ্যের বিনিময়ে পানি গ্রহণ করত। অচিরে জুরহুম গোত্রীয় একদল বণিক মক্কার নিম্নভূমিতে যাত্রা বিরতি করলে, আকাশে চক্রাকারে পাখির উড্ডয়ন দেখে পানির অবস্থিতি আঁচ করে নিল। তারা পানির অনুসন্ধানে যম্‌যম্‌ কূপে উপনীত হল এবং মা হাজিরার (রঃ) নিকট তথায় বসতি স্থাপনের অনুমতি চাইল। তিনি কূপের অধিকার নিজের হাতে রাখার শর্তে অনুমতি দিলেন। ফলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দোওয়া কবুল হলো ঃ মা হাজিরা (রঃ) জন-মানবের সঙ্গ পেলেন। জুরহুমের সহচর্যে শিশু ইসমাঈল (আঃ) ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলেন। তিনি জুরহুমের কাছ থেকে আরবী ভাষা শিখলেন, এবং যৌবনে পদার্পণ করে জুরহুমের এক যুবতীকে বিয়ে করলেন।

আবার ইব্‌রাহীম (আঃ) মাঝে মধ্যে এসে তাদের খোজ খবর নিতেন। এভাবে কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়।

প্রথমতঃ তাঁর বয়স ৯৯ বছরে এবং হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বয়স যখন ১৩ বছরে উপনীত হয় তখন তাঁর উপর খৎনা করার আদেশ অবতীর্ণ হয়। এ আদেশ পালনে তিনি নিজে খৎনা করলেন; অতঃপর পুত্র ইসমাঈল ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষদের খৎনা করালেন। তখন থেকে খৎনা ইব্রাহীমী ধর্মের প্রতীক ও ইব্রাহীমী সুন্নত বা প্রথা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

দ্বিতীয়তঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বয়স যখন চেষ্টা চরিত্রের স্তরে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে তাঁকে কুরবানী অর্থাৎ আল্লাহর নামে জবেহ্‌ বা উৎসর্গ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। পিতা-পুত্রের অকুণ্ঠ সদিচ্ছা এবং প্রশ্নাতীত আত্ম-সমর্পন গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ ইসমাঈলের জানের বদলা জান হিসাবে একটি স্বর্গীয় দুম্বা কুরবানী দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে বাৎসরিক কুরবানীর প্রথা চালু হয়।

তৃতীয়তঃ হযরত ইসমাঈলের বয়স যখন কার্যক্ষমের স্তরে পৌছল, ইবরাহীম (আঃ) বিবি হাজিরা (রঃ) ও হযরত ইসমাঈলকে দেখার জন্য মক্কায় আসেন এবং আল্লাহর আদেশে পিতা-পুত্র কা'বা গৃহ নির্মাণে হাত দেন। হাফেয ইবনে হাজর আস্‌কালানী বলেন (*ফাতহুল বারী* ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮) ঃ কা'বা শরীফের সর্বপ্রথম ভিত্তি হযরত আদম (আঃ) স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল একটি মাটির ঢিবি বা টিলা ইহার চিহ্ন হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

Chunati.com

আল্লাহর নির্দেশে এ স্থানেই পিতা-পুত্র মাটি খুড়ে প্রাচীন ভিত্তিমূল প্রাপ্ত হলেন এবং সে ভিত্তিমূলের উপরেই কা'বা শরীফ, বায়তুল্লাহ, নির্মাণ করলেন।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে পিতা-পুত্র কা'বা গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! (নিজ দয়ায় ও অনুগ্রহে) এই জনপদের অধিবাসীদের মধ্যে আপনার এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের মধ্য থেকেই হন, (আর) যিনি আপনার নিদর্শনযুক্ত আয়াত সমূহ তাদের নিকট পাঠ করবেন এবং তাদেরকে জ্ঞান ও হিকমত (প্রযুক্তি) শিক্ষা দেবেন আর তাদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করবেন! নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান" (সূরা বাকারাহ)।

চতুর্থতঃ যখন কা'বা গৃহের নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্তির পথে, তখন মহা ফেরেশ্‌তা হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) হাজরে আসওয়াদ (কাল-পাথর), যা বেহেশত থেকে হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক আনীত হয়েছে বলে প্রবাদ আছে এবং যা আদি যুগের প্রথম উপাসনা গৃহের অংশ বিশেষ রূপে পরিচিত, তা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়ে দেন। ইহাই কা'বা শরীফের দেয়ালের গাত্রে প্রোথিত কাল-পাথর খণ্ড, যাতে হজ্জ পালনকারীরা ভালবাসার ঐতিহ্যগত নিদর্শন রূপে চুম্বন করে থাকে।

পঞ্চমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণ কালে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) একখণ্ড বড় পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দেয়ালে পাথরের সাথে পাথর গাঁথতেন; আর ইসমাঈল (আঃ) পাথর কুড়িয়ে এনে তাঁকে প্রদান করতেন। ঐ ভারাকৃত পাথরটি কা'বা গৃহের সামনে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যা 'মাকামে ইব্‌রাহীম' নামে খ্যাত। এখানে কা'বা গৃহ নির্মাণের স্মরণে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা হয়।

ষষ্ঠতঃ কা'বা গৃহ নির্মিত হলে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কে আদেশ দিলেন ঃ "তুমি লোকদেরকে হজ্জের জন্য আহবান কর, তারা (দলে দলে) পায়ে হেটে এবং সর্বপ্রকার কৃষকায় সওয়ারী উষ্টের পিঠে (বাহনে) আরোহন করে, দুর-দুরান্তের পথ দিয়ে তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত হবে" (সূরা আল-হজ্জ)। তিনি নিবেদন করেন : প্রভু হে! এ অরণ্যের মধ্যে আমার ডাক কে শুনবে? প্রভু বললেন ঃ ডাক দেয়া তোমার কাজ আর শুনানো আমার কাজ। অতএব, তিনি তাই করলেন এবং সে প্রাচীন আমল থেকে আজ পর্যন্ত হজ্জ উদযাপন হয়েই

চলেছে। কোন কালে বিরতি হয়নি।

সপ্তমতঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর দরবারে দোওয়া করলেন ঃ "প্রভু হে! আমাদের উভয়কে তুমি মুসলিম, অর্থাৎ আত্মসমর্পিত, হবার তাওফিক দাও এবং আমাদের বংশধরকে তোমাদের প্রতি আত্ম-সমর্পিত মুসলিম উম্মায় পরিণত কর! এবং আমাদেরকে তোমার প্রতি যথোচিত আত্মনিবেদনের ধর্মপন্থা নির্দেশ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়" (সূরা বাকারা)। এ বংশের লোকেরা সৎকর্মশীল হলে, এই দোওয়ার বরকত প্রাপ্ত হয়।

অষ্টমতঃ 'কা'বা' ও 'আল্লাহ' নাম দুটির প্রবর্তন করে তিনি কা'বা-কে আল্লাহর উপসনা গৃহ এবং আল্লাহকে কা'বার প্রভু হিসাবে পরস্পর সম্পৃক্ত করে চিহ্নিত করেন।

নবমতঃ হজ্জের সময় কা'বা গৃহের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর চূড়ান্ত ইবাদত করার প্রথার প্রচলন করেন।

দশমতঃ হজ্জের জন্য উপস্থিত হয়ে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'! (অর্থাৎ উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি) বলে উচ্চস্বরে আল্লাহর নি'মত, দান ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং একচ্ছত্র রাজ ক্ষমতার স্বীকার উক্তি উচ্চারণ করতে করতে কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করার প্রথা প্রবর্তন করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

অতএব, ইব্‌রাহীমী ঐতিহ্য বলতে বুঝায়, প্রথমতঃ মুর্তিপূজা, আল্লাহর অংশীদারিত্ব ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আল্লাহর নির্ভেজাল এককত্ববাদ অর্থাৎ আল্লাহর একক প্রভুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প; দ্বিতীয়তঃ খৎনা, কুরবানী, মক্কা শরীফে গমন করে হজ্জের অনুষ্ঠান পালন, হাজরে আসওয়াদ বা কাবা গৃহের দেয়ালে সংরক্ষিত কাল-পাথরে চুম্বন, কাবা গৃহের আঙ্গিনায় মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নফল ছলাত আদায়, হজ্জের সংশ্লিষ্ট প্রথাগত অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করা এবং তৃতীয়তঃ পবিত্র কুরআনের নির্দেশে রসূলুল্লাহ (ছঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর স্বীকারোক্তিমূলক দোওয়া ছালাতের প্রারম্ভে বারংবার পাঠ করা, যথা ছলাতের প্রারম্ভে ইবরাহীম (আঃ) এর সংকল্পমূলক এ দোওয়া পাঠ করা যে, "হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই আমার মুখমণ্ডল, যিনি আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর দিকে অকুণ্ঠচিত্তে ফিরাচ্ছি" এবং ইব্‌রাহীম (আঃ) এর এই

Chunati.com

আত্মোৎসর্গমূলক স্বীকারোক্তি পাঠ করা যে, "অবশ্যই আমার ছলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রভু আল্লাহর জন্য নিবেদিত।"

এক কথায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর এই আদর্শিক সংকল্প ও ক্রীয়াকর্মের অনুষ্ঠানাদিকে সমন্বিতভাবে ইব্রাহীমী এককত্ববাদ, আব্রাহামিক ইউনিটারিয়ানিজম নামে চিহ্নিত করা হয়। এগুলিকে আরব্য ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীতে হানাফী ধর্ম বা দ্বীনে হানীফাহ নামেও অভিহিত করা হয়।

স্মর্তব্য যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর পরিবারের একাংশ যা দ্বিতীয় বিবি হাজিরা ও হযরত ইসমাঈলের বংশধারায় মক্কা ও কা'বাকে কেন্দ্র করে আরব দেশে সম্প্রসারিত হয়, তাছাড়া তাঁর প্রথম স্ত্রী বিবি সারার বংশোদ্ভুত মূল অংশ পেলেস্টাইন বা জেরুজালেমে বসবাস করতে থাকে। পেলেস্টাইনের বংশ তাঁর দ্বিতীয় ছেলে হযরত ইসহাক (আঃ) ও তাঁর ছেলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর বারো জন ছেলে ছিল। হযরত ইয়াকুব নবীর (ছঃ) অপর নাম ইসরাঈল এবং তাঁর এ নাম থেকে তাঁর বারো ছেলের বংশধরেরা 'বনি ইসরাঈল' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে তারা ইহুদী নামে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর সম্বন্ধে যৎসামান্য জানা যায়, তা হল ঃ তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে বারো পুত্রের জন্ম হয়, যাদের নামঃ নাবায়ূত, ক্বীদার, ওবাঙ্গল, হিশাম, মিশমা, রুমাহ, মানশা, ই'দার, তীমা, ইয়াতুর, নাফীশ, ক্বীদামা; এক মেয়ে ঃ বাশমাহ্ বা মুহাল্লাত। এই বারো ছেলে আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের আদিপুরুষ ছিলেন এবং গোত্রীয় সরদার রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ হলো তাওরাত বা বাইবেলের ভাষ্য। অধিকন্তু তাওরাতের ভাষ্যে আরো জানা যায় যে, নাবেত বা নাবায়ূত এবং ক্বীদার নামের বড় দুই পুত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এঁদের প্রথম জনের বংশধরগণ পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত 'আছহাবুল হিজর' নামে এবং দ্বিতীয় জনের বংশধরেরা 'আছহাবুর রাস্সে' নামে খ্যাত হয়। বাকী দশ জনের পরিচয় বিরল।

তবে তাওরাতের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক থেকে ১৩ বছরের বায়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আর পবিত্র কুরানের ভাষ্যে হযরত ইসমাঈলকে 'হালীম' অর্থাৎ ধৈর্যশীল বালক এবং ইসহাককে 'আলীম' অর্থাৎ জ্ঞানবান বালক রূপে আখ্যায়িত করেছে। আর হযরত ইসমাঈলকে 'যবাহ্' অর্থাৎ কুরবানীর পাত্র রূপে

উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আছ-ছাফ্ফাত)। অন্য দিকে বাইবেলে জ্যেষ্ঠপুত্র ও একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার আদেশ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে; তাতেও ইসহাকের জন্মের পূর্বে ইসমাঈলের কুরবানীর ঘটনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপরের বংশ তালিকায় হযরত আবু বকর (রঃ) থেকে উপর দিকে আল-ফিহর বা কুরাইশ এবং আদনান পর্যন্ত পনেরো প্রজন্মের/পূর্ব পুরুষদের নাম আমরা বর্ণনা করেছি। তদুপরে হযরত ইসমাঈল পর্যন্ত বংশ তালিকা অতিশয় দীর্ঘ এবং শ্রুতি-বিস্মৃত। কোন কোন জীবনীকার আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) পর্যন্ত ৩০ প্রজন্মের ব্যবধান উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞজনদের মতে এ তালিকা বাস্তব ক্ষেত্রে আরো অনেক দীর্ঘ হতে পারে। কেননা, আন্-নাসসাবুন, অর্থাৎ বংশবৃত্তান্তবিদ গণ সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ ও খ্যাতি সম্পন্ন লোকদের নাম লিপিবদ্ধ করে অখ্যাতদের নাম বাদ দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে খোদ রাসুলুল্লাহ (ছঃ) ইরশাদ করেছেন "কায্যাবা-ন-নাসসাবুন," অর্থাৎ বংশবৃত্তান্তবিদগণ মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। আদনানের উদ্ভব থেকে আরববাসীদেরকে বংশের দিক দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা- কাহতান এবং আদনান। আদনান বংশীয় লোকদের মধ্যে উত্তর আরবের মুদর বংশীয়রা প্রসিদ্ধ আর কাহতান বংশীয়রা দক্ষিণ আরবের বাসিন্দা। বংশগতভাবে কাহতানীরা প্রাচীন আরব নামে খ্যাত এবং আদনানীরা আরবীয়কৃত আরব বা নব্য আরব নামে খ্যাত। কেননা, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বংশ অন্যান্য বংশের পরে উদ্ভুত হয়। আল-কুরাইশ বংশের হাবভাব ও আচার আচরণ লক্ষ্য করলে মনে হয়, তারা আদি প্রজন্মের নিকট থেকে ইব্রাহীম (আঃ) এর বিজ্ঞতা ও একাগ্রতা, ইসমাঈল (আঃ) এর সহিষ্ণুতা ও বিবি হাজিরা (রঃ) এর আত্মোৎসর্গ মননশীলতার সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্য বহন করে। আর এ গুণগুলি হযরত আবু বকর (রঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য বংশধরদের মধ্যে সততই পরিচিন্নিত হয়।

Chunati.com

খান ছিদ্দীকী বংশের প্রথম পুরুষ হযরত আবু বকর (রঃ)

খান সিদ্দীকী পরিবারের প্রথম পুরুষ ছিলেন হযরত আবু বকর আছ-ছিদ্দীক (রঃ)। ইসলামের খাতিরে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদীনার পথে, মহানবী (ছঃ) এর একমাত্র সফরসঙ্গী হিসাবে, তাঁকে পবিত্র কুরআন মজীদ "দুইজনের দ্বিতীয়জন" (৯ ঃ ৪০) রূপে উল্লেখ করে, মুসলিম সমাজে রাসূলের (ছঃ) পরে সর্বোচ্চ সম্মানের আসন প্রদান করে।

হযরত আবু বকরের (রঃ) বাংলা জীবনীকার, কবি গোলাম মোস্তফা বলেন, মুসলিম জাহানে হযরত আবু বকরের স্থান ও মর্যাদা অতুলনীয়। তাঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহ আগাগোড়া মধুর ও পবিত্র। রাসূলুল্লাহর শিক্ষা, আদর্শ ও ধ্যানধারণার রূপায়ন একমাত্র আবু বকরের (রঃ) মধ্যেই আমরা পূর্ণরূপে দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন-"আমার যদি বন্ধু না থাকত [অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বন্ধুর প্রয়োজন হত] তবে আমি আবু বকরকেই বন্ধু করতাম।" আল্লাহর রাসূল (ছঃ) আরো বলেন ঃ "আল্লাহ্ যা কিছু আমার হৃদয়ে নিক্ষেপ করেছেন, আমি তার সমস্তই আবু বকরের হৃদয়ে নিক্ষেপ করেছি।" ইসলামের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য, আত্মনিবেদিত প্রাণ ও রাসূল-আল্লাহর প্রতি সরল, অকপট, স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য তিনি আল্লাহর রাসূলের নিকট সর্বাধিক বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহর (ছঃ) প্রতি তাঁর প্রাণাধিক ভালবাসা এবং মি'রাজের ঘটনার প্রতি প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের জন্য রাসূল (ছঃ) কর্তৃক তিনি "আছ-ছিদ্দীক" উপাধিতে ভূষিত হন। 'ছিদ্দীক' মানে সত্যবাদী, বিশ্বাসভাজন ও অমানতদার। ইসলামের চত্বরে নবীদের পরে ছিদ্দিকগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার দাবীদার।

হযরত আবু বকরের (রঃ) আসল নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম (কুনিয়াত) আবু বকর ও জনপ্রিয় উপাধি 'আছ-ছিদ্দীক'। তাঁর পিতার নাম উছমান, উপনাম আবু কুহাফা (রঃ)। এই সূত্রে তৎপুত্র আবু বাকরকেও 'ইবনে আবু কুহাফা' ডাকা হত। হযরত আবু বকরের মাতার নাম উম্মুল খাইর সালমা বিনতে সাখর (রঃ)। হযরত আবু বকরের পিতামাতা উভয়ই আরব দেশের মক্কা নগরীর প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের 'তায়িম ইবনে মুর্‌রা' পরিবারের সন্তান ছিলেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ* ই. ফা., ২য় খণ্ড পৃঃ ১২০-২৫)। তাঁরা উভয়ই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

তিনি আল্লাহর রাসূলের বাল্য সাথী ছিলেন। ধীর, স্থির, পরোপকারী, বদান্য, অতিথি পরায়ন ও লেখাপড়ায় শিক্ষিত, সৎ চরিত্র ও জ্ঞান গরিমার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছিলেন। তাঁর অনন্য গুণ ছিল সততা। তাঁর পিতা যেমন ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবদেশে একজন সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি চারিত্রিক পবিত্রতা ও মহত্ত্বের জন্য তিনিও আরববাসীর পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অপরের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটন তাঁকে বিচলিত করত। বাল্যকাল থেকেই সত্যবাদিতা ও সরলতা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত আবু বকর ও রাসূল আল্লাহ প্রাক-ইসলামী যুগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যাঁরা মদ্য স্পর্শ করেননি। এ কারণেও তাঁরা একে অন্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন (ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ঃ *ইসামের ইতিহাস*, পৃঃ ১৪৭)।

সমাজ সেবার ঐকান্তিক আগ্রহের দিক থেকে ইসলামপূর্ব-যুগ থেকেই রাসূল-আল্লাহর (ছঃ) সাথে হযরত আবু বকরের প্রভূত চারিত্রিক সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। তাঁর প্রশংসায় ছাহাবী ইবনুদ্-দুগানা (রঃ) বলেন ঃ আবু বকর গরীব-দুঃখীর বন্ধু; তিনি বিপদগ্রস্ত লোকজনের বিপদ দূর করেন, আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন; সত্যের পথে যারা আপদ-বিপদে পতিত হয় তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন (বোখারী শরীফ, কিতাবুল কাফালা, বাব ৪র্থ ও কিতাবুল মানাকিব আল আনছার, বাব-৪৫)।

তিনি জাহিলী যুগে বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও বিচক্ষনতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আরবদের ইলমুল-আনসাব বা বংশপঞ্জী, অর্থাৎ শজরাহ সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। এদিক দিয়ে তিনি আরব দেশে তৎকালীন প্রচলিত বংশ পরিচয়ের বিদ্যা 'ইলমুল আনসাব' (কুলজী) এর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

কাপড়ের ব্যবসায়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে কুরাইশদের মধ্যে তিনি অন্যতম ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম-পূর্ব যুগে তাঁর ব্যবসায়ের পুঁজি ৪০,০০০ দিরহাম (রূপ্যমুদ্রা) ছিল বলে অনুমান করা হয়। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি কাপড়ের ব্যবসায় প্রসার লাভ করেন। ডঃ মাহমুদুল হাসান বলেন ঃ "নিঃসন্দেহে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে তিনি প্রভাবশালী, শিক্ষিত, মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।" ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ধন সম্পদ তিনি মুসলমানদের সেবায় নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করেন (*ইসলামের ইতিহাস*, - পৃঃ ৫২)।

তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মক্কার পৌত্তলিকদের অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন, রাসূলুল্লাহর (ছঃ) সঙ্গে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করেন। অতএব জাহিলী যুগে যেমন, ইসলামের

যুগেও তেমন, তিনি রাসূলুল্লাহর (ছঃ) সর্বাধিক ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। হিজরতের পর মদীনায় তিনি প্রসিদ্ধ খাযরাজ গোত্রের বানু হারিছ কাবিলার অধিকারভুক্ত 'আস-সানহ' মহল্লায় একটি গৃহ লাভ করেন। রাসূল-আল্লাহ (ছঃ) মদীনায় ইসলামী সমাজ বা উম্মাহর সংগঠনকালে যখন ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন, তখন আনছার পক্ষের খারিজা ইবনে সায়ীদকে আবু বকরের (রঃ) ভাই সম্পর্ক করে দেন। হিজরতের সময় যেমন আবু বকর (রঃ) আল্লাহর রসূলের (ছঃ) একমাত্র সাথী ছিলেন, তেমনি মক্কা বিজয়ের সময় (৮ম হিজরী) তিনি রাসূলুল্লাহর (ছঃ) সাথে কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর পীঠে একত্রে উপবিষ্ট ছিলেন।

হিজরীর ৯ম সালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কর্তৃক প্রথম 'আমীরুল হাজ্জ' নিযুক্ত হন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আল্লাহর রাসূল (ছঃ) অসুস্থ হয়ে অন্তিম শয্যায় শায়িত হলে, তাঁর নির্দেশে পরপর তিনদিন ধরে হযরত আবু বকর (রঃ) সালাতে ইমামতী করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন, "ইহাতে মহানবীর মনোবাঞ্ছা এইভাবে প্রকাশ পায় যে, তিনি হযরত আবু বকরকে তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বিবেচনা করেন (ঐ, পৃঃ ১৪৮-৪৯)। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান আরো বলেনঃ "হযরত আবু বকরের (রঃ) মহানবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবি খাদীজা (রঃ) পরলোকগমন করার পর হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) মানসিক যন্ত্রণায় বিমর্ষ হয়ে পড়লে, হযরত আবু বকর তাঁর নয় বছর বয়স্কা কন্যা বিবি আয়েশাকে নবীর সঙ্গে বিবাহ দেন। মহানবী (ছঃ) বলেনঃ "আবু বকরের ধন-সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কারো সম্পদ আমার উপকারে আসে নাই।" কুরাইশদের বাধা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হযরত আবু বকর নিজ গৃহের আঙ্গিনায় মোছাল্লা বা আরাধনার স্থান নির্মাণ করে সুললিত কণ্ঠে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, "তাঁর আর্থিক বদান্যতা ও ধর্মপ্রচারে আত্মত্যাগ, তাঁকে মহানবীর এতই প্রিয় করে তুলে যে, ধর্মগুরু স্বয়ং তাঁর শিষ্যের গৃহে প্রায়শঃ গমন করতেন।

হযরত উমর (রঃ) বলেন ঃ "ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেহ অতিক্রম করতে পারে নাই। একদা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি মক্কার পৌত্তলিকদের দ্বারা নির্মমভাবে প্রহৃত হন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। সংজ্ঞা ফিরে আসলে তিনি প্রথমে রাসুলের কুশল জিজ্ঞাসা করে শান্ত হন। মহানবী (ছঃ) স্বয়ং যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তিনিও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেননি। বদর, উহুদ, খন্দক ও হুনাইনের যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্টা প্রদর্শন

Chunati.com
Pioneer in village based website

করেন। হিজরতের পূর্বে তাঁর ধন সম্পদ অতি সঙ্কটাবস্থাতেও ৫,০০০ দিরহামের সমতূল্য ছিল। তিনি নও মুসলিম কৃতদাস-দাসী মুক্ত করার জন্য মুক্ত হস্তে সম্পদ ব্যয় করেন।

হিজরত-উত্তর মুতার যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে, তিনি তাঁর পরিধানের একপ্রস্ত বস্ত্র ছাড়া সর্বস্ব মহানবী (ছঃ) এর খেদমতে দান করেন। জিজ্ঞাসিত হলে, আপনি আপনার পরিবারের জন্য কি রেখেছেন? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই আমার ও আমার পরিবারের জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহর (ছঃ) ওফাতের প্রাক্কালে আরব দেশে কতিপয় ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হয় এবং হযরতের (ছঃ) ইন্তেকালের সাথে সাথে সমগ্র আরব বিশ্বে চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। খোদা বক্সের মতে, ইহা ইসলাম জগতে এক ভয়াবহ ও সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হযরত (ছঃ) এর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে হিজায ব্যতীত প্রায় সমগ্র আরবদেশ ইসলাম ধর্ম ও নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মদীনার নিকটবর্তী ও দুর দুরান্তের প্রায় সকল আরব গোত্র ইসলামের আধিপত্য ও মদীনার প্রভূত্ব অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর হয়। নব দীক্ষিত মুসলিম গোত্রগুলির বহুলাংশ যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে এবং ভণ্ড নবীদের সাথে জোটবদ্ধ হয়। অধ্যাপক মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম বলেন, জনৈক আরব ঐতিহাসিকের মতে ঃ "আরব সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। ধর্মদ্রোহিতা এবং অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিধর্মী ও ইহুদীগণ সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং মুসলমানগণ রাখাল বিহীন মেষকুলের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করছিল। তারা সংখ্যায় ছিল নগণ্য কিন্তু তাদের দুশমনদল ছিল সংখ্যাতীত" (*আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ৮০)।

প্রণিধানযোগ্য যে, হযরতের জীবদ্দশায় আরবদেশের মোট লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, অনেকের মতে এক দশমাংশও ইসলামে দীক্ষিত হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে, দুরূহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মপ্রচারের সহায়ক প্রতিষ্ঠানের অভাব, আরবদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কট্টর কপালবাদী অন্ধ বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা ভাবাপন্ন ধর্মান্ধতা, আত্মম্ভরিতা সম্পন্ন স্বাধীনচেতা স্বভাব চরিত্র এবং সর্বোপরি নিজ নিজ গোত্রের বাইরে আনুগত্য প্রকাশের প্রতি আরবদের বিরাগ, ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভের ক্ষেত্রে প্রায় অলঙ্ঘণীয় অন্তরায় ছিল।

তদুপরি রাসুল-আল্লাহর (ছঃ) অন্তর্ধানের মাত্র দুই বছর পূর্বে তাঁর প্রত্যক্ষ

কর্মস্থল, হিজাযের অধিবাসীরা, ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাতেও কোনও গোত্র-প্রধান ইসলামে দীক্ষিত হলেই, প্রকারান্তরে উক্ত গোত্রের সকল লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হত। এসব কারণে অনুধাবন করা যায় যে, হযরতের (ছঃ) মৃত্যুকালে আরব গোত্রগুলির হৃদয়ে ইসলাম ধর্ম রেখাপাত করতে সামান্যই সক্ষম হয়েছিল (ঐ, পৃঃ ৮২)।

এসব পরিস্থিতি দৃষ্টে হযরত উমর (রঃ) এতই বিব্রত, বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন যে, উম্মত্তের ন্যায় খোলা তরবারী হাতে তিনি ঘোষণা করেন ঃ যে কেহ রাসূল-আল্লাহর ইন্তেকাল হয়েছে বলবে, আমি তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করব। হযরত আবু বকর (রঃ) অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে রাসুল-আল্লাহর শবদেহ স্পর্শ করে বলেন ঃ আহা! আপনি জীবনে যেমন সুবাসিত ছিলেন, মৃত্যুকালেও তেমনি সুগন্ধ আছেন! অতঃপর সমগ্র মানবজাতির মতই রাসূলের (ছঃ) মরণশীলতার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করে তিনি সবাইকে প্রকৃতিস্থ করেন। অবশেষে ধীরস্থিরভাবে, গুরু গম্ভীর স্বরে তিনি ঘোষনা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদকে যারা পূজা করতে তারা জেনে রেখো যে, মুহাম্মদ (ছঃ) আর ইহজগতে নাই; আর যারা আল্লাহকে পূজা কর, তারা জেনে রেখো যে, আল্লাহ চিরস্থায়ী, চিরজীব।

ইত্যবসরে মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের সংকট চাঁড়া দিয়ে ওঠে। কেননা, রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি চিরাচরিত বাস্তব সত্য ঃ সর্বোপরি নেতৃত্বের স্থান মুহূর্তের জন্যও শূণ্য থাকতে পারেনা। তাই হযরতের (ছঃ) ইন্তেকালের পরে হযরত আলীর (রঃ) নেতৃত্বে বনু হাশেম যখন রাসূলের (ছঃ) কাফন-দাফন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন মদীনার আনছারগণ বানু সা'আদা গোত্রের সভাকক্ষে একত্রিত হয়ে, তাদের মধ্য থেকে মুআয বিন ওবায়দাকে রাসূলের (ছঃ) স্থলাভিষিক্ত নেতা বা আমীর নির্বাচন করার বিষয়ে পরামর্শে নিরত হয়। কেননা, রাসূল-আল্লাহ (ছঃ) তাঁর পরবর্তীতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার কার উপর ন্যস্ত হবে, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেন নাই। অতএব, তাঁর পরে নেতা নির্বাচনের ভার গোটা মুসলিম উম্মার হাতে এসে পড়ে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে চারটি সম্ভাব্য দাবীদার গোষ্ঠীর উদ্ভব কল্পনা করা হয়, যথা - আনছার, মহাজির, আলীপন্থী ও মক্কাবাসী উমাইয়াগণ। তাদের মধ্যে আনছার ও মুহাজির দল অকুস্থলে পরস্পর মুখোমুখি হয়।

আনছারদের দাবী ছিল যে, ইসলামের ঘোর সংকটকালে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

Chunati.com

করে ও নবী করীম (ছঃ) কে মদীনায় পদার্পণ করার আহবান জানায় এবং মদীনায় আনয়ন করে, আশ্রয় দান করে, ইসলামকে সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। বিশেষতঃ মক্কা বিজয়ের পর তারা গণিমতের দাবী পরিত্যাগ করে, আল্লাহর রাসূলকে (ছঃ) বক্ষে ধারণ করে, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

পক্ষান্তরে মুহাজিরদের দাবী ছিল যে, ইলামের আবির্ভাবের সময় থেকে তাঁরা সর্বপ্রথম এ ধর্মমতে বিশ্বাস করে এবং সর্বক্ষণ ইসলামের প্রচারকার্যে সহায়তা করে ও প্রয়োজনে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, দেশত্যাগ করে ইসলামকে সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু তাঁরা রাসূলের সগোত্রীয় বিধায়, তারাই সর্বোচ্চ নেতৃত্বের হকদার। সকীফায়ে বনু সা'আদায় অনুষ্ঠিত আনছারদের পরামর্শ সভার খবর পেয়ে, হযরত উমরের আহবানে হযরত আবু বকর ও আবু ওবায়দা ইবনে জররাহ তথায় উপস্থিত হন। ফলে, আনছার ও মুহাজির পক্ষদ্বয়ের মুখোমুখি মত বিনিময়ের সূচনা হয়।

এক স্তরে আনছার দল দুই পক্ষ থেকে দুইজন আমীর নির্বাচন করার দাবী জানায়। তাতে হযরত উমর আবেগাপ্লুত হয়ে আনছার প্রধান সাআদ বিন ওবায়দাকে অভিসম্পাত বর্ষণ করেন এবং ইসলামকে রক্ষা করার জন্য তাঁর মৃত্যু কামনা করেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন ঃ এক খাপে দুই তরবারির স্থান সঙ্কুলান হবার নয়।

সম্ভবতঃ সাআদ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং সভাকক্ষে কম্বল জড়িয়ে শায়িত ছিলেন। হযরত উমর যেন রাগের চোটে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করছিলেন। এরূপ ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে হযরত আবু বকর পুনরায় ধীরস্থিরভাবে, বাস্তব পরিস্থিতির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে, নিজ সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "আল-আয়েম্মতু মিনাল কুরাইশ"। অর্থাৎ নেতৃত্ব কুরাইশের মধ্য থেকে হতে হবে। কেননা, ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে, সমগ্র আরব জাতিকে ইসলামের পতাকা তলে একতাবদ্ধ করতে হবে এবং কুরাইশ ছাড়া অন্য কোন গোত্র সমগ্র আরবদেশে সুপরিচিত নয়। অতএব, সমগ্র আরব জাতিকে একতাবদ্ধ করতে একমাত্র কুরাইশই নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম।

এই অভিমত আনছারদের মনপূত হয় এবং পরিস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধি করে মুআয এবং তার কতেক সাঙ্গপাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য আনছারেরা এতে সায় দেয়। আনছারদের পক্ষ থেকে একথাও বলা হল যে, কুরাইশদের মধ্য থেকে ইমাম নিযুক্ত করা হোক এবং আনছারদের মধ্য থেকে ওয়াজীর নিযুক্ত করা হোক। অবশেষে হযরত আবু বকরের (রঃ) কথাই সর্বসাকূল্যে গৃহীত হয়। অতঃপর হযরত আবু বকর

Chunati.com
Pioneer in village based website

(রঃ) নিজে হযরত উমর (রঃ) ও হযরত আবু ওবায়দা বিন জররাহকে (রঃ) ইমামত বা নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের আহবান জানান।

প্রত্যুত্তরে হযরত উমর আরবদেশের শায়েখ নিযুক্ত করার প্রচলিত পদ্ধতিতে হযরত আবু বকরের হাতে চুম্বন করে 'বায়আত' করার মাধ্যমে তাঁকে আমীররূপে বরণ করার ঘোষনা প্রদান করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে আনছার বশীর ইবনে সা'আদ, মুহাজির আবু ওবায়দা ও উপস্থিত অন্যান্য সবাই 'বায়আত' করে তাকে রাসূলের (ছঃ) স্থলভিসিক্ত নেতা বা খলীফা নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে মসজিদে নববীতে অন্যান্য সবাই একই কায়দায় তাঁর হাতে চুমু দিয়ে 'বায়আত' করে। ফলে হযরত আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হন (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা. ৯ম খঃ, পৃঃ ৩৯৫)।

অধ্যাপক রেজা-ই-করীম বলেনঃ "খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ কোনও পদ্ধতি নির্দিষ্ট না থাকায়, আবু বকরের (রঃ) নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রাক-ইসলামী যুগের রীতিনীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, বিজ্ঞজনোচিত সূক্ষ্মদৃষ্টি, ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সামাজিক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর নির্বাচনকে বিনাদ্বিধায় মেনে নেয়" (*আরব জাতির ইতিহাস*, পৃঃ ৭৯)।

এক কথায়, তাঁর নির্বাচন বিশেষ কোন পদ্ধতির অনুকরণে নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মেধা বলে সম্পন্ন হয়।

প্রণিধানযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সমস্ত মানুষকে খলীফা অর্থাৎ নিজ প্রতিনিধি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আল্লাহর খলীফারা, রাসূলের খলীফার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তা কিছুটা বেসামাল ঠেকে। তদুপরি আল্লাহর রাসূল (ছঃ) ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে 'বায়আতে'র মাধ্যমে অংগীকার নিয়েছেন। কেননা ধর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য অপরিহার্য্য। কিন্তু রাজনীতি বা সিয়াসতের ক্ষেত্রে, তথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে, তিনি হাতে চুমু দিয়ে জাহিলী আরবীয় কায়দায় 'বায়আতে'র পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। প্রাক-ইসলামী আরবে প্রচলিত 'বায়আতে'র মধ্যে অধিকন্তু স্বৈরাচারের অংকুর লুক্কায়িত ছিল। কেননা, বায়আতের শাব্দিক ও প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী, বায়আতকারী কর্তৃক বায়আত গ্রহণকারীর নিকট নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা বিক্রি করে দেয়া বুঝায়। কোন মুসলমানের পক্ষে 'আল্লাহর খলীফা' হিসাবে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, স্বাধীন ইচ্ছা ও

Chunati.com
Pioneer in village based website

স্বাধীন বাচনী ক্ষমতা, কোন প্রকারেই বিকিয়ে দেয়া সমীচিন নয়। ইসলামে রাজনৈতিক নেতাকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করা এবং পরামর্শ ও সমর্থন দেয়া বিধেয়। কিন্তু তা 'শূরা' মূলেই হতে হবে, আনুগত্যের ভিত্তিতে নয়। পবিত্র কুরআনে 'আত্বীয়ূ' মুলে 'ইত্বাআত' করতে বলা হয়েছে। আল্লাহকে, রাসূলকে এবং ক্ষমতাসীনদেরকে 'ইত্বাআত' মানে মান্য করা, আনুগত্য নয়।

হযরত আবু বকরের নির্বাচনকালে আমীর নিযুক্তির আলোচনা ছিল। বাহ্যিক খিলাফতের অর্থ সুস্পষ্ট ছিল না, তা অব্যাবহিত পরে তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করা থেকে সম্যক বুঝা যায়, আপনি কি আল্লাহর খলীফা? তিনি তদুত্তরে বলেন ঃ আমি রাসূলের খলীফা।

তাতেও এর অস্পষ্টতা কেটে ওঠে নাই। কেননা, হযরত উমর (রঃ) খলীফা নির্বাচিত হবার পর নিজেকে 'রাসূলের খলীফার খলীফা' বলে মনে করেন এবং এরূপ লম্বা পদবী ব্যবহারের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনীন' অর্থাৎ 'মুমিনদের অধিনায়ক' উপাধি গ্রহণ করেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, নবম খণ্ডে "খলীফা নিবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৯৩)।

মিসরের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল তাঁর হযরত আবু বকর (বাংলা অনুবাদ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১) নামক জীবনী গ্রন্থে বলেনঃ "খিলাফতের বায়আতের পর এক ব্যক্তি আবু বকরকে (রঃ) 'হে আল্লাহর খলীফা!' বলে ডাকলে, তিনি সাথে সাথে তাকে বাধা দিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর খলীফা নই; বরং রাসূলের খলীফা" (পৃঃ ৩৯৪)।

"খলীফায়ে রাসূলের পুনরাবৃত্তি হতে বাঁচবার জন্য হযরত উমর (রঃ) 'খলীফা' লকব পরিত্যাগ করেন। পরে এর পুনরাবৃত্তি বড় বিদঘুটে রূপ ধারণ করত। কেননা, উমরের লকব যদি 'খলিফায়ে খলীফাতুর রাসূল' হতো তাহলে উছমানের (রঃ) লকব 'খলীফায়ে খলীফায়ে খলীফাতুর রাসূল' এবং হযরত আলীকে (রঃ) 'খলীফায়ে খলীফায়ে খলীফায়ে খলীফাতুর রাসূল' নামে স্মরণ করতে হতো" (পৃঃ ৩৯৬)।

"হযরত আবু বকরের (রাঃ) উক্তি, আমি খলীফাতুল্লাহ নই; বরং আমি খলীফায়ে রাসূলুল্লাহ (ছঃ); দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি খলীফা শব্দকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন (ঐ)।

'রাসূলের খলীফা' এবং 'মুমিনদের অধিনায়ক' উপাধিদ্বয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, প্রথমটিতে রাসূলের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা নিহিত এবং

Chunati.com

দ্বিতীয়টি সাধারণ মানুষের মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে সুচিত করে। অধিকন্তু হযরত উমর (রঃ) মৃত্যুকালের ওয়াছিয়ত নামায় বলেন, "আমার খলীফার প্রতি আমার এই উপদেশ।" তাতে উনি পরবর্তী খলীফাকে রাসূলের খলীফা নয়, বরং তিনি নিজেকে যেমন হযরত আবু বকরের খলীফা বলে মনে করতেন, তেমনি পরবর্তী খলীফাকে তার নিজের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি রূপে মনে করেন (*ইস. বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২)।

পরবর্তীতে খলিফাকে মুসলিম উম্মার ইমাম ও অধিনায়ক হিসাবে মান্য করা হয় এবং খিলাফতকে ইমামত রূপে গণ্য করা হয়। এর দলীল হিসাবে পবিত্র কুরআনের বাণী "আল্লাহকে মান্য কর এবং রাসুলকে মান্য কর এবং যাঁরা তোমাদের মধ্য থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদেরকে", আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়। তবে প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে আতীয়ু, তথা ইত্বাআত বা মান্য করার কথা আছে, বায়আতের ধাঁচে আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ নাই। তদুপরি দুটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়। একটি এই মর্মে যে, "রাসূল-আল্লাহর (ছঃ) তিরোধানের পর ত্রিশ বর্ছর খিলাফত বিদ্যমান থাকবে, অতঃপর রাজত্ব কায়েম হবে।" সমালোচনামূলক দিরায়তের দৃষ্টিতে এ হাদীছটি উমাইয়াদের রাজত্ব বৈধকরণের জন্য জাল করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আর দ্বিতীয়টি হল এই মর্মে যে, "তোমাদের উপর আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আবর্তীত।" আদতে প্রথমের চার খলীফাকে উমাইয়া-আব্বাসীয় রাজতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রী খলীফাদের থেকে পৃথক করার জন্য, বহুকাল পরে, সম্ভবতঃ আব্বাসীয়দের মধ্যম যুগে ঐতিহাসিকরা "খুলাফায়ে রাশেদীন" অর্থাৎ সফল বা পূণ্যবান খলীফাগণ বলে তাদেরকে আখ্যায়িত করে। এ হাদীছ দু'টি হাদীছের রেওয়ায়ত ও ফিকার হুকুম আহকামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হলেও, ইতিহাসের সমালোচনায়, অর্থাৎ দিরায়ত, জরাহ ও তা'দীলের দৃষ্টিতে ইতিহাসের চত্বরে গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার যারা খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কিত এ হাদীছদ্বয় সঠিক বলে গ্রহণ করেন। তারা কি চারজন (?) না হযরত হাসান (রঃ) সমেত পাঁচজন (?), অথবা হযরত উমর বিন আব্দূল আযীয (রঃ) সমেত ছয়জনকেই এর মধ্যে গণ্য করেন তা বুঝা দুষ্কর। সমালোচনামূলক দিরায়তের দৃষ্টিতে এটাও ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে টিকে না।

খিলাফতের বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়ছালার জন্যে রাসুল-আল্লাহর (ছঃ) মদীনায় সমাজ

Chunati.com
Pioneer in village based website

ও রাষ্ট্র গঠনের দশ বছরের কঠোর অধ্যবসায়ের দিকে নযর দিলে, আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রমে আমাদের জন্য তিন প্রস্ত দৃষ্টান্তমূলক বাস্তব কর্মসূচী রেখে গেছেন। এগুলি যথাক্রমে (ক) আদর্শমূলে সমাজ গঠন (খ) ন্যায়বিচার ভিত্তিক চুক্তি মূলে বহুজাতিক রাষ্ট্রগঠন এবং (গ) জাতীয় স্বার্থের আদলে সন্ধিমূলে বৈদেশিক বা বিশ্বনীতি নির্ধারণ করণ। কেননা, আল্লাহর রাসূল দলীয় ও গোত্রীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আদর্শের ঈমানী বন্ধনের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মা গঠন করেন। এর তাৎপর্য হল ঃ এক আদর্শে এক সমাজ; সমাজ আদর্শিক হয়। দুই আদর্শে এক সমাজ হয় না, দুই সমাজ হয়। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের এলাকায় কেবল একই আদর্শের লোক পাওয়া দুস্কর। দুনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে একাধিক আদর্শের লোক বসবাস করে। তাই একই আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করা সাধারণত দুঃসাধ্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব, আল্লাহর রাসূল ন্যায়বিচার ভিত্তিক মদীনার চুক্তিমূলে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠন করেন। এতে ছিল বিভিন্ন আদর্শের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতামূলক সহনশীলতা ভিত্তিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রগঠনের অংকুর। গ্রীক ঐতিহ্যের 'ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতা' ও মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সমঝোতামূলক 'ধর্মীয় সহনশীলতা' মদীনার সনদে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়।

অধিকন্তু চুক্তি যেহেতু ন্যায়বিচার ভিত্তিক হয়ে থাকে, তাই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ রোধে, একজন সর্বোপরি বিচারকর্তার প্রয়োজন হয়। মদীনা চুক্তিতে রাসূল-আল্লাহকে চূড়ান্ত বিচারকর্তারূপে মান্য করা হয়। অতএব, চুক্তি একই বিচারকর্তার আওতাধিন একই রাষ্ট্রে সম্ভব। একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে তাই চুক্তির বদলে সন্ধির ব্যবস্থা করতে হয়।

কেননা, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হলে, শক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করতে হয়, অথবা কোন আধিকতর শক্তিশালী পক্ষের মধ্যস্থতায় তাঁর সমাধান করতে হয়। তাই কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় সন্ধি সম্পাদিত হলে, তা উক্ত তৃতীয় পক্ষ তত্ত্বাবধান করতে পারে। এ কারণে সাধারণতঃ চুক্তি বহু পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হলেও সন্ধি সর্বদা দ্বিপাক্ষিক হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এরূপ সন্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। গভীর ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, যেখানে আল-কুরআনের আমোঘ নির্দেশ অনুসারে আল্লাহর রাসুল (ছঃ) প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ খাস ও আম পরামর্শ সভা বা শূরা মজলিস আহবান করে সম্পন্ন করতেন এবং যেখানে তিনি সমাজ সংগঠন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ও পররাষ্ট্রনীতি উদ্ভাবন, যথাক্রমে আদর্শ, চুক্তি ও সন্ধি ভিত্তিক কর্মপন্থার দৃষ্টান্ত মূলে প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে খলীফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া

Chunati.com

আরবদের জাহেলী যুগের শায়খ নির্বাচন করার 'বায়আত' পদ্ধতিতে সম্পন্ন হল কেন? পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চুক্তি মূলে রাষ্ট্র গঠনের নীতির সাথে, 'বায়আত' বা আনুগত্য মূলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্যে কি যথার্থ সামঞ্জস্যতা বিদ্যামান?

আবার খিলাফতের সঠিক অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল। হযরত আবু বকর (রঃ) রাজনীতি ক্ষেত্রে আল্লাহর খলীফা বলে চিহ্নিত হতে আতঁকে ওঠেন এবং নিজেকে রাসূলের খলীফা (খালিফাতুর রাসূল) রূপে পরিচয় দেন। তবে তাঁর আমলে এ পাদবীটি ব্যবহার হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে। হযরত উমরের সময় থেকে কথাটি চালু হয়, যদিও হযরত উমর (রঃ) খলীফা হিসাবে সম্বোদিত না হয়ে, মুমিনদের অধিনায়ক বা 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি গ্রহন করেন। পক্ষান্তরে হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) নিজেকে 'খলীফাতুল্লাহ' রূপে পরিচয় দিতে আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের অনেকে 'খলীফাতুল্লাহ' পাদবী ব্যবহার করেন (*ইঃ বিশ্বকোষ*, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৯-১০ দ্রঃ)। আরো বর্ণিত আছে যে, খিলাফতের বিষয় নিয়ে হযরত আবু ইউসুফ (রঃ) ও জাহিযের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল।

ইমাম মাওয়ার্দী খিলাফতকে, নবুয়াতের প্রতিনিধিত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান (*আল্-আহকাম আস-সুলতানিয়া*)। আবার অনেকে রাসূলের নবুয়তী ভূমিকা ও পার্থিব নেতৃত্বের ইমামতি ভূমিকার পার্থক্য নিরূপণ করে বলেন যে, হযরতের ইন্তেকালের সাথে নবুয়তী ভূমিকার অবসান হয় এবং ইমামতির ভূমিকা বিদ্যমান থাকে, যার প্রতিভূ হলেন খলীফা *(বিশ্বকোষ ঐ, দ্রঃ)*।

কিন্তু ইমাম ইবন তায়মিয়া এতে একমমত নন। তিনি মনে করেন উলামারা হলেন 'নায়েবে রাসূল' এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত মতে তারাই 'উলিল-আমর'। সেহেতু শরীয়তকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে 'উলিল আমর' তথা উলামাগণকে মান্য করা সমস্ত মুসলমানদের কর্তব্য। তাতে উলামার মধ্যে গণ্য নন এমন খলীফার ভূমিকা হয়ে পড়ে গৌণ *(সিয়াসত আশ-শরীয়াহ দ্রঃ)*।

এ হিসাবে 'খলীফাতুর রাসূল' এর স্থলে 'নায়েবে রাসূল' পদবীও সমমর্যাদায় চালু করা যেত। অধিকন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, খিলাফত বড় জোর ত্রিশ বছরের বেশী টিকেনি। এরপরে খিলাফত স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। যেহেতু বায়আতের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের বীজ নিবিষ্ঠ ছিল, সেহেতু উমাইয়া, আব্বাসীয়া ও উছমানিয়া খলীফাগণকে, খিলাফতের নামে বংশগত রাজতন্ত্র কায়েম করতে বিশেষ বেগ পেতে

Chunati.com
Pioneer in village based website

হয়নি। মারওয়ানের কুটনীতি ও আব্দুল মালিকের বলিষ্ঠ কঠোর পদক্ষেপ এ পরিবর্তন সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এর বৈধকরণের জন্য আব্বাসীয় খলীফারা "আহলে হাল ওয়াল আকদ" অর্থাৎ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের নির্বাচকমন্ডলী বা 'ইলেক্টোর‍্যাল কলেজ' এর দ্বারা খলিফার আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এক কথায়, ত্রিশ বছরের আদি যুগকে বাদ দিয়ে, বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে খলীফার নির্বাচন এক প্রকার প্রহসনের শিকারে পরিণত হয়। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে খিলাফতের পদটি কামাল আতার্তুক কর্তৃক রহিত করার পর, শত চেষ্টা করেও আর "বায়আতের" মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচন করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এতে কার্যতঃ 'বায়আত' ভিত্তিক খিলাফতের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে খিলাফতের রাষ্ট্রনীতির এ মহাবিভ্রাট থেকে মুসলিম সমাজকে উদ্ধার করার উপায় কি? মুসলিম রাজনীতির মৌল বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুরূহ।

রাসূলুল্লাহর (ছঃ) আদর্শভিত্তিক সমাজ নীতি, চুক্তি-ভিত্তিক রাজনীতি এবং সন্ধি-ভিত্তিক বিশ্ব নীতির স্বরূপ আমরা উপরে বিবৃত করেছি। উপরে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল আল্লাহ (ছঃ) আল্-কুরআনের অমোঘ নির্দেশ অনুসারে শূরার ভিত্তিতে খাস ও আম পরামর্শ সভা আহ্বান করে সর্বপ্রকার পার্থিব সমস্যার সমাধান করতেন। এখন একটি মৌল প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমর (রঃ) আল্ কুরআনের শূরা মূলে পরামর্শ সভা না ডেকে, রাসূলের নির্ণীত চুক্তি মুলে একজাতিক বা বহুজাতিক সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ না করে, প্যাগান আরবীয় রাজনৈতিক "বায়আত" মূলে খলীফা বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন কেন? এর রহস্য ও অর্ন্তনিহিত কারণ কি ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা একদিকে ছিদ্দীকী বংশের পরিচয় পরিচিতিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য এবং অন্যদিকে রাজনীতির বিপাক থেকে মুসলিম বিশ্বকে বিমুক্ত করার জন্য অপরিহার্য এবং এতদ্-উভয় পক্ষের চাহিদাই সমানভাবে মুখ্য ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন আমাদেরকে রাসুলের (ছঃ) অন্তর্ধান উত্তর ইসলামের অবস্থানের মুখোমুখি করে।

Chunati.com

রাসূল-আল্লাহ্‌র (ছঃ) অন্তর্ধান-উত্তর ইসলামের অবস্থান

রাসূল আল্লাহর (ছঃ) অন্তর্ধানের সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম উম্মাকে কেন্দ্র করে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের মতে হযরত আবু বকর (রঃ) সে অরাজকতাপূর্ণ বিশৃংখলা, প্রতারণা, ভণ্ডামি, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ধর্ম ও দেশদ্রোহীতার ভয়াবহ পরিস্থিতি, যোগ্যতার সাথে মোকাবিলা করেন। তাঁর সমসাময়িক ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদের ভাষায়, "এরূপ সংকটের দিনে হযরত আবু বকরের মত খলীফা না থাকলে, ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র কোনটাই রক্ষা পেত না, মুসলমানদের ধর্ম ও সমাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠত" (*ইসলামের ইতিহাস* পৃঃ ১৬৯)।

ইবনে মাসউদের সাথে সায় দিয়ে, আধুনিক যুগের কট্টর ইসলাম বিরোধী প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক মুইর বলেন, "আবু বকর না থাকলে বেদুঈন গোত্রগুলির সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যেত অথবা এ সম্ভাবনাও বেশী ছিল যে, জন্মের পূর্বেই উহা [মুসলিম রাষ্ট্র] ধ্বংসপ্রাপ্ত হত।" মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, "প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।"

মাহমুদুল হাসান তদুপরি এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "ইসলামের ধারক ও বাহক হিসাবে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং কোন প্রকার ভীতি, বিদ্বেষভাব, বিরুদ্ধচারণ তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারে নাই। যাকাত প্রদানে কয়েকটি বেদুইন গোত্র অস্বীকার করলে, তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী কর প্রদানে তাদেরকে বাধ্য করেন। তিনি দ্বীনকে নিছক আরব্য বদান্যতাসুলভ 'মুরুয়ার' উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ড নবীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ইসলামের বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন" (ঐ, পৃঃ ৭০)।

এ সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে পরবর্তীকালে হযরত উমর (রঃ) বলেন, আমাদের ভাগ্যে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আঁ- হযরতের ওফাতের পর আনছারেরা একটি পৃথক জোটে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সকিফা বানু-সা'আদায় একত্রিত হয়ে আমাদের বিপক্ষতা করতে থাকে। অন্যদিকে আলী, যুবায়ের ও তাদের অনুসারীরাও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তখন অবস্থা এই যে, মুহাজেরীন আবু বকরের অধীনে একত্রিত হয়।" (আবদুল মওদুদ ঃ *হযরত ওমর*, পৃঃ ২৫ উদ্ধৃতিঃ *সহীহ আল-বোখারী*; তাবরীর ঃ *তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক*, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩২-৩৩,

Chunati.com

এসব ভয়াবহ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে)। অতএব, প্রথমতঃ এরূপ টানটান উত্তেজনার অবস্থা নিরসনের জন্য আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমর (রঃ) আরবদেশে বহুল প্রচলিত ও সর্বসাধারণের নিকট বোধগম্য শায়খ বা গোত্রীয় প্রধান নির্বাচনের 'বায়আত,' পদ্ধতি, তথা হাতে চুমু দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করার প্রক্রিয়া, অবলম্বন করে, হযরত আবু বকরকে আমীর বা খলীফা নির্বাচনের ঘোষণা দেন। দ্বিতীয়তঃ খিলাফতকে বায়আতের অন্ধ আনুগত্য থেকে বিমুক্ত করে ইসলামের স্বাধীনচেতা সঠিক নেতৃত্বের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্যে, হযরত আবু বকর (রঃ) তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, "আপনারা আমাকে আমীর নির্বাচিত করেছেন যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম নই। অতএব, আমি আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশ অনুসারে আপনাদেরকে আদেশে প্রদান করলে, তা আপনারা মানতে বাধ্য। কিন্তু আমি, যদি আল্লাহ্ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করি, তবে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দিতে বাধ্য।" অর্থাৎ নীতিগতভাবে তিনি ইহাও বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর কোন ভুলচুক হলে, তা জনগণ তাঁকে সংশোধন করে দেবে এবং সে অবস্থায় তিনি সংশোধনী মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। স্বৈরাচারী অনুগত্য রহিত করার জন্য ইহা একটি বিচক্ষণ কৌশলনীতিরূপে প্রতিভাত হয়।

সারকথা, তিনি নৃপতিদের মত সার্বভৌমত্বের মর্যাদা দাবী করলেন না; বরং নিজকে একজন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্তরূপে প্রতীয়মান করলেন। অর্থাৎ যদিও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তবুও ইসলামের খাদেম ও রাসুলের অনুসারী হিসাবে তিনিও একজন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সাবধান! আপনাদের দৃষ্টিতে যে কেহ দুর্বল, সে আমার দৃষ্টিতে সবল, যাবত আমি তাঁর যাবতীয় হক আদায় করে দিতে না পারি এবং যে কেহ আপনাদের দৃষ্টিতে সবল, সে আমার দৃষ্টিতে দুর্বল, যাবত আমি তার কাছ থেকে অন্যের হক আদায় করে নিতে না পারি।" অর্থাৎ সর্বোপরি 'ন্যায়তঃ বিচার'ই হবে ইসলামী শাসনের ভিত্তি। এতে কোন হেরফের সহ্য করা হবে না। এক কথায়, সাম্য ও ন্যায় বিচারই হবে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল।

তৃতীয়তঃ হয়রত আবু বকর (রঃ) নিজ শাসন আমলে দৃষ্টান্তমূলকভাবে এ নীতির প্রতিষ্ঠা করেন যে, রাসূল (ছঃ) এর প্রতিষ্ঠিত নিয়মে ধর্মীয় বিষয় 'ওয়াহী' মূলে নিষ্পন্ন হবে এবং রাজনীতির বিষয় 'শূরা' মুলে পরামর্শের মাধ্যমে নির্বাহ হবে। নির্বাচনের পর মুহূর্তে গোলযোগকারীদের কিছু সংখ্যক গোত্র, যাকাত প্রদান করা

Chunati.com
Pioneer in village based website

থেকে অব্যাহতি চাইলে, তিনি শূরা মজলিসের অধিকাংশ সদস্যের পরামর্শ, এমনকি হযরত উমরের (রঃ) পরামর্শও নাকচ করে বলেনঃ "পবিত্র কুরআনে 'ছলাত' ও 'যাকাতে'র আদেশ একত্রে এসেছে; অতএব, যে ব্যক্তি যাকাত ফরয নয় বলে মনে করে সে ধর্মত্যাগী 'মুরতাদদের' অন্তর্ভুক্ত, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য" (*ইসলামী বিশ্বকোষ* ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ২৪)। কেননা, যাকাত ওয়াহী মূলে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মনীতি। যাতে পরামর্শের বা শূরার কোন অবকাশ নাই। তিনি এক্ষেত্রে ভ্যাটো প্রয়োগ করার মত কাজ করেছেন।

চতুর্থতঃ হযরত উমর (রঃ) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে, রাজনীতিকে 'আরব্য রীতিনীতি'র নিগড় থেকে রাসূলের ইসলামী রীতিনীতিতে পরিবর্তিত করার লক্ষ্যে, আল্লাহর রাসূল (ছঃ) কর্তৃক অনুসৃত কর্মধারা অনুযায়ী, 'দুই স্তর' বিশিষ্ট 'শূরা মজলিস' কায়েম করেন এবং যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যক্রম উক্ত মজলিস দ্বয়ের পরামর্শক্রমে নির্বাহ করেন। কেননা, রাসূললুল্লাহ (ছঃ) প্রথমতঃ আল্লাহর কালামের নির্দেশ মোতাবেক রাজনীতিকে 'শূরা' ভিত্তিক পরামর্শমূলে তিন স্তরে প্রক্রিয়াজাত করেন, যথা-- শাসন, প্রশাসন ও জনকল্যাণ। তিনি নেতৃস্থানীয় লোকদের 'শূরা মজলিসে খাস', অর্থাৎ শাসকদের 'বিশেষ মজলিস' ডেকে 'শাসন নীতি' নির্ধারণ করেন; দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রাসূল কতৃক প্রবর্তিত প্রশাসনের কাঠামোগত আমীর (প্রাদেশিক শাসনকর্তা), আমিল বা আমলা (কর সংগ্রাহক) এবং কাযী (বিচারক) সম্বলিত প্রাদেশিক প্রশাসনের অবকাঠামো সৃষ্টি করেন। তিনি প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে একত্রিত করে 'শূরা মজলিসে আম', অর্থাৎ প্রশাসকদের 'সাধারণ মজলিস' ডেকে, প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্ধারণ করেন। তৃতীয়তঃ তিনি শাসন-প্রশাসনকে একনিষ্ঠভাবে জনকল্যাণে নিবিষ্ট করেন। রাসুলুল্লাহ (ছঃ) কতৃক প্রবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামোর বিশ্লেষণের জন্য দেখা যেতে পারেঃ ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী প্রণীতঃ *রাসূল মুহাম্মদ (ছঃ) এর সরকার কাঠামো*, ই,ফা, ১৯৯৪।

আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এর শাসন-প্রশাসন-জনকল্যাণের রাজনীতির অনুসরণ করে, হযরত উমরও দ্বিকক্ষ বিশিস্ট শূরা মজলিসে আম ও শূরা মজলিসে খাস, কায়েম করেন।

প্রণিধানযোগ্য যে, আরবী ভাষার 'শূরা' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Parley' (পার্লী), এবং ফরাসী প্রতিশব্দ 'Parle' (পার্লে), এবং এগুলির সাথে 'ment'

Chunati.com
Pioneer in village based website

(ইংরেজী উচ্চারণ 'মেন্ট' ও ফরাসী উচ্চারণ 'মাঁ') যোগ করলে, মজলিসের অর্থ প্রদান করে। তাই শূরা মজলিস মানে 'Parliament' (পার্লামেন্ট)। তদুপরি মজলিসে খাস-কে 'House of Lords বা শাসকদের মজলিস ও মজলিসে আম-কে House of Commons বা প্রশাসকদের মজলিস বলা; এবং শাসন ও প্রশাসনের জন্য দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের ধারণা স্পষ্টতঃ মুসলিম ঐতিহ্য থেকে ইংলন্ডের লোকেরা আহরণ করেছে। (BIIT কর্তৃক প্রকাশিত আমার A Challenging Encounter with the West : Origin and Development of Experimental Science- এ ইংরেজরা কত উদগ্র আগ্রহে মুসলমানদের জ্ঞান ধার করেছে তা বিষদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে)।

হযরত উমর শাসন পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার; আর প্রশাসন নির্বাহ করার জন্য প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমর (রঃ) এর রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ। এমনকি রাসূলের (ছঃ) নীতি অনুসরণ করে, তাঁরা দুর্বলের ও অত্যাচারিতের নেতা হিসাবেই নিজেদেরকে প্রতীয়মান করার প্রয়াস পান, যেমন আমরা হযরত আবু বকরের (রঃ) উদ্বোধনী বক্তব্যে দেখতে পাই। শোষণহীন সমাজের নিখুত আদর্শ রাসূলই (ছঃ)সর্বপ্রথম কায়েম করেন।

ছকীফায়ে বনু ছা'আদায় আমীর বা খলীফা নির্বাচনের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, আপাততঃ 'বায়আতে'র মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্তটি হযরত আবু বকর (রঃ), হযরত উমর (রঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। আর হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমর (রঃ) এর কর্মধারা দেখে ইহাও বুঝা যায় যে, 'বায়আত' ভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি থেকে খিলাফতকে 'শূরা' ভিত্তিক সাম্যবাদী গণতন্ত্রের চত্বরে প্রত্যাবর্তন করানোর চিন্তা-ভাবনাও তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। হযরত উমরের (রঃ) শাসন আমলে হযরত আবু ওবায়দার (রঃ) মৃত্যু হওয়ায় সম্ভবতঃ হযরত উমর এ পরিকল্পনায় একাকী হয়ে পড়েন এবং হযরত উমরের (রঃ) ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু বরণ করার পর, সম্ভবতঃ হযরত উছমান (রঃ) বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি; আর হযরত আলী (রঃ) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সম্ভবতঃ এদিকে নযর দেয়ার সময় ও সুযোগ পাননি।

কেননা হযরত উছমান (রঃ) বনাম হযরত আলী (রঃ)-র নির্বাচনের সময় ছয়জন

Chunati.com

নির্বাচক মন্ডলীর মধ্যকার মধ্যস্থতাকারী হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ, উভয়কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "আপনাকে খলীফা নির্বাচিত করা হলে আপনি কি কুরআন, সুন্নাহ ও আবু বকর এবং উমরের নীতি অনুযায়ী শাসন করবেন?" উত্তরে হযরত উছমান (রঃ) বলেন ঃ হ্যাঁ। আর হযরত আলী (রঃ) বলেনঃ "আমি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ করব এবং আবু বকর ও উমরের নীতি অনুসরণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

ডঃ আবু যোহরা ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ)-র জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হযরত উমর (রঃ) এর ইন্তেকালের পর ছয়জনের পরামর্শ সভায় হযরত আলী (রঃ) বার বার বলেন ঃ আমি কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন করার পর ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করব। আর হযরত উছমান (রঃ) বলেনঃ কুরআন ও সুন্নাহর পর আমি আবু বকর ও উমরের নীতি অবলম্বন করব (ডঃ আবু যোহরা ঃ *ইমাম জা'ফর ছাদিক*, ই. ফা. ঢাকা, পৃঃ ৮২)।

পরবর্তীতে দেখা গেল, সরল-মনা হযরত উছমান (রঃ) উমাইয়া বংশীয় ধূর্ত মারওয়ানের চক্রান্তে নিপতিত হয়ে বিদ্রোহাত্মক অরাজকতার শিকার হন। সংকট নিরসনের লক্ষ্যে যখন তিনি বিক্ষোভকারীদের দাবী মেনে নিয়ে মুহাম্মদ বিন আবী বকর (রঃ)-কে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, তখন মারওয়ানের কারসাজিতে তা বানচাল হয়ে যায়। কেননা বিক্ষোভকারীদের সমবিভ্যাহারে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ) যখন মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথিমধ্যে একজন গুপ্তচর পত্র বাহক ধরা পড়ে, যার নিকট মিশরের আমীরের প্রতি খলীফার নির্দেশনামা সম্বলিত একখানা সীলমোহরযুক্ত চিঠি পাওয়া যায়, যাতে মিশরে উপনীত হবার সাথে সাথে বিদ্রোহীদের ও মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে (রঃ) কতল করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। অতএব, মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) পথিমধ্য থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হন। হযরত উছমান (রঃ) সম্ভবতঃ এ কথায় বিশ্বাস করেন নাই। উনি এরূপ কোন নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তাঁর সীলমোহর মারওয়ানের হাতে রক্ষিত থাকে। তখন সন্দেহ করা হয় যে, তাঁর অগোচরে মারওয়ান তাঁর সীলমোহর ব্যবহার করে এ কুকর্ম করেছে। প্রকারান্তরে মারওয়ান একজন মন্ত্রীর মত কাজ করেছে। তিনি বিদ্রোহীদের অভিযোগ শুনতেও অস্বীকার করেন এবং মারওয়ানকে তাদের হাতে সোপার্দ করার দাবীও অগ্রাহ্য করেন।

এসব বিহ্বলতার মধ্যে মদীনা বাসীদের একতা নষ্ট হয় এবং বেগতিক নেতৃস্থানীয় লোকেরা হযরত উছমানের (রঃ) সান্নিধ্য থেকে সরে পড়েন এবং তিনি কার্যতঃ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। হযরত আলী ও অন্যান্যরা তাঁকে শূরা মজলিস আহবান করতে পরামর্শ দিলে তিনি তা করেননি। আবার বিদ্রোহীরা তাঁকে মসজিদে নব্বীতে ঘেরাও করে, তাঁর দিকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করে তাঁকে পদত্যাগ করার দাবী তোলে; তাতেও তিনি রাজী হননি। ফলে একটি অসহনীয়, বিভ্রান্তিকর থমথমে অবস্থার সৃষ্টি হয়। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৪-৬৫)। এরূপ বিব্রতকর অরাজকতার মধ্যে হযরত উছমান (রঃ) এর সাথে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ) এর দুর্ব্যবহার জনিত একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যা মুহাম্মদের (রঃ) জীবন বৃত্তান্তের পরিচ্ছদে পর্যালোচনা করা হবে।

তবে প্রণিধানযোগ্য যে, এই বিভ্রান্তিকর অরাজকতা হযরত উছমানের (রঃ) শাহাদতের কারণ হয়েছিল; এতেই হযরত আলী (রঃ)-র সময়কার গৃহযুদ্ধের বীজ বপিত হয়েছিল; এবং এখান থেকেই নবুয়তী ইসলামের, তথা মুহাম্মদী ইসলামের শূরা ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির অধঃপতনের সূচনা হয়। অতএব এর মূল কারণ উদঘাটনের জন্য 'বায়আত বনাম শূরা' নীতির ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রমবিবর্তন বিষদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

উছমান (রঃ) এর শাহাদত-উত্তর বায়আতের পরিণতি

উল্লেখ থাকে যে, হযরত উছমানের (রঃ) শাহাদতের পর হযরত আলী পন্থী 'শিয়া' ও ন্যায়তঃ বিচারপন্থী 'খারিজী' আন্দোলনের উদ্ভব হয়, যে স্তলে ঘাত-প্রতিঘাতে হযরত আলীর (রঃ) প্রাণঘাতি মৃত্যু ঘটে। হযরত আলীর পর হাশিমীদের বিরুদ্ধে বনু উমাইয়া যখন সফলতা অর্জন করে এবং জবরদস্তিমূলক 'বায়আতে'র মাধ্যমে হযরত মোয়াবিয়া (রঃ), মারওয়ান, ইয়াজিদ, আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের প্রচেষ্টায় খিলাফতের ডোর উমাইয়াদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, তখন বনু আব্বাস, বনু ফাতিমা ও অন্যান্য হাশিমীগণ একটি হাশিমীয় খিলাফত প্রতিষ্টার উদ্দেশ্যে গোপন প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। এর ভিত্তিও ছিল 'বায়আত', তবে স্বাধীনচেতা বায়আত।

মহান বরেণ্য মুহাদ্দিছ ইমাম মালিক (রঃ) প্রণীত হাদীছ গ্রন্থ মুয়াত্তার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, এ অবস্থায় "প্রথমে ফাতিমী ও আলভী (আলীর ঔরসজাত) খান্দানের মধ্যে এ প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রঃ) এর শাহাদতের

Chunati.com

পর মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া, যিনি হযরত আলীর (রঃ) অ-ফাতিমীয় বংশধর ছিলেন, ইমাম নিযুক্ত হন। তাঁর পর আবু হিশাম ইমাম নিযুক্ত হন। আবু হিশাম সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। তিনি মুহাম্মদ আব্বাসীর জন্য খিলাফতের ওছীয়ত করে যান। এই ছিল প্রথম সুযোগ, যে সুযোগে খিলাফতের দাবী হযরত আলীর (রঃ) খান্দান থেকে আব্বাসীয় খান্দানে স্থানান্তরিত হয়। কেননা, উভয় খান্দানই ছিল হাশিমী। মুহাম্মদ ইবনে আলী আব্বাসী, ১২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্থলে তাঁর ছেলে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আব্বাসী, হাশিমীদের ইমাম নিযুক্ত হন (*মুয়াত্তা*, অনুবাদ মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামাবাদী, ই. ফা. ঢাকা, ১৯৮৭, ১ম খং, পৃঃ ৩১)।

"ইবরাহীমের পর আবুল আব্বাস সাফ্ফাহ (রক্ত প্রবাহক বা রক্ত পিপাষু) হাশিমী বংশের প্রধান নিযুক্ত হন।" তাঁর সফলতার পর খিলাফতের অধিকার কেবল বনু আব্বাসের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। নূতন আব্বাসীয় রক্ত পিপাসু, শাসক, উমাইয়াদের খতম করার অভিযানে জিন্দাদের নির্বিচারে হত্যা করে, আর মুর্দাদের হাড়গোড় কবর থেকে উঠিয়ে জালিয়ে দেয়।

অন্যদিকে আব্বাসীয়দের মধ্যে খিলাফত সীমাবদ্ধ করে দেয়ার কারণে ফাতিমী ও আলভীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তাতে খলীফা মনছুর, আতঙ্কিত হয়ে আলভীদের নির্মূল করতে আরম্ভ করেন। এ পরিস্থিতিতে, ১৩৯ হিজরীতে সৈয়দ বংশীয় মুহাম্মদ নফসে যাকিয়া মদীনায় বিদ্রোহ করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর পরবর্তীতে তার ভ্রাতা ইবরাহীম, অধিকাংশ লোকের সমর্থন লাভের পরেও আব্বাসীদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, একের পর অন্যজন প্রাণ ত্যাগ করেন। এ যুদ্ধ সমাপ্তির পর খলীফা মনছুর তাঁর চাচাতো ভাই জা'ফরকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (ঐ, পৃঃ ৩১-৩২)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

স্বাধীনচেতা বায়আত বনাম জবরদস্তি বায়আত

স্বাধীনচেতা বায়আত বনাম জবরদস্তি বায়আত এর ধস্তাধস্তীতে প্রাণান্ত নির্যাতনের শিকার হন ইমাম মালিক (রঃ)। এ সম্বন্ধে উপরে উল্লেখিত মুয়াত্তার ভূমিকা থেকে নিম্নে উদ্ধৃতি দেয়া হল।

"ইমাম মালিক (রঃ) মনছুরের সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও সত্যের সমর্থন অক্ষুন্ন রাখেন।" তিনি ফতোয়া দেন যে, "খিলাফত মুহাম্মদ নফসে যাকিরারই হক।"

লোকেরা মনছুরের পক্ষে বায়আত করছে বলে তাঁকে অবহিত করলে, তিনি বলেনঃ "মনছুর 'জবরদস্তিমূলক বায়আত' গ্রহণ করছে। জবরদস্তিমূলক যে কাজ করা হয় শরীয়তে সে কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীছে আছে জবরদস্তি তালাক দিলে সে তালাকও প্রযোজ্য নয়।" শাসনকর্তা জা'ফর মদীনায় পৌঁছে নূতন ভাবে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে। আর ইমাম মালিকের (রঃ) নিকট বলে পাঠায়, তিনি যেন জবরদস্তিমূলক দেয়া তালাক প্রযোজ্য না হওয়ার ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত হন।"

এর উদ্দেশ্য ছিল, এতে করে যাতে 'জবরী বায়আত' গ্রাহ্য হওয়ার একটি সনদ লোকের হাতে আসে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ) এ নির্দেশের কোন তোয়াক্কা না করায় জা'ফর তাঁকে ৭০টি বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়।

Chunati.com
Pioneer in Village based website

তাঁকে 'দারুল ইমারত', অর্থাৎ সরকারী ভবনে এনে, গায়ের জামা খুলে, তাঁর কাঁদে ৭০ টি বেত্রাঘাত করা হয়। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়, হাতের জোড়া আলগা হয়ে নিছে নেমে যায়। তবুও তিনি ছিলেন নিজ সিদ্ধান্তে অনড়, অটল।

অতঃপর তাঁকে "উটের উপর বসিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়।" তাতেও তিনি বিচলিত না হয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন ঃ "যারা আমাকে চিনেন, তারা তো চিনেন, যারা আমাকে চিনেন না, তারা ভালরূপে চিনে নিন, আমি মালিক ইবনে আনাস। আমি ফতোয়া দিয়ে থাকি যে, জবরদস্তিতে দেয়া তালাক প্রযোজ্য হয় না।" (ঐ, পৃঃ ৩২-৩৩)। খলীফা মনছুর শেষ বয়সে এর জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা চান এবং জা'ফরকে শাস্তি প্রদান করেন (ঐ)।

এসব ঘটনা দেখে মনে হয়, হযরত আবু বকর (রঃ) এবং হযরত উমর (রঃ) কর্তৃক অনুসৃত রাসূলুল্লাহ্‌র 'শূরানীতি'র সাথে বাস্তব পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা মুতাবেক আরব্য ঐতিহ্যবাহী 'বায়আতনীতি'র কৌশলগত সমন্বয়ের ধারাটি হযরত

Chunati.com

উছমান (রঃ) এর রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিবেচনা বহির্ভূত ছিল। সম্ভবতঃ হযরত আবু বকরের (রঃ) নির্বাচনকালে তিনি, হযরত উমর ও হযরত আবু ওবায়দার বায়আত জনিত কৌশলগত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে (রঃ) সম্যক অবহিত ছিলেন না। যদিও হযরত উমরের (রঃ) খিলাফতের সময়ে তিনি শূরা মজলিশের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬২)। ইমাম মাওয়ার্দী তাঁর *আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁর উত্তরসূরী হওয়ার জন্য হযরত উছমান (রঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে, হযরত উমর বলেন যে, তিনি ধনাগার ও বেহেশত দুটিই একসাথে চান। এতে মনে হয়, তিনি হযরত উমরের (রঃ) কৌশলনীতির সাথে ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত বা পরিচিত ছিলেন না। পরবর্তীতে হযরত আলী (রঃ) নিজ খিলাফত কালে অরাজকতা, যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি এবং চার বছরে একে একে তিনটি যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দরুন শূরা ভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। ফলে গণতান্ত্রিক ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন জবরদস্তিমূলক আনুগত্যের বায়আত ভিত্তিক স্বৈরতন্ত্রই, খিলাফতের ধারক ও বাহক হয়ে পড়ে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ নির্দেশিত ইসলামের শূরা-গণতন্ত্রের রাজনীতিকে উদ্ধার করতে হলে আমাদেরকে পুনরায় রাসূলুল্লাহর শূরানীতি এবং হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমরের (রঃ) শাসন-প্রশাসন-জনকল্যাণ নির্বাহক দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট শূরা মজলিসের প্রাতিষ্টানিক রাজনীতি, ন্যায়তঃ বিচার ভিত্তিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক সমাজনীতি, চুক্তিবদ্ধ সাংবিধানিক রাষ্ট্রনীতি এবং সন্ধি ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতিতে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় নাই। ইহাকেই ইসলামী ঐতিহ্যগত সংসদীয় শূরা গণতন্ত্র নামে চিহ্নিত করা যায়। মুসলিম সমাজের রাজনীতিকে সক্রিয় করতে হলে বায়আত প্রথা রহিত করে শূরানীতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

হযরত আবু বকরের কৃতিত্ব

পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত আবু বকরের (রঃ) কথা তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। এক--সূরা তাওবাহ, ৪০ নং আয়াতে ঃ হিজরতের সময় তাঁকে রাসূলের (ছঃ) সাথে "দুইজনের দ্বিতীয়জন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুই-- সূরা আন-নূর, ২২ নং আয়াতে ঃ উম্মুল মু'মিনীন মা আয়েশা ছিদ্দীকার (রঃ) উপর অপবাদ লেপন করার দরূন, স্নেহশীল পিতা হযরত আবু বকর (রঃ) জনৈক মুহাজির আত্মীয়কে সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার সংকল্প করলে, এতে উপদেশ দেয়া হয় ঃ "তোমাদের মধ্যে সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ লোকদের পক্ষে আত্মীয় স্বজন, গরীব-দুঃখী ও মুহাজিরগণকে আল্লাহর রাস্তায় দান করা থেকে বিরত হওয়ার অঙ্গীকার করা উচিত নয়, তাদের পক্ষে ক্ষমা করে দেয়া ও (যথা সম্ভব) ভুলত্রুটির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করাই বিধেয়। তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন; আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তিন--সূরা আল-লাইল, এর ১৭ থেকে ২১ আয়াতগুলি, আল্লাহ্-ভিরুতা, স্বচ্ছ অন্তকরণে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করার জন্যে, তাঁর মুক্ত হস্তে দানশীলতার শানে অবতীর্ণ হয় (মওলানা মাহমুদুল হাসান ঃ উর্দূ *তাফসীর* দ্রষ্টব্য)।

ছালাতে একাগ্রতা রক্ষার ব্যাপারে একটি হাদীছ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মা আয়েশা (রঃ) এর মাতা উম্মে রুমান (রঃ) বলেনঃ একদা হযরত আবু বকর (রঃ) আমাকে ছলাত আদায়কালে এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়তে দেখলে, এমন জোরে ধমক দেন যাতে আমার ছলাত ভঙ্গ হবার উপক্রম হল। অতঃপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ 'যখন তোমাদের কেহ ছলাতে দন্ডায়মান হয়, সে যেন ধীর স্থির হয়ে দাড়ায়, এপাশ-ওপাশ না হেলে। ইহুদীদের মত হেলতে দুলতে না থাকে। কেননা, ছলাতের পূর্ণতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রশান্তি যুক্ত স্থিরতার উপর নির্ভরশীল।"

আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ইরশাদ করেন ঃ "মুনাফেকীর খুশু (অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতি ও একাগ্রচিত্ততা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" ছাহাবাগণ আরয্ করলেন, "উহা কিরূপ"? হুযুর (ছঃ) ইরশাদ করলেন, "বাইরে স্থির শান্তভাব অথচ অন্তরে কপটতা।"

মা আয়েশা (রঃ) একদিন হুযুর (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ছলাতে এদিক-সেদিক তাকানো কেমন?" হুযুর (ছঃ) উত্তরে বলেন, "তা ছলাতের মধ্যে অতর্কিতভাবে শয়তানের ছোঁ মারার শামিল" (মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া ছাহারনপুরী ঃ *ফাজায়েলে তাবলীগ*, নামাজ পরিচ্ছদ, পৃঃ ১০৫-১০৬)।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

বায়তুল মাল থেকে হযরত আবু বকরের (রঃ) ভাতা গ্রহণ

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রঃ) কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করতেন। খলীফা হবার পর তিনি কয়েকটি চাদর নিয়ে বাজারের দিকে চললেন। পথে হযরত উমরের (রঃ) সাথে দেখা। হযরত উমর (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ বাজারে যাচ্ছি।

হযরত উমর (রঃ) বললেন ঃ ব্যবসায়ে মগ্ন থাকলে খিলাফতের কাজ চলবে কেমন করে?

তিনি বললেনঃ চলুন বায়তুল মালের খাজাঞ্চী আবু ওবায়দার (রঃ) নিকট। তিনি আপনার জন্যে ভাতা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

তখন উভয়ই হযরত আবু ওবায়দার নিকট গেলেন। তিনি একজন মুহাজিরের তূল্য ভাতা খলীফার জন্য নির্ধারণ করেদিলেন। (তা ছিল দৈনিক ৪ দিরহাম)।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, তিনি হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) কে ওছিয়ত করে যান, "আমার মৃত্যুর পর আমার সায়-সম্পত্তি বায়তুল মালে পাঠেয়ে দও।" তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বায়তুল মাল থেকে নেয়া ভাতার টাকা পরিশোধ করা।

হযরত আনাস (রঃ) বলেন, মৃত্যুর সময় হযরত আবু বকরের টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। মাত্র একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রী, একটি পেয়ালা ও একটি বিছানা ছিল। এগুলি বায়তুল মালে নীত হলে, হযরত উমর (রঃ) বললেন ঃ "আল্লাহ আবু বকরের উপর রাহমত করুন। তিনি তাঁর পরবর্তী খলীফাকে বড় মুশকিলে ফেলে দিলেন।"

কথিত আছে যে, একবার তাঁর জনৈক স্ত্রী মিষ্টি খাওয়ার আবদার করলেন, তিনি বললেন, আমার পয়সা নেই, কি দিয়ে মিষ্টি কিনবো?

অতঃপর স্ত্রী দৈনিক খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে মাসের শেষে কিছু মিষ্টি তৈরী করলেন। তা দেখে হযরত আবু বকর (রঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "মিষ্টি কোথায় পেলে?" স্ত্রী উত্তরে বললেন, "আমি অল্প অল্প বাঁচিয়ে তা দিয়ে উপকরণ খরিদ করে মিষ্টি তৈরী করেছি।"

তখন তিনি বললেন, "তবে হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, এ পরিমাণ অর্থ বায়তুল মাল থেকে আমাকে অতিরিক্ত দেয়া হচ্ছে।" অতঃপর তিনি খাজাঞ্চীকে তাঁর ভাতা থেকে অতটুকু কম করে দিতে আদেশ কররেন (মাওলানা যাকরিয়া, ঐ, *ছাহাবা চরিত*, পৃঃ ৬৫-৬৬ দ্রঃ)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

পারিবারিক জীবন

হযরত আবু বকর (রঃ) ৫টি বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন কুতায়লা বিনতে আবদিল উয্যা। তিনি মক্কার আমীর গোত্রের মেয়ে ছিলেন। তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ এবং আছমার জন্ম হয়। হযরত আছমা (রঃ) ছিলেন পরবর্তীতে হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের স্ত্রী। কুতায়লা ইসলাম গ্রহণ করেননি। বরং আবু বকরের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে মক্কায় অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কিনানা গোত্রের উম্মে রুমান বিনতে আমর ইবনে আমীর। তাঁর গর্ভে আবদুর রহমান এবং উম্মূল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার জন্ম হয়। উম্মে রুমানের এটা ছিল দ্বিতীয় বিবাহ।

তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন কাল্‌ব গোত্রের উম্মে বকর। ইনি আবু বকরের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন নি এবং ইসলামও গ্রহণ করেননি। হযরত আবু বকর (রঃ) তাঁকে তালাক দেন (বোখারী দ্রঃ)।

তাঁর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন খাছআম গোত্রের হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়েস। মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন হযরত জাফর তৈয়ার বিন আবু তালিব। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলীর (রঃ) আপন বড় ভাই। হযরত জা'ফর তৈয়ার (রঃ) মুতার যুদ্ধে দ্বিতীয় সেনাপতি নিযুক্ত হন। এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছঃ) হযরত আসমাকে (রঃ) হযরত আবু বকরের (রঃ) সাথে নিকাহ করিয়ে দেন। হযরত আবু বকরের (রঃ) মৃত্যুর পর হযরত আলী (রঃ) তাঁকে শাদী করেন। ইতোপূর্বে হযরত ফাতেমা (রঃ) এর ইন্তেকাল হয়েছিল। এই মহিয়সী মহিলা চুনতি খান-ছিদ্দীকী বংশের আদি মাতা।

হযরত আবু বকরের (রঃ) পঞ্চম স্ত্রী ছিলেন মদীনার খয্‌রজ গোত্রের হারিছ বংশীয় হাবীবা বিনতে খারিজা। তাঁর গর্ভে উম্মে কুলছুম এর জন্ম হয়।

হযরত আবু বকরের (রঃ) জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থপঞ্জী ঢাকার ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের ২য় খণ্ডে (পৃঃ ১২৫) দেখা যেতে পারে।

Chunati.com

চুনতির খান-ছিদ্দিকী বংশের আদিমাতা

চুনতির খান ছিদ্দিকী বংশের দুই মহিয়সী আদি মাতা ঃ প্রথম হলেন মক্কার কুরাইশ বংশের আদি মাতা হযরত বিবি হাজিরা (রঃ), যিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বিতীয় বিবি ছিলেন, মিশরীর রাজ বংশের মেয়ে ছিলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর মাতা ছিলেন।

এ বংশের দ্বিতীয় গৌরবান্বিত আদি মাতা হলেন হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়েস। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবিয়া ছিলেন।

তিনি মক্কার খাছআম গোত্রের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মা'বদ ইবনুল-হারিছ। তাঁর মাতার নাম ছিল হিন্দ খাওয়ালা বিনতে আওফ বিনতে উমায়েস। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনার (রঃ) বৈপিত্রেয় অথবা বৈমাত্রেয় ভগিনী ছিলেন।

হযরত আসমা (রঃ) ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাশীল ছাহাবিয়া। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে 'আস-সাবিকুন আল-আওয়ালুন' এর মধ্যে গণ্য হন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মাত্র ৩০ ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হন। তখনও রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বায়তুল আরকামে (আরকামের গৃহে) যাতায়াত শুরু করেননি। তা ছাড়া তিনি একের পর এক তিনজন ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের স্ত্রী হবার মর্যাদা লাভ করে, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তদুপরি নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন মুসলমানদের উপর অবিশ্বাসী কুরাইশগণ অত্যাচার আরম্ভ করে। পঞ্চম বৎসরে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করেন। ষষ্ট বৎসরের শুরুতে ৮০ জনের অধিক পুরুষ ও ১৯ জন মহিলার একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। হযরত আস্‌মা (রঃ) এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী জা'ফর তৈয়ারের (রঃ) সাথে আবিসিনিয়ায় চলে যান এবং ইসলামের প্রথম হিজরতের মুহাজির হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর আবিসিনিয়ায় বা হাবশায় অবস্থান করার পর ৭ম হিজরী সনে, খায়বর বিজয়ের পর অন্যান্যদের সমভিব্যাহারে তিনি মদীনায়

Chunati.com

আগমন করেন। অতএব, তিনি দুই হিজরত লাভের মর্যাদা অর্জন করেন। হাবশা বা আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বছর ৮ম হিজরী সনে মুতার যুদ্ধে স্বামী হযরত জা'ফর তৈয়ার (রঃ) শাহাদত বরণ করেন।

হযরত আস্‌মা (রঃ) বলেনঃ তাঁর শাহাদতের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছঃ) আমার গৃহে আগমণ করেন। তখন আমি ৪০টি চামড়া পাকা (দাবাগত) করেছিলাম, আটা গুলেছিলাম এবং আমার ছেলে-মেয়েদেরকে গোছল করায়ে তেল মেখে দিচ্ছিলাম। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আগমন করে আমাকে ডাকলেন ঃ "হে আসমা! জা'ফরের সন্তানেরা কোথায়?" আমি তাদেরকে হুযুরের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন ও কপালে চুমু দিলেন। তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আরয্ করলামঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আপনার নিকট জা'ফরের কোন সংবাদ পৌঁছেছে।" তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, সে আজ শাহাদত বরণ করেছে।" তা শুনে আমি চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলাম। তখন প্রতিবেশী মহিলারা আমার নিকট এসে উপস্থিত হল।

রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ "হে আসমা! মাতম করে কেঁদো না, বুক চাপড়াওনা।" অতঃপর তিনি বিবি ফাতিমার (রঃ) নিকট গেলেন। বিবি ফাতিমা (রঃ) তখন "হায় চাচা!" বলে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বিবি ফাতিমা (রঃ)-কে বললেনঃ "জা'ফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করো। তারা আজ অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত।"

তৃতীয় দিন তিনি পুনরায় আসমার (রঃ) গৃহে আগমন করলেন এবং তাঁকে ধৈর্য্য ধারণ করতে উপদেশ দিলেন (উদ্ধৃতি ঃ *তায্‌কিরা-ই-ছাহাবিয়া.* পৃঃ ২৩০-৩১)। জা'ফরের (রঃ) শাহাদতের ৬ মাস পরে, ৮ম হিজরীতে, হুনায়নের যুদ্ধের সময়, রাসূলুল্লাহ আসমাকে (রঃ) হযরত আবু বকরের (রঃ) সাথে বিবাহ দেন। দুই বছর পর হিজরী দশম সালে, রাসূলুল্লাহর বিদায় হজ্জ উদ্‌যাপনকালে হযরত আবু বকরের (রঃ) ঔরসে মুহাম্মদের জন্ম হয়। তখন বিবি আসমা (রঃ) হজ্জ পালনে রত ছিলেন, রাসূলুল্লাহর (ছঃ) দলভুক্ত ছিলেন এবং যু'ল-হুলায়ফায় পদার্পন করেছিলেন। সেখানে মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। বিবি আসমা (রঃ) তখন রাসূলুল্লাহকে (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ এখন আমি কি করবো?" তিনি নির্দেশ দিলেন ঃ "গোসল

Chunati.com

করে ইহরাম বাঁধো।"

এই পুণ্যবতী মহিলা আত্মীয়তার দিক দিয়ে রাসূল-তনয়া হযরত বিবি ফাতিমার (রঃ) চাচী সম্পর্ক ছিলেন। তিনি বিবি ফাতিমা (রঃ)-কে আপন কন্যার ন্যায় ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহর (ছঃ) ইন্তেকালের পর যখন বিবি ফাতিমা (রঃ) একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন, তখন হযরত আসমা (রঃ) ছিলেন তাঁর প্রায় সার্বক্ষণিক সাথী। উভয়ই উভয়কে অন্তরঙ্গভাবে পছন্দ করতেন।

হুযুর আকরম (ছঃ) এর ইন্তেকালের পরে প্রায় ছয় মাস বিবি ফাতিমা (রঃ) বেঁচেছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানের কিছুদিন পূর্বে তিনি হযরত আসমাকে ডেকে বললেন, "আমার মৃত্যুর পর পর্দার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। কেবল আপনি ও আমার স্বামী (হযরত আলী রঃ) ছাড়া আর কারো নিকট থেকে যেন আমার গোসলে সাহায্য নেয়া না হয়।" আসমা (রঃ) তাঁকে বললেনঃ "আমি হাবশায় দেখেছি, জানাযায় (খাটিয়ার) উপর তাজা গাছের ডালপালা বেঁধে দোলনার মত করা হয় এবং তার উপর কাপড় দিয়ে পর্দা করা হয়।" খেজুরের কয়েকটি ডাল এনে তিনি তদ্রুপ বানিয়ে, তাঁর উপর কাপড় দিয়ে বিবি ফাতিমাকে (রঃ) প্রদর্শন করলে, তিনি বেশ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হলেন। অতঃপর তাঁর ইন্তেকালের পর এভাবেই তাঁর গোসল দেয়া হয়।

বিবি আসমা (রঃ) ব্যবহারিক কার্যকলাপে বেশ দক্ষ ছিলেন। হযরত আবু বকর (রঃ), ইন্তেকালের পূর্বে ওছিয়ত করেন, যেন বিবি আসমা তাকে গোসল দেওয়ান। বিবি আসমা যথাযথভাবে তাঁর নির্দেশ পালন করেন। সেদিন তিনি রোযা রাখছিলেন। দিনটিতে প্রচন্ড শীত ছিল। গোসলের কাজ সমাধা করে তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করেন, "আমি রোযাদার; আমার কি গোসল করতে হবে?" লোকেরা উত্তর দিল ঃ "না"।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রঃ) মৃত্যুর পর তিনি হযরত আলীর সাথে নিকাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। এর প্রায় দুই বছর পূর্বে বিবি ফাতিমা (রঃ) জান্নাতবাসী হয়েছিলেন। মুহাম্মদের বয়স তখন প্রায় তিন বছর ছিল। তাই শিশু মুহাম্মদ বিন আবি বকরও হযরত আলীর গৃহে লালিত পালিত হন।

Chunati.com

একটি চিত্তাবর্ষক ঘটনা। হযরত আসমার (রঃ) গর্ভে হযরত আবু বকরের (রঃ) ছেলের নাম যেমন মুহাম্মদ ছিল, তেমনি তাঁর গর্ভে হযরত জা'ফর তৈয়ারের এক ছেলের নামও মুহাম্মদ ছিল। একদিন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের সাথে মুহাম্মদ ইবনে জ'ফরের নিজ নিজ পিতার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তর্ক লেগে গেল। তাই দেখে হযরত আলী (রঃ) বিবি আসমাকে (রঃ) বললেনঃ "তুমি এ বাচ্চাদের বিবাদ মিমাংসা করে দাও।" হযরত আসমা (রঃ) বলরেনঃ "যুবকদের মধ্যে জা'ফরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাকেও দেখিনি এবং বৃদ্ধদের মধ্যে আবু বকর থেকে শ্রেষ্ঠ কাকেও পাইনি।" হযরত আলী খেদ করে বললেনঃ "তুমিত আমার জন্য কিছুই রাখলে না।"

হযরত আলীর (রঃ) ঔরসে বিবি আসমার (রঃ) ইয়াহ্য়া নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

হযরত আলীর (রঃ) শাহাদতের কিছুকাল পরে হিজরী ৪০ সনে, বিবি আসমা (রঃ) ইন্তেকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তিনি চার পুত্র রেখে যান। হযরত জা'ফর তৈয়ারের (রঃ) ঔরসে আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ আওন, হযরত আবু বকরের (রঃ) ঔরসে মুহাম্মদ এবং হযরত আলীর ঔরসে ইয়াইয়া। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, হযরত জা'ফর তৈয়ারের (রঃ) ঔরসে তাঁর দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

হযরত বিবি আসমা বিনতে উমায়েস অতিশয় ভদ্র, ধৈর্যশীলা, নম্র প্রকৃতির ও বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ছঃ) এর প্রতি তাঁর যেমন অকপট শ্রদ্ধা ও অগাধ ভক্তি ছিল, তেমনি আল্লাহর রাসূল (ছঃ) তাঁকে আপন জনের মত স্নেহ মমতা করতেন। তাঁর সন্তানদেরকে হুযুর (ছঃ) অত্যধিক আদর যত্ন করতেন। *মুসতদ্‌রাক্ আল-হাকীম* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদা তাঁর অল্প বয়সী পুত্র আবদুল্লাহ রাস্তায় খেলা করছিল এবং ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) সে পথে যাচ্ছিলেন, তিনি বালক আবদুল্লাহকে দেখে নিজ সোয়ারীতে উঠিয়ে নেন।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একদা তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বিবি আসমা (রঃ) উত্তরে বল্লেন, তাদের গায়ে বদনযর লেগে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তাদেরকে ঝাড়-ফুক করার উপদেশ

Chunati.com

দিলেন। আসমা (রঃ) একটি বিশেষ কলমা পড়ে হুযুর আকরম (ছঃ)-কে শুনালেন এবং আরয করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা বদনযরের জন্য অতিশয় উপকারী মনে হয়। আমি কি এটা পড়ে ওদেরকে ঝাড়-ফুঁক করবো?" (উহাতে কোন শিরিকমূলক শব্দ ছিল না)। তদুত্তরে রাসূলুললাহ (ছঃ) বললেনঃ "হা, তা করতে পার।"

ইমাম বুখারী ও ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর ইন্তেকালের এক দিন পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন বিবি উম্মে সালমা (রঃ) এবং বিবি আসমা (রঃ) হুযুর আকরম (ছঃ) এর 'যাতুল-জামর' (নিমোনিয়া) রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ করে ঔষধ পান করাতে চাইলেন। কিন্তু হুযুর আকরম (ছঃ) এর যেহেতু ঔষধপান করার অভ্যাস ছিল না, তিনি তা পান করতে অস্বীকার করলেন। তবে ইতিমধ্যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন মা উম্মে সালমা (রঃ) এবং বিবি আসমা (রঃ) উভয়ে মিলে তাঁকে ঔষধ খাওয়ায়ে দিলেন। একটু পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেনঃ "এটা আসমার কাজ। সে হাবশা থেকে এ হিকমত শিখে এসেছে। আব্বাস ব্যতীত আর সবাইকে ঔষধ পান করিয়ে দাও।" অতঃপর উম্মুল মু'মিনীনদের সবাইকে এবং আসমাকে সে ঔষধ পান করানো হলো।

বিবি আসমা (রঃ) স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা করতে জানতেন। হযরত উমর (রঃ) প্রায়শঃ তাঁর নিকট স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞাসা করতেন (*ইসাবা*, ৪র্থ খং পৃঃ ২৩১ দ্রঃ)।

বিবি আসমা (রঃ) থেকে ৬০টি হাদীছ বর্ণিত আছে। অতএব, তাঁকে মুহাদ্দিছা রূপে গণ করা হয়। হযরত উমর বিন খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, নিজপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর এবং নাতি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর, তাঁর ভগ্নিপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং ইবনুল মুসায়ির প্রমুখ প্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তাগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত *ইসলামী বিশ্বকোষের* ৩য় খণ্ডে (পৃঃ ১২৫-২৬) তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীও সন্নিবেশিত আছে।

Chunati.com

খান-ছিদ্দীকী বংশের দ্বিতীয় আদি পুরুষ ঃ মুহাম্মদ

চুনতির খান-ছিদ্দীকী বংশের দ্বিতীয় আদি পুরুষ হলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ। তাঁর উপনাম আবুল কাসিম। কেননা, তিনি এ পরিবারের তৃতীয় আদিপুরুষ হযরত কাসিম (রঃ) এর পিতা ছিলেন। অতএব, খান-ছিদ্দীকী বংশ তালিকায় তাঁর নাম 'আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর' লেখা হয়েছে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) চতুর্থ বিবি হযরত আসমা বিনতে উমায়েস আল-খাছআমিয়ার গর্ভজাত সন্তান। এদিক থেকে হযরত জা'ফর তৈয়ার, হযরত আলী (রঃ) উভয়ই মুহাম্মদের সৎপিতা ছিলেন এবং উভয়ই রাসূলুল্লাহর স্নেহভাজন চাচা আবু তালিবের পুত্র।

হযরত আবু বকরের (রঃ) মৃত্যুর পর তাঁর মাতা বিবি আসমা (রঃ) হযরত আলীকে শাদী করলে, মায়ের সাথে, তিনি শৈশব কাল থেকে, হযরত আলীর অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত হন। স্বভাবতই তিনি জ্ঞানী, গুণী ছিলেন। অধিকন্তু কনিষ্ঠতম ভাই হিসাবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রঃ) অত্যন্ত স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। তদুপরি হযরত আয়েশার (রঃ) কনিষ্ঠ ভাই হিসাবে তিনি অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের আদর লাভ করেন।

তিনি হাদীছ শাস্ত্রে একজন বিশ্বস্ত রাভী বা বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) এবং অন্যান্য উম্মেহাতুল মু'মিনীন ও ছাহাবীদের নিকট থেকে বহু সংখ্যক হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছ বিপুল সংখ্যায় ছেহাহ সিত্তায় লিপিবদ্ধ আছে।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (ছঃ) বিদায়ী হজ্জের সময়, যুল হোলায়ফা নামক স্থানে, যেখানে মদীনা থেকে আগমনকারীরা হজ্জের ও উমরার ইহরাম বাঁধে, সেখানে তাঁর জন্ম হয়। ইহা ১০ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাই ১০ম হিজরী সনের যিল-হজ্জ মাসের প্রারম্ভে তাঁর জন্ম হয়। এ সূত্রে বলা হয় যে, তিনি শৈশবে রাসূলুল্লাহর (ছঃ) সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর জন্য দোওয়া করেছেন। তাই তাকে ছাহাবী রূপে গণ্য করা হয়।

হযরত উছমান (রঃ) এর খিলাফতের অন্তিমলগ্নে, যখন তিনি অনূর্ধ ২৪ বছরের যুবক ছিলেন, তখন কুরআন ও হাদীছের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক, প্রজ্ঞার চত্বরে, তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐ সময়ে হযরত উছমান (রঃ) এর জ্ঞাতি ভাই মারওয়ানের কারসাজি এবং সরলপ্রাণ খলীফার অগোচরে ক্ষমতার অপব্যবহারের

Chunati.com
Pioneer in village based website

পায়তারা লক্ষ্য করে মদীনার বর্হিচক্রের লোকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয় ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। কুফা, বসরা ও মিশরের বিদ্রোহীরা ক্রমে মদীনায় এসে রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি করে। ঘটনা চক্রে মুহাম্মদ বিন আবী বকরের (রঃ) প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং মুহাম্মদও তাদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

মারওয়ানের পরিচিতি

মারওয়ানের নাম হল ঃ মারওযান ইবনু-ল-হাকাম। আর হাকাম ইবন আবিল-আস ছিলেন মারওয়ানের পিতা (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* ই. ফা., ২৫শ খণ্ড, পৃঃ ৫৫)। কোন বিশেষ জঘন্য কারণে তাঁর পিতা মদীনার নাগরিক হিসাবে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন হয় এবং রাসূলুল্লাহ কর্তৃক মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে, তায়েফে নির্বাসিত হন। তিনি কাফির-মুশরিকদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ তাঁকে অভিসম্পাত করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তিনি উমাইয়া বংশের সন্তান ছিলেন এবং হযরত উছমান (রঃ)এর চাচা ছিলেন (ঐ)।

হাকাম পুত্র মারওয়ান সম্ভবতঃ হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কায় অথবা তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার বহিস্কারের দরুন তিনি তায়েফেই বসবাস করেন।

হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমরের (রঃ) খিলাফতের সময়ে হাকামকে মদীনায় আনয়ন করার অনুরোধ করা হলে, তাঁরা তা নাকচ করে দেন। বলা হয়, "যে গ্রন্থী রাসূলুল্লাহ স্বয়ং বেঁধে দিয়েছেন তা আমরা খুলতে পারিনা।" তবে হযরত উছমান (রঃ) খলিফা হলে, তিনি তাঁকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দিয়ে দেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, হযরত উছমান (রঃ) উত্তর দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে আমি তাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে ফিরায়ে আনবেন বলে আমাকে ওয়াদা প্রদান করেন (ঐ)।

যাই হোক, মারোয়ানকে পিতা হাকামের সাথে মদীনায় এনে, হযরত উছমান (রঃ) তাঁকে একান্ত সচীবের দায়িত্ব প্রদান করেন। (*ইসলামী বিশ্বকোষ,* ই. ফা., ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৪৭)।

প্রণিধানযোগ্য যে, ব্যক্তিত্বের মহত্বেও খিলাফতের দক্ষতায় হযরত উছমানের (রঃ) কৃতিত্ব ছিল অনন্য। হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের বৈদেশিক নীতির সোনালী সাফল্য, হযরত উছমানের আমলে, স্থল ও জল পথে সুদূর-প্রসারী বিস্ময়কর দিগ্বিজয়ে, পূর্ণতা লাভ করে। হযরত উছমানের (রঃ) ১২ বছর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর বিজয় অভিযানে অতিবাহিত হয়। এ সময় একের পর এক অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ

Chunati.com
Pioneer in village based website

বিজয়, মুসলিম রাষ্ট্রের পরিসর দৈর্ঘ্য-প্রস্তে বিপুলভাবে বর্ধিত করে এবং মুসলিম জনগণকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর করে দেয়। কিন্তু পরবর্তী ছয় বছরে বিজিত সমৃদ্ধিকে সুবিন্যস্ত করার ব্যাপারে (in the process of the consolidation of the gain) ভূ-শাসন ও সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে, তিনি হযরত উমর (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় বহু নীতিগত ও ব্যবহারিক পরিবর্তন সাধন করেন, তা সাধারণ মানুষের বিপক্ষে এবং আভিজাত্য শ্রেণী ও সম্পদশালীদের পক্ষে সুবিধা সৃষ্টি করে বলে গুঞ্জন ও রব সৃষ্টি হয়। তদুপরি কয়েকটি আপাত-দৃশ্যমান শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর উমাইয়া বংশীয় আত্মীয়-স্বজনের নিয়োগ, তাঁর উমাইয়া বংশ ঘেঁষা স্বজনপ্রীতির নিদর্শন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ব্যক্তি ভিত্তিক উপযুক্ততা ও নিয়োগের উপযোগিতা বিচারে, সেকালে হযরত উছমান (রঃ) কর্তৃক নিয়োজিত অনুসন্ধান কমিটির বিচারে (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৪-৬৫ দ্রঃ) এবং আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের বিচার-বিশ্লেষণে (ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসানঃ *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ২২৪-৩৫) হযরত উছমানের (রঃ) বিরুদ্ধে স্বজন প্রীতির অভিযোগ ও অন্যান্য অপবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। তবুও সার্বিক শাসন-ব্যবস্থাগত বিচারে, তাঁর নীতিগত ও ব্যবস্থাগত পরিবর্তন গুলি, উমাইয়াদেরকে খিলাফতের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সাহায্য করে। এই উমাইয়াকরণের কেন্দ্রস্থলে ছিল হযরত উছমানের (রঃ) আমলে মারওয়ান বিন হাকাম এবং হযরত আলীর (রঃ) পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রঃ)। সরল প্রাণ ও স্নেহপরায়ন আশিতি বছরের বৃদ্ধ বিধায় স্নায়ূ শক্তিতে দুর্বল, হযরত উছমানের (রঃ) একান্ত সচীব থাকার সময়ে, মারওয়ান খলীফার অগোচরে মুহাম্মদের ও মিশরবাসী বিক্ষোকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণনাশক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আর খলীফার অগোচরে এবং খলীফার প্রকাশ্য আদেশের বিপরীতে, সীলমোহর যুক্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ খলীফার নামে ভূঁয়া চিঠি প্রেরণের ঘটনা, যা বিক্ষোভকে প্রাণঘাতী সংগ্রামে পরিণত করে, তা মারওয়ানের দীর্ঘকাল ধরে গোপন ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ও পরিণতি ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। অধিকন্তু খিলাফতের ক্ষমতাকে উমাইয়াকরণের ষড়যন্ত্রে, তিনি ও তাঁর চাচাতো ভাই সাঈদ বিন আ'স যে সিরিয়ার আমীর, হযরত মুয়াবিয়ার (রঃ) সাথে যুক্ত ছিলেন, তা হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) খলীফা হবার পরে তাঁদের দুইজনকে পালাক্রমে মদীনা ও হিজাযের শাসনকর্তা নিযুক্তির থেকে আঁচ করা যায়।

আরো প্রকাশ থাকে যে, মারওয়ান উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলীর (রঃ) বিরুদ্ধে

Chunati.com

আমীরে মুয়াবিয়ার (রঃ) পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। পরে যখন তিনি হযরত আলীর (রঃ) ভয়ে আত্মগোপন করেন, তখন তা জানতে পেরে হযরত আলী (রঃ) তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

কিন্তু হযরত হুসাইন (রঃ) যখন ইয়াজীদের হাতে 'বায়আত' করতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি হিজাযের শাসনকর্তা ওয়ালীদ বিন উতবাকে হযরত হুসাইনের (রঃ) বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে প্ররোচিত করেন। তিনি যে স্বভাবগতভাবে ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন তার আরো একটি প্রমাণ হলো, এর কিছুকাল পরে মদীনাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাঁকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

তদুপরি তিনি মুসলিম বিন ওকবার এয়াজীদী হুকুম তালীমান্তে জঘন্যতম লোমহর্ষক হাররাহ্‌র যুদ্ধে মদীনার গণহত্যা প্রক্রিয়ার সমর্থক ছিলেন (মর্মান্তিক গণহত্যার জন্য দ্রঃ হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) প্রণীত *জযবুল কুলুব ইলা ছিয়াবিল মাহবুব*, অনুঃ *হৃদয়ের টানে মদিনার পানে*, অনুবাদে হযরত মাওলানা শাহ সূফী শেখ মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ), বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষনা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম, ১৯৯২, পৃঃ ৩২-৪৩)।

ইয়াজীদের রাজত্বকালে তিনি মদীনায় বসবাস করেন। কিন্তু ইয়াজীদের মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে পুনরায় মদীনা থেকে বহিষ্কার করে এবং তিনি সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। তথায় তিনি দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার দরবারে উপস্থিত হতেন। দ্বিতীয় মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তিনি উমাইয়াদের ক্ষমতার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ) এর হাতে 'বায়আত' গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকেন। তখন হযরত হুসাইন (রঃ) এর হত্যাকারী ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁকে খিলাফতের পদপ্রার্থী হতে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর জাবিয়া (সেনা ছাউনী) নামক স্থানে তাকে খলীফা ঘোষণা করা হয়। তিনি দাহ্‌হাক ইবনে কায়স এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে মারজে রাহিত নামক স্থানে পরাজিত করে সমগ্র সিরিয়ার উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্টা করেন। অতঃপর তিনি দামিশ্‌কে সিংহাসনে আরোহন করেন। পরবর্তীতে তিনি মিশর জয় করেন এবং নানা প্রকার কূটকৌশলে তিনি খালিদ বিন ইয়াজীদ ও আমর বিন আশদাক নামের উমাইয়া যুবরাজদ্বয়কে খিলাফতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, স্বীয় পুত্রদ্বয়, আবদুল মালিক ও আবদুল আজীজকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তিনি ৬৪ বা ৬৫ হিজরী/৬৮৪ বা ৬৮৫ খৃঃ আব্দে মৃত্যু বরণ করেন। কথিত আছে যে, ইয়াজীদ বিন মোয়াবিয়ার বিধবা স্ত্রী,

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

খালিদের মাতা, যাকে তিনি শাদী করেছিলেন, খালিদকে খিলাফত থেকে মাহরুম করায় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন।

এভাবে সুফিয়ানী খিলাফতের পরিসমাপ্তিতে মারওয়ানী খিলাফতের অভ্যুদয় ঘটে (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ১৮ শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬-৪৮)।

অতএব, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় 'বায়আত' ভিত্তিক আনুগত্য মূলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতী শাসন ব্যবস্থা, হাশিমী ও আব্বাসীয়দের হাতে যেরূপ, উমাইয়াদের হাতেও তদ্রুপ, অচিরেই নিরেট স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। এজন্যে বলা হয়ে থাকে যে, সত্যিকারের খিলাফত হযরত আবু বকর (রঃ) থেকে হযরত আলী (রঃ) পর্যন্ত মাত্র ৩০ বছর স্থায়ী হয়েছিল, বাদ বাকী সবটুকুই স্বৈরতন্ত্র। অর্থাৎ প্রথম ৩০ বছর বাদ দিয়ে ইসলামের বিগত ১৪০০ বছরের খিলাফত নীতি এক প্রকার প্রহসনের মধ্যেই কেটে গেছে। আর এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রহসনের বীজ, উপরের তথ্যগত বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, উমাইয়াদের জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে হযরত উছমানের (রঃ) খিলাফতের আমলে মারওয়ান ইবনে হাকামই বপন করেছিল। তাঁর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার গোপন ষড়যন্ত্রের কারণেই কুফা, বছরা ও মিশরের সেনা ছাউনি বা কেন্টনমেন্ট শহরের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এরা গ্রাম্য কৃষক বা কুলি, মুটে ছিল না। এরা ছিল আরব্য অভিযাত্রী সৈন্য বাহিনীর সদস্য বা তাদের বংশধর, যুদ্ধে পারদর্শী লোক।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

সুতরাং এদেরকে কাবু করা তত সহজসাধ্য ছিল না। আবার এদেরকে অন্য বাহিনী দিয়ে দমন করার অর্থ হতো আরবীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয়া, যা সঙ্গত কারণেই হযরত উছমান করতে চাননি। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, একদিকে গোপন ষড়যন্ত্র ও অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ সেনা ছাউনি বাহিনীর বিদ্রোহ এবং এতদসঙ্গে মদীনাবাসী জনগণ ও নেতৃবৃন্দের নির্লিপ্তভাবের প্রেক্ষিতে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুহাম্মদের ভূমিকা বিচার করতে হবে।

প্রথমতঃ অভিযোগ করা হয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা হযরত উছমান (রঃ) এর খিলাফতের শেষের দিকে মিশরে তাঁর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার সূচনা করেছিল, বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ 'না বুঝিয়া তার পাতা ফাঁদে' পা দেয় এবং "মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রঃ) ছিলেন ইহাদের অন্যতম। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবী হোযায়ফার সঙ্গে মিলিত হইয়া মিশরের খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণর আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ্-র বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ইবনে আবী সারাহ-এর বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ লইয়া

Chunati.com

একটি প্রতিনিধিদল সমবিব্যাহারে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন এবং খলীফার সমক্ষে তাহাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করেন" (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ২১ তম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭১)।

মুইর, আমীর আলী, খোদা বক্স্ ও ইমামুদ্দীনের উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক রেজা-ই-করীম, একটি সারসংক্ষেপ বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা মূলতঃ একজন ইহুদী ছিল। সে ইবনে আমীর এর শাসনকালে ইয়ামন থেকে বছরায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। সে এ মর্মে প্রচারণা চালায় যে, "উসমান (রঃ) অন্যায়ভাবে খিলাফত অধিকার করিয়াছেন এবং হযরত আলীই (রঃ) হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এর যথার্থ উত্তরাধিকারী। তাহার এই মতবাদ ইরাকের বহুলোকের কাছে সমর্থন পায় এবং মাগিয়ানগণও এইমতের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়" (*আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩১-৩২)।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিবেচনা করলে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের (রঃ) বিরুদ্ধে ইবনে সাবার উছমান বিরোধী ও আলী পন্থী আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়া কিছুতেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। কেননা, উপরে উদ্ধৃত ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্যে আরো বলা হয় ঃ "খলীফা তাহাদের সঙ্গত অভিযোগের তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান করেন। অতঃপর মিশরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে ইবনে আবী সারাহ এর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ)-কে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। অপর দিকে হযরত আলীর মধ্যস্থতায় বিক্ষোভকারীরা ফিরে যায়" (ঐ, পৃঃ ৬৯-৭১)। অতএব, এ অভিযোগটি সত্য হলে, হযরত আলীর (রঃ) লা-পুত্র ও প্রতিপাল্য ছেলে মুহাম্মদকে ইবনে সাবার আলীপন্থী আন্দোলনের সাথে বিজড়িত করে, খোদ হযরত আলী (রঃ) কে অত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত করে ফেলা হয়। তদুপরি বিক্ষোভকারীদের সাথে হযরত আলীর (রঃ) মধ্যস্থতা, উছমান বিরোধী আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থনকে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু হযরত উছমানের (রঃ) খিলাফত কালে, তাঁর নির্বাচনের অবৈধতা নিয়ে কোন কথা ওঠে নাই; কারণ তা সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণরূপে বৈধ ছিল। অধিকন্তু এ সময়ে কোন আলীপন্থী আন্দোলনও মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠেনি। সুতরাং এ অভিযোগটি ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়তঃ অনুরূপভাবে প্রফেসার ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ইয়ামনের জনৈক নিগ্রো মাতার ইহুদী সন্তান ছিল; সার্থসিদ্ধির জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করে। বছরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আমীরের নিকট সে

Chunati.com

ইসলাম গ্রহণ করে। সে হযরত আলীর (রঃ) খিলাফত প্রসঙ্গে অলীক দাবী উত্থাপন করে বলে যে, রক্তের ও বৈবাহিক দিক দিয়ে হযরত আলীই (রঃ) রাসূলুল্লাহর (ছঃ) একমাত্র উত্তরাধিকারী এবং প্রথম তিন খলীফা অবৈধভাবে তাঁকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করেন। কুফা এবং বছরায় তার অনেক সমর্থক জুটে যায় এবং তাঁর মতবাদকে কেন্দ্র করে এক উগ্র শিয়াবাদের উদ্ভব হয়। ঐতিহাসিক তাবরীর মতে, "মুসলমানদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য সে স্থানান্তরে গমন করে।" বছরা ও কুফা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সে মিশর গমন করে এবং সেখানে হযরত উছমানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। স্বার্থান্বেষী ও চক্রান্তকারী বহুলোক সাবা-র সাথে যোগদান করে বিদ্রোহাগ্নি ছড়াইতে থাকে। অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান প্রফেসার ডঃ ইমামুদ্দীনকে উদ্ধৃত করে বলেন, "তাহার প্রচারণা ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করলে পারশ্যভাবাপন্ন এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজতন্ত্র নীতিতে বিশ্বাসী ইরাকের আরব গোত্রদের অনেকেই ইহাকে সমর্থন করে।" মাহমুদুল হাসান অতঃপর বলেন, "হাকীম বিন জাবালা ও মুহাম্মদ বিন আবু বকরও ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন।" তবে শেষোক্ত বক্তব্যের জন্য তিনি কোন রেফারেন্স বা উদ্ধৃতি দেননি (দ্রঃ *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ২৪০)।

ইতিহাসের প্রশস্ত দৃষ্টিতে তখনকার পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বভাব-চরিত্রের প্রেক্ষাপটে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে স্বততই প্রতীয়মান হয় যে, বিবি আসমা (রঃ) ও হযরত আবু বকরের (রঃ) ছেলে মুহাম্মদ, যিনি ছাহাবীদের মধ্যে অন্যতম বিদুষী মহিলার সন্তান এবং স্বীয় অগ্রজ ভগ্নি, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার (রঃ) স্নেহধন্য পরিবেশে এবং হযরত আলীর (রঃ) অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবার মত একজন ষড়যন্ত্রকারীর মতবাদের অনুসারী হতে পারেন না। তিনি যদি সাবার মতবাদে বিজড়িত হতেন, তবে তাঁকে বিজ্ঞ মুহাদ্দিছীনগণ বহু হাদীসের বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী হিসাবে স্বীকার করতেন না এবং পরবর্তী কালে তাঁর বর্ণিত হাদীছ সমূহ সিহাহ সিত্তার মত বিশ্বাসযোগ্য হাদীছ গ্রন্থোদিতে অন্তর্ভূক্ত করা হতো না। ইতিহাসের সাক্ষ্য মূলে ইহা স্বীকার্য যে, তিনি বিক্ষোভকারীদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে বিদ্রোহী ছিলেন কিনা তা প্রমাণ সাপেক্ষ। আমাদের হাতে এমন কোন যুক্তি প্রমাণ নাই যার ভিত্তিতে তাঁকে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করা যায়। তিনি যদি হযরত উছমানের (রঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে প্রমাণিত হতেন, তবে হযরত উছমান কিছুতেই তাঁকে মিশরের গভর্ণর

Chunati.com
Pioneer in village based website

নিযুক্ত করতেন না এবং হযরত আলী তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বিদ্রোহীদের সাথে মধ্যস্থতায় অবতীর্ণ হতেন না। ঐতিহাসিক ইবনে কুতায়বা তাঁকে কুরাইশ বংশের উত্তম, ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহ-ভিরু ব্যক্তি রূপে অভিহিত করেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৭০)। ইতিহাসের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে ইহাও স্বীকার করা যায় না যে, একমাত্র আবদুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের কারণে হযরত উছমানের (রঃ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান এ বিদ্রোহের জন্য ১২টি কারণ লিপিবদ্ধ করেন, যথা (ক) ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি (খ) বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া গোত্রের মধ্যে বিরোধ (গ) ইবনে সাবাপন্থীদের প্ররোচনা (ঘ) কুরাইশ ও অকুরাইশদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (ঙ) আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে বৈষম্য (চ) অমুসলমানদের অসন্তোষ (ছ) হিমারীয় ও মুদারীয় তথা দক্ষিণ আরবীয় ও উত্তর আরবীয়দের মধ্যে ঈর্ষাভাব (জ) ইসলামী ধর্মবোধ ও আরবীয় সম্ভ্রান্ত মুরুওয়াহ্‌র মধ্যে দ্বন্দ্ব (ঝ) কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধিতা (ঞ) উমাইয়াদের প্রাধান্য ও মারওয়ানের ধ্বংসাত্মক নীতি (ট) হযরত উমর (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতির পরিবর্তন (ঠ) খলীফার সরলতা, ঔদার্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।

এগুলির উৎসমূল ছিল, যেমন অধ্যাপক ডঃ ইমামুদ্দীন বলেনঃ "স্বভাবতঃ বনু উমাইয়া গোত্রভুক্ত হযরত উছমানের (রঃ) স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি আন্তরিকতাবোধ ছিল এবং সেহেতু তিনি তাদের নিজ তহবিলের অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন, কিন্তু ইহা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হইল যে, এই সব অর্থ সরকারী কোষাগার হইতে প্রদান করা হইয়াছে" (*ইসলামের ইতিহাস*, মাহমুদুল হাসান, পৃঃ ২৩৮)।

হযরত উছমান (রঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ হিসাবে অধ্যাপক রেজা-ই-করীম বলেন, অন্যান্য বিষয়াদির সাথে-"উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শাসকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অন্তর্গত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা কর্ম-সচীব মারওয়ান, মিশরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ, সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া এবং বছরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে আমীরের নাম উল্লেখযোগ্য। এ শাসকদের মধ্যে অনেকেই শাসনকার্যে ও যুদ্ধ বিগ্রহে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে আবী সরাহ্ ও মুয়াবিয়ার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কিন্তু বিদ্রোহী দল এই গুণপনার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই ঘটনার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে যে, তাহারা খলীফার স্বজন ও গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। ফলে খলীফা জনপ্রিয়তা হারাইতে থাকেন" (*আরব*

Chunati.com
Pioneer in village based website

জাতির ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ১৩৬-৩৭)।

অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান বলেনঃ নবী করীমের (ছঃ) ঘনিষ্ঠ ছাহাবীদের মৃত্যুতে হযরত উছমানের (রঃ) সময়ে স্বগোত্রীয় উমাইয়া বংশের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইল। স্বজন-প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের নীতি ভিত্তিহীন হইলেও বিদ্রোহীগণ উমাইয়া বংশের সদস্যদের উচ্চপদ এবং নানারূপ সুযোগ সুবিধা লাভকে সুনযরে দেখে নাই। খলীফা হযরত উছমানের জামাতা ও চাচাতো ভাই মারওয়ান, তাঁহার নিকট সহযোগী, প্রধান সচীব ও উপদেষ্টা ছিলেন। আমীর আলী বলেন, "তিনি (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) পূর্বধারণা অনুযায়ী তাঁহার পরিবারের প্রভাবাধিন হইলেন। রসূলুল্লাহ কর্তৃক একবার বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত ও উমাইয়াদের মধ্যে অন্যতম নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তি [র পুত্র] সচিব মারওয়ান কর্তৃক তিনি পরিচালিত হইলেন।" এ ব্যক্তির দুর্নীতি পরায়ণতা ও কুটিলতাই হযরত উছমানের (রঃ) হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। কুচক্রী মারওয়ান উমাইয়া বংশের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য স্বগোত্রীয় লোকদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত করেন। তাহারা অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে দ্বিধা করিত না। হযরত উছমানের সরলতার সুযোগে মারওয়ান সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং হাশিমী গোত্রের লোকদের সকল প্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের শক্তিহীন করে। ধূর্ত ও কপট, মারওয়ানের পক্ষপাতিত্ব নীতিতে হাশিমীগণ খলীফার সহিত আন্তরিক সহযোগীতা করে নাই। ইহা অপরদিকে খুলাফায়ে রাশেদুনের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করিয়া উমাইয়া রাজত্ব কায়েমের সহায়তা করে" (*ইসলামের ইতিহাস,* পৃঃ ২৪২)।

"বিশ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া মুয়াবিয়া (রঃ) সিরিয়ায় উমাইয়া প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পদচ্যুত প্রাদেশিক শাসকগণ ও প্রতারিত সরলপ্রাণ মুসলমানগণ মারওয়ানের স্বার্থপরতা, চক্রান্তমূলক অভিসন্ধির অভিসন্ধির আদলে খলীফাকে সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করেন" (ঐ)।

এরূপে হযরত উছমানের (রঃ) খিলাফতের আমলে মারওয়ানের গোপন হস্তে উমাইয়া দলীয়করণ নীতির উদ্ভব হয়, যা প্রথমে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে গোত্রীয় দ্বন্দ্বে পর্য্যবসিত হয় (ঐ, পৃঃ ২৩৭-৩৮)। আমীর আলী বলেন ঃ হযরত উছমানের সময়ে হাশিম এবং উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যে চরম শত্রুতা আরম্ভ হয় তাহা এক শতাব্দীর অধিককাল চলে।" অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান বলেন ঃ মহানবীর

Chunati.com
Pioneer in village based website

(ছঃ) জীবদ্দশায় এবং হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত উমর (রঃ) এর খিলাফতে এই দুই গোত্রের বৈষম্য সাময়িক ভাবে দূরীভূত হয় এবং (তাহারা) ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে থাকে। হযরত উছমানের (রঃ) খিলাফতে বনু হাশিম ও বনু উমাইয়াদের মধ্যে পূরাতন দ্বন্দ্ব তীব্রতর হইয়া উঠে। উমাইয়াদের অভ্যুত্থান, সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহাদের নিয়োগ এবং নানারূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ হাশিম গোত্রের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে " (ঐ পৃঃ ২৩৭)। ফলে হাশিম উমাইয়া দ্বন্দ্ব, আরব অনারব দ্বন্দ্বকে জিয়াইয়ে তোলে এবং উত্তর আরব ও দক্ষিন আরবীয় দ্বন্দ্বও চাঁড়া দিয়ে ওঠে। ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্যে, এরূপ থমথমে অবস্থায়, খলীফা তাদের সংগত অভিযোগের তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান করেন। "অতঃপর মিশরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে ইবনে আবী সারাহ এর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) কে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।"

অন্যান্য অভিযোগ তদন্তের জন্য মুহাজির ও আনসারের একটি দলও তাদের সাথে রওয়ানা হয়। এদিকে মিশরীয় দলটি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তিন মনযিল অতিক্রম করতেই একজন হাবশী দাসকে উষ্ট্রপৃষ্টে দ্রুত অগ্রসর হতে দেখা যায়। সন্দেহের প্রেক্ষিতে তাকে পাকড়াও করলে, তার নিকট মিশরের গভর্নর ইবনে আবী সারাহর নিকট লিখিত খলীফার একটি পত্র পাওয়া যায়। পত্রে লিখা ছিল ঃ "মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ও তাহার সঙ্গী সাথীদের পৌছা মাত্র হত্যা করিবে।"

এতদদৃষ্টে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রাঃ) ও তাঁহার সাথীবৃন্দ উত্তেজিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। এবং হযরত তালহা, যুবায়ের, সা'দ, আলী (রাঃ) প্রমুখকে উল্লেখিত পত্র প্রদর্শন করে। সমগ্র বিষয়টি খলীফার নিকট পেশ করা হইলে তিনি কসম খাইয়া পত্র অস্বীকার করেন। পরে জানা যায় মারওয়ান ইবনে হাকাস পত্রদাতা (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই,কা, ২১ যা খন্ড, পৃঃ ৭০)।

"ইহার প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ কারীরা মারওয়ানকে তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিবার দাবী জানায়। খলীফা ইহা অস্বীকার করিলে অবশেষে তাহারা খলীফারই পদত্যাগের দাবী করিয়া বসে। ইহার প্রেক্ষিতে খলীফা বলেন ঃ আমার মধ্যে জীবনের লেশ মাত্র বাকী থাকিতে আমি আল্লাহ প্রদত্ত খিল'আত (জামা) খুলিব না এবং নবী করীমের (ছঃ) ওয়াছিয়ত মুতাবিক শেষ মুহূর্ত অবধি ধৈর্য ধারণ করিব" (ঐ)।

"অতপর বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং বিদ্রোহীরা খলীফার বাসগৃহ অবরোধ করে। খলীফা বিদ্রোহীদেরকে বুঝাইতে আপ্রান চেষ্টা করেন, কিন্তু সবই নিস্ফল হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মুহাজিরগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুমতি চাহিলে খলীফা হযরত উছমান (রঃ) অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন এবং আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন ঃ আমি উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে রক্তপাতকারী প্রথম খলীফা হইতে চাহিনা। অতএব, কেহ যেন আমার জন্য নিজেদের রক্তপাত না করে।"

"ঐ ভাবেই অতিবাহিত হয় অবরোধের চল্লিশ দিন। অবশেষে কিংকর্তব্যবিমুড় মুসলমানদের উপস্থিতিতে ঘরের পিছন দিয়া মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) এর নেতৃত্বে একদল বিদ্রোহী খলীফার বাসগৃহে প্রবেশ করে। মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) হত্যার মানসে অগ্রসর হইয়া খলীফার দাড়ি ধরিলে, খলীফা বলেন ঃ ভাতিজা! তোমার পিতা আবু বকর ছিদ্দীক বাঁচিয়া থাকিলে এই দৃশ্য অদৌ পছন্দ করিতেন না। একথা শোনা মাত্রই তিনি ফিরিয়া যান এবং অন্যান্য দুরাত্মারা অসহায় খলীফাকে শহীদ করিয়া দেয়।"

হযরত আলী (রঃ) খলীফা হইতেই প্রথম সুযোগে হযরত উছমান (রঃ) হত্যার কিসাস গ্রহনের নিমিত্ত খুনীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রয়াসী হন। শাহাদতের একমাত্র প্রত্যক্ষ দর্শী হযরত উছমানের (রঃ) স্ত্রী বিবি না'ইলা (রঃ) বলেনঃ মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রাঃ) দুই ব্যক্তির সাথে প্রবেশ করিয়াছিল যাহারা তাঁহার অপরিচিত। মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরকে (রঃ) পাকড়াও অন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইলে তিনি জানান যে, হত্যার নিয়তে প্রবেশ করিলেও খলীফার এই কথার পর যে, ভতিজা! তোমার পিতা আবু বকর ছিদ্দীক বাঁচিয়া থাকিলে এ দৃশ্য পছন্দ করিতেন না", এ কথা শোনা মাত্রই আমি লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসি। অপর দুই জনকে আমি চিনিতাম না। বিবি না'ইলা ইহা সমর্থন করেন" (ঐ, পৃঃ ৭০-৭১)।

অবরোধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক রেজা-ই-করীম আরো বলেন, বিক্ষোভকারীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ সম্বন্ধে খলীফার অস্বীকৃতিতে তারা আস্থা স্থাপন করতে না পেরে, যখণ তারা তাঁর পদত্যাগ দাবী করল এবং নানা প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেও দ্বিধা করল না, তখন নিরুপায় হয়ে বৃদ্ধ খলীফা সিরিয়ার শাসন কর্তা মুয়াবিয়া (রাঃ) ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে সামরিক সাহায্য তলব করেন। কেননা, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিক্ষোভ কারীরা সামরিক লোক ছিল এবং তাদেরকে দমন করা তত সহজ ছিলনা। তখন সিরিয়া ও বছরা থেকে সেনাদল মদীনার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এ খরব বিক্ষোভকারীদেরকে বিচলিত

Chunati.com

করল, যা হযরত উছমানকে (রঃ) শহীদ করার প্রত্যক্ষ কারণ রূপে বিবেচিত হয়। প্রনিধান যোগ্য যে, খলীফার পক্ষে অবরুদ্ধ অবস্থায় মদীনা নগরীতে অবস্থান করে, রাজনৈতিক সমস্যাটি রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে, আত্মীয় উমাইয়া গর্ভনরদের নিকট সামরিক সাহায্য চাওয়া যথার্থ ছিল না।

হযরত উছমান (রঃ) রাসূলে আকরাম (ছঃ) এর অন্যতম প্রাথমিক অনুসারী, একের পর এক দুই মেয়ের জামাই, ইসলামের তৃতীয় মহান খলীফা এবং ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি ছিলেন লজ্জা, ভদ্রতা ও মহানুভবতার সর্বোচ্চ প্রতীক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদ্রোহ দমনে এবং বিজয় অভিযানে তিনি ছিলেন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সিদ্ধহস্ত । তদুপরি খলীফা নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন সমসাময়িক রাসূলের (ছঃ) সহচরদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। এতদসঙ্গে জীবনের শেষ প্রান্তে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকা সত্তেও তিনি মিশর, বছরা ও কুফার সীমিত সংখ্যক বিক্ষোভকারীকে সংযত বা দমন করতে পারলেন না কেন? দীর্ঘ একচল্লিশ দিন নিজ বসতবাটীতে এদের দ্বারা অবরুদ্ধ থেকে একপ্রকার স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলেন কেন? বিষয়টি চিন্তা করতেও বিব্রতবর বোধ হয়। মদীনার জনগণ একচল্লিশ দিন সময়ের মধ্যে ইসলামের এ বিপদ সংকুল অবস্থায় কোন প্রকার সমাধান করতে পারল না কেন? মদীনার ও অন্যান্য স্থানের নেতৃস্থানীয় লোকেরা, যাদেরকে পরবর্তীতে ইমাম মাওয়ার্দী 'আহলুল-হাল্লে ওয়াল- আক্দ্' নামে অভিহিত করেন, তারা এর সমাধান করতে পারল না কেন? যদি খলীফার রাষ্ট্রনীতি দুর্বল হয়ে থাকে, তারা পরামর্শের ও সহযোগিতার মাধ্যমে তা সবল করতে পারল না কেন? এ সব বহুবিধ বাস্তব প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে মুসলিম ঐতিহাসিকরা হয়ত হযরত উছমানের (রঃ) পক্ষ অথবা হযরত আলীর (রঃ) পক্ষকে দোষ মুক্ত করার প্রচেষ্টায়, উছমান (রঃ) হত্যার ঘটনাবলীল নানা প্রকার উদ্দেশ্য ব্যাজক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অথচ রাজনীতি ক্ষেত্রে, শূরা ভিত্তিক ইসলামের স্বাধীনচেতা মৌলিক মূল্য বোধ বিস্মৃত হয়ে, সমগ্র মুসলিম সমাজ যে আনুগত্যপ্রবন আরব্য 'বায়আত' নীতিতে নিমর্জিত হয়ে পড়ে, সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কেননা, আনুগত্য আত্মসমর্পণ সূচক, ও রাজতন্দের প্রতীক। তা আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি বিধেয় হতে পারে। কিন্তু সাধারণ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অপাংথের। কেননা, আনুগত্যনীতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সমাজকে শ্রেণী বিভক্ত করে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

রাজনীতি ক্ষেত্রে বায়আতের বদলে শূরানীতি প্রবর্তন করেছেন এবং স্বয়ং আল্লাহর রাসূল পরামর্শ সভা আহবান করে শূরাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। এ রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়াই এহেন বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে উস্কানী, বিশ্বাসঘাতকতা, বিক্ষোভ, এমনকি বিদ্রোহ বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং ইবনে সাবার মত উস্কানী দাতার ষড়যন্ত্র একটি আদর্শিক, সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে মারাত্মক বির্পর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না; কেবল বিক্ষোভের ইন্দন যোগাতে পারে। অতএব, ইবনে সাবার স্কন্ধে উছমান (রঃ) হত্যার সমস্ত দোষ চাপিয়া ইতিহাস থেকে শিক্ষা বা ইবরত হাছিল করা যায় না। এরূপ যুক্তি প্রমান ইতিহাস সম্মতও নয়।

তাই আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) উছমান (রঃ) হত্যার ঘটনায় কোন কারণ বশতঃ বিক্ষোভ কারীদের সাথে যোগদান করেছিলেন, ইবনে সাবার ষড়যন্ত্রের সাথে নয়। বরং মিশরীয়দেরকে মুহাম্মদের শাসনকর্তা নিযুক্তির পর স্বদেশে ফিরে যেতে হযরত আলীর মধ্যস্থতার ঘঠনা নির্দেশ করে যে, বিক্ষোভ কারীদের সংযত করার জন্য তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের দাবীদাওয়ার ন্যায্য অংশগুলির 'দাবী গুচ্ছ' তিনি তাদের পক্ষ হয়ে হযরত উছমান (রাঃ) এর নিকট পেশ করেন। খলীফা তাদের এই সংগত অভিযোগ গুলীর তাৎক্ষণিক সমাধান করে, তাদের প্রস্তাব অনুসারে মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রঃ) কে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। নিযুক্তি পত্র তাদের হাতে প্রদান করেন। এতে তো তাঁর ষড়যন্ত্র বুঝায়না, বরং সমঝোতামূলক চুক্তিকরণের আলাপ আলোচনা বুঝায়। অতএব, হযরত আলী (রঃ) এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা অনুমোদন করেন এবং অধিকতর সমঝোতার লক্ষ্যে তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এটাই ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং এটাই বাস্তবতার নিরীখে প্রণিধান যোগ্য।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চরিত্র ও কৃতিত্ব

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রসিদ্ধ কলামিষ্ট 'সাকী' বলেন ঃ "হযরত উছমানের (রঃ) শাহাদাতের পূর্বে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) খলীফার সাথে আশোভনীয় আচরণ করেন বলে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু খলীফা যখন তাঁকে তাঁর পিতা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ভাতিজা তোমার পিতা এখানে উপস্থিত থাকলে তিনি কখনও এরূপ করতেন না। কোন কোন

Chunati.com

ঐতিহাসিক উভয়ের মধ্যে এই সময় কথা কাটাকাটির উল্লেখ করলেও *শামসু -ত-তাওয়ারিখ* এর বর্ণনার পর এ সম্পর্কে আর কোন বিতর্ক থাকতে পারে না।"

"এ গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে. হযরত উছমান (রঃ) এর উক্তির পর মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) এর মধ্যে এমন ভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে, তাঁর হাতে কম্পন শুরু হয়ে যায় এবং খলীফার নিকট হতে এ কথা বলতে বলতে তিনি দুরে সরে যান 'এখন আমি তাঁর কোন ক্ষতি করব না এবং কাউকে তাঁর গায়ে হাত উঠাতে দেব না।"

আদতে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর (রঃ) এক পর্যায়ে হযরত উছমান (রঃ) এর দাড়ি মোবারকে হাত লাগিয়েছিলেন যে কারণে বৃদ্ধ খলীফা তাঁকে ভর্ৎসান করেন। সাকী বলেনঃ "এ ঘঠনা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ খলীফার সাথে উত্তেজনা বশতঃ যে আচরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, সে ব্যাপারে হযরত উছমান (রঃ) এর উক্তির পর তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।" উল্লেখ্য যে, জঙ্গে জমল বা উষ্ট্রের যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে হযরত আলী মাহাম্মদের (রঃ) তত্ত্বাবধানে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশাকে (রঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মদীনায় প্রেরণ করেন।

পরবর্তীতে হযরত আলীর (রঃ) খিলাফত কালে, সিফফিন যুদ্ধের পরেই হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) নিজেকে 'আমীরুল মুমিনীন'বলে ঘোষণা করেন এবং মহমুদুল হাসান বলেন যে, তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। "তার প্ররোচনায় সুযোগ্য মিসরের গভর্নর কয়েস (ইবনে সা'দ ইবনে ওবায়দা) কে পদচ্যুত করে হযরত আলী মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে (রঃ) মিশরের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। মিশরের শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে মুহাম্মদ বিন আবু বকর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করেন। মিশরবাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এই সুযোগে মিসর দখলের পরিকল্পনা করে হযরত মুয়াবিয়া (রঃ) আমর ইবনুল আ'সকে প্রলোভন দেখিয়ে (তাঁর সেনাপতিত্বে) মিসরে অভিযান প্রেরণ করেন। খলীফা (হযরত আলী রঃ) মালিক আল-আশতারকে মুহাম্মদের সাহায্যে প্রেরন করলে, পথিমধ্যে তিনি দুবৃত্তের হাতে বিষ প্রয়োগে নিহত হন। আমর মুহাম্মদকে পরাজিত করে মিসর দখল করেন" (পৃঃ ২৭৫-৭৬)।

সাকীর ভাষ্যে ঃ " মোয়াবিয়া ইবনে হোদায়েজ যখন মিসরের শাসন কর্তা ছিলেন, তখন তিনি মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে (রঃ) হত্যা করেন। অপর বর্ণনা মতে হযরত মোয়াবিয়া (রঃ) এর পক্ষের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে এবং লাশের অবমাননা করে।"

সাকী আরো বলেনঃ "মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) তাঁর বোন হযরত আয়েশা (রঃ) ও অন্যান্য সাহাবার কাছ থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও বহু তাবেয়ী হাদীছ বর্ণনা করেন।"

Chunati.com

"হিজরী ৩৮/ খৃঃ ৬৫৯ সনের ৩০ এপ্রিল তাঁকে শহীদ করা হয় (দৈনিক ইনকিলাব ৩০ এপ্রিল ১৯৯৫ দ্রঃ)।

ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্যে মিশরে অতিবাহিত তার জীবনের শেষ পর্যায় সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্যের উল্লেখ আছে । আল-ওয়াকিদী, আল-বালাযূরী, আবু মিহনাফ প্রমুখ (দ্রঃ আত-তাবারী ঃ *তারীখ*, ১ম খন্ড, ৩৩৯২ পৃঃ) এবং আর-ইয়াকুবীর মতে, হযরত আলী (রঃ) কায়স ইবনে সা'দকে অপসারন করে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) কে মিশরের গভর্ণর নিয়োগ করার পর মুহূর্তেই উপলব্ধি করেন যে, 'যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নহে এমন এক যুবককে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা যুক্তি সংগত নহে। ফলে তিনি তাঁর যোগ্যতম অনুসারী আল-আশতারকে (রঃ) কে মিশরের সেনাপতি নিয়োগ করিয়া প্রেরন করেন, কিন্তু এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ আল-আশতারকে (রঃ) পথিমধ্যে আল-কালয়াম নামক স্থানে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়" (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই,ফা, ২১ শ খন্ড, পৃঃ ৭০)।

আত-তাবরীর (ঐ, ৩২৪ পৃঃ) বর্ণনা অনুযায়ী আয্-যুহরী বলেনঃ কায়সকে ডেকে পাঠানোর পর আল-আশতারকে (রঃ) মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হলে, তদস্থলে মুহাম্মদ (রঃ) কে নিয়োগ করা হয়। তা ছাড়া তৃতীয় আর এক বর্ণনা মতে, যা ইবনুল কালবী ও আল-মাসউদী লিপিবদ্ধ করেন, আল-আশতারকে (রঃ) মুহাম্মদ ইবনে আবী বকরের (রঃ) মৃত্যুর পর প্রেরণ করা হয় (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঐ)

অন্যদিকে হযরত আমর ইবনুল আস (রঃ) মিশরের পথে এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং মুসান্নাত বা বন্দআব নামক স্থানে মুহাম্মদ (রঃ) এর সাথে তাঁর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত উছমানের (রঃ) প্রকৃত হত্যাকারী কিনানা বিন বিশর নিহত হয়। এর দ্বারা মিশরীয়রা হতাশ হয়ে পড়ে এবং সবাই মুহাম্মদ (রঃ) এর পক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। ইবনে বুদায়জ, মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) কে গ্রেফতার করে হত্যা করে। হযরত আয়েশা (রঃ) যখন এই দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকান্ডের কথা জানতে পারেন, তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আগুনে ঝলসানো মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করেন (দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঐ, পৃঃ ৭১)। অত্র বিশ্বকোষে, তাঁর জীবন বৃত্তান্তের গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত আছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ)

ইসলামী বিশ্বকোষের ভাষ্যে ঃ হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আছ-ছিদ্দীক (রঃ) ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাবিয়ী। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ, মতান্তরে আবু আবদুর রহমান। ইমাম আল বোখারী তাঁর সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আর কাসিমের জননীর নাম সাওদা। তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন।

পিতা মুহাম্মদ তাঁর শৈশবেই ইনতিকাল করেন। ফলে তিনি ইয়াতিম হিসাবে ফুফু হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ)-র নিকট লালিত পালিত হন। এই সুবাদে তিনি উম্মুল মু'মিনীনের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বিপুল অংশ আহরণে সক্ষম হন।

তিনি মদীনায় বসবাস করেন। তিনি অসংখ্য ছাহাবা থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ), পিতা মুহাম্মদ (রঃ), আবদল্লাহ ইবনে উমর (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল-'আস (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রঃ), আবু হোরায়রা (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রঃ), হযরত মুয়াবিয়া (রঃ), রাফে' ইবনে খাদীজ (রঃ), ছালিহ ইবনে খাওওয়াত (রঃ), আসলাম মওলা উমর (রঃ) ও ফাতিমা বিনতে কায়স (রঃ) এর নাম উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) এর সূত্রে তিনি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেন।

হযরত কাসিমের (রঃ) নিকট থেকে তাবিয়ী ও তাবে-তাবিয়ীর একটি বিরাট দল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের অনেকেই হাদীছ শাস্ত্রে জগত প্রসিদ্ধ, ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পুত্র আবদুর রহমানও এ সব প্রসিদ্ধ হাদীছবিদদের অন্যতম ছিলেন।

হাদীছ শাস্ত্রে কাসিমের (রঃ) ব্যুৎপত্তি সর্বজন স্বীকৃত। তিনি অবিসংবাদিত বিশ্বস্ততার সাথে সাথে বিস্ময়কর স্মৃতি শক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ, আবু যিনাদ, ইবনে মুঈন, মুহাদ্দিছ ইমাম মালিক ইবনে আনস, ইমাম বোখারী, হাদীছ সমালোচক ইবনে সীরীন, খালিদ ইবলুন্-নিযার, ইবনে হিব্বান, ইবনে ইসহাক, ইয়াহয়া বিন সা'ঈদ আল-আনছারী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বলেন ঃ "তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, মহিমান্বিত, বিদগ্ধ, ইমাম, ফকীহ, আল্লাহ-ভিরু ও হাদীছ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী।"

ইবনে হিব্বান বলেনঃ "তিনি ছিলেন তাবিয়ী শ্রেষ্ঠ, ইলম্, শিষ্টাচার ও ফিকাহ শাস্ত্রেও সমকালের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী।"

খলীফা উমর ইবনে আবদুল অযীয (রঃ) যেদিন আমীরুল মুমিনীন নিযুক্ত হন, সেদিন মদীনাবাসী মন্তব্য করেছিল বলে প্রবাদ আছে যে, লজ্জাবতী কুমারী সম লজ্জাশীল স্বল্পভাষী কাসিম এবার মুখ খুলবে। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)

hunati.com
Chunati.com

বলতেন ঃ "যদি সম্ভব হতো, আল-কাসিমের হাতে খিলাফতের দায়িত্বভার ছেড়ে দিতাম।"

হাদীছের মত ফিকাহ শাস্ত্রেও আল-কাসিম ছিলেন সকলের শীর্ষে। ইমাম মালিক (রঃ) বলতেন ঃ "আল-কাসিম ছিলেন এ উম্মার এক ফকীহ।" তবে তিনি হাদীছের প্রতি অধিক মনযোগী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, কেহ হজ্জে গমন করলে তাকে বলতেনঃ "আল-কাসিমের হজ্জ দেখে হজ্জের আমল করো।"

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেনঃ একদিন আমি দেখি কাসিম সালাত আদায় করে সেরেছেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ আপনি বড় আলিম-না-সালিম বড় আলিম?" তিনি বললেনঃ "সুবহানাল্লাহ!" লোকটি কয়েকবার এরূপ প্রশ্ন করলে, তিনি একইরূপে "সুবহানাল্লাহ" বললেন। তখন হযরত সালিমকে দেখা গেল। তখন তিনি বললেন ঃ ঐ তো সালিম, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর। ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ আলিম হওয়া সত্ত্বেও, এটা ছিল তাঁর অমায়িকতা।

ইয়াহয়া ইবনে সা'ঈদ বলেন ঃ "মদীনায় বর্তমানে এমন কেহ নাই, যাকে কাসিমের উপর প্রধান্য দেয়া যায়"। আর আইয়ূব আল-সুখতিয়ানী বলতেনঃ "কাসিমের চাইতে বড় কোন ব্যক্তি আমার চোখে পড়ে নাই।"

গঠন প্রকৃতিতে কাসিম, পিতামহ আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। হযরত যুবায়ের বলেন ঃ "এ যুবকের মত আবু বকরের (রঃ) আর কোন সন্তান তাঁর নিজের সাথে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।"

খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রঃ) ইনতিকালের পর ৭০ বছর বয়সে হযরত কাসিম (রঃ) ইনতিকাল করেন তিনি মদীনা মনোয়অরায় সমাহিত আছেন। ছিহাহ্ সিত্তাহর সমস্ত গ্রন্থে তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণিত আছে। (ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর জীবনী সম্বন্ধীয় গ্রন্থপুঞ্জী সংযোজিত রয়েছে। (দ্রঃ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৫-৫৬)।

সাম্প্রতিক কালের একজন স্বনামধন্য মিশরীয় স্কলার ডঃ আবু যোহরা, তাঁর প্রসিদ্ধ ইমাম জা'ফর ছাদেকের (রঃ) জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন যে, ইমাম জা'ফর ছাদেকের (রঃ) পিতা ইমাম বাকের (রঃ) হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ছিদ্দিক (রঃ) এর মেয়ে উম্মে কারদাহকে (রঃ) বিয়ে করেন। সে ঘরে ইমাম জা'ফর ছাদেকের (রঃ) জন্ম হয়।

এখানে কাসিমের (রঃ) পরিচিতি দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "এই কাসেম হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) এর স্নেহ ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। কাসেম মদীনার সাত ফকীহের একজন। তিনিই মদীনার জ্ঞান ভাণ্ডার তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে বিবরণ করেন। ইমাম মালিক এবং অন্যান্য বহুজন তাঁহার নিকট ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক (রঃ) তাহার মুয়াত্তায় কাসেমের (রঃ) বর্ণনাই বেশী লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মদীনার ইল্‌ম (তার নাতি এবং ছাত্র-শিষ্য) ইমাম জা'ফর ছাদেকের গৃহেরই উপঢৌকন (পৃঃ ৩৫)।

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, উম্মে কারদার (রঃ) মাতা ছিলেন আসমা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রঃ)। অতএব, ইমাম জা'ফর মায়ের দিক থেকে হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) সাথে দুই প্রস্তে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন (পৃঃ ৫৬)।

অন্যদিকে ইমাম জা'ফর ছাদেক (রঃ) এর পিতা ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রঃ) ছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ)-র ছেলে ইমাম আলী যায়নুল আবেদীনের (রঃ) ছেলে। মানে হযরত আলীর (রঃ) প্রপৌত্র। এ সূত্রে তিনি হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) এর কন্যা খাতুনে জান্নত বিবি ফাতিমা (রঃ)র বংশধর। আরো উল্লেখ করা যায় যে, ইমাম বাকের (রঃ) ছিলেন সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআনের মুফাচ্ছির এবং শ্রেষ্ঠতম সূফী সাধক। হযরত ইমাম আবু হানিফা তাঁর আধ্যাত্মিক শিষ্য ছিলেন এবং ইমাম জা'ফর ছাদেকের ছাত্র ছিলেন। তিনি দুই বছর ইমাম জা'ফর ছাদেকের আশ্রয়ে ও সান্নিধ্যে অবস্থান করে হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বলেন যে, তিনি দুই বছর ইমাম জা'ফর ছাদেকের সান্নিধ্যে না থাকলে নিজে কিছুই হতেন না (দ্রঃ *ফিকহুল আকবর*)। অন্যান্য উদ্ধৃতি মূলে ডঃ আবু যোহবার ভাষায়ঃ ইমামিয়াদের কিতাব পাঠে জানা যায়, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) দুই বৎসর কাল ইমাম জা'ফর ছাদেকের দরবারে ছিলেন। এই সময়কাল সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলিতেন, "সোভাগ্যবশতঃ যদি এই দুই বৎসর সেখানে থাকার সুযোগ না হইত তবে নোমান (আবু হানীফা) ধ্বংস হইয়া যাইত" (ঐ, পৃঃ ৫৬)।

ইমাম জাফর ছাদেক তাঁর নানা হযরত কাসিম (রঃ)-কে জীবদ্দশায় দেখেছেন। তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। নানার মৃত্যুর সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। ইমাম জা'ফর ছাদেকের (রঃ) তিন মহান শিক্ষকের মধ্যে হযরত কাসিম ছিলেন একজন। অন্য দুইজন ছিলেন, তাঁর পিতা হযরত বাকের (রঃ) এবং দাদা হযরত আলী যয়নুল আবেদীন (রঃ)। এঁনারা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী জ্ঞানের ধারক ছিলেন। ইমাম জা'ফর ছাদেক যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এঁদের নিকট থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং উভয়বিদ জ্ঞান উত্তরসূরীদের মধ্যে বিতরণ করে যান (ঐ, পৃঃ ৩৬)।

ডঃ আবু যোহরা উল্লেক করেন যে, হযরত কাসিম (রঃ), হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) এর জ্ঞানের বাহক ছিলেন। তিনি তাঁর ফুফু হযরত আয়েশা (রঃ) থেকে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) এর শিষ্য হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ ও হাদীছ বেত্তা ছিলেন। তিনি ফেকাহ ও হাদীছের সমন্বয়কারী রূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর কৃতি শাগরিদ আবু যনাদ ও আবদুল্লাহ ইবনে যাক্‌ওয়ান বলেন "আমরা কাসিমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং হাদীছের জ্ঞানে অধিক জ্ঞানী কোন লোক

Chunati.com

দেখিনি।"

অধিকন্তু হযরত কাসিম (রঃ) ছিলেন ইমাম ছাদেকের (রঃ) মহান নানা, যাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে, তিনি সম্মানের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে যে, প্রাচ্যের আলিমগণ জ্ঞান লাভের আশায় ইমাম ছাদেকের দরবারে উপস্থিত হতেন এবং তিনি পিতা, দাদা ও নানার নিকট থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা দিয়ে তাদের জ্ঞানের ঝুলি ভরে দিতেন (ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭)।

ইমাম জা'ফর ছাদেকের জীবনী গ্রন্থে ডঃ আবু যোহরা আরো বলেন যে, তাঁর তৃতীয় উস্তাদ কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) "মদীনার সাতজন ফকীহর একজন ছিলেন।" তিনি ছাহাবা কিরামের জ্ঞান বিজ্ঞান পরবর্তীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের একজন মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম ছাদেকের বয়স যখন ১৮ বছর ছিল, তখন ১০৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন (পৃঃ ১৩২)।

সম্প্রতিকালের দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী রচিত জীবনী গ্রন্থ ঃ হযরত শাহজালাল (রঃ) এ, বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ইসলামী আধ্যাত্মিক তরীকা সুহরাওয়ার্দীয়া, নক্সবন্দীয়া ও মুজদ্দদিয়া তরীকাসমূহের আলোচনায় বলা হয় ঃ হযরত আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী ও হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (রঃ), যাঁরা সুহরাওয়ার্দী তরীকার প্রতিষ্ঠা ও বহুল প্রচলন করেন, তাঁরা হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) ও হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রঃ) এর বংশধর ছিলেন এবং পূর্ব পুরুষদের অনুসরণে তাঁরা হাদীছ শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন (দ্রঃ এ. জে. আরবেরীঃ সূফিজম, পৃঃ ৫৬)। হযরত শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর (রঃ) চাচা ও পীর-মুরশিদ, হযরত আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী (রঃ) বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বা রেক্টর পদে অধিষ্টিত ছিলেন (দ্রঃ ঐ)। আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন ঃ হযরত শাহ জালাল অবশ্যই হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করে থাকবেন (*হযরত শাহজালাল* (রঃ), ই. ফা., ১৯৮৭, পৃঃ ১৭২)। তিনি বলেন ঃ এ বংশধারার বড় বড় মুহাদ্দিছ, সূফী সাধনা করে জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কাদেরীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, গওসুল আজম হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (রঃ) নিকট থেকেও হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী ফায়েয, বরকত ও বেলায়ত লাভ করেন (দ্রঃ *তায্‌কিরাতুল আউরিয়া* উদ্ধৃতি *হযরত শাহজালাল* রঃ, পৃঃ ১৭৩)। অবশ্য এ মন্তব্যটি শেখ জালাল তাব্‌রেযীর উপরই প্রযোজ্য (গ্রন্থকার)। সুতরাং স্পষ্টতঃ সুহরাওয়ার্দীয়া সূফী বংশধারা, চুনতির খান-ছিদ্দীকী বংশধারার সাথে, হযরত কাসিম (রঃ) এর ঐতিহ্যবাহী একই বংশধর। আর সুহরাওয়ার্দীয়া, নক্‌শ্‌বন্দীয়া ও মুজদ্দেদিয়া সূফী তরীকাগুলি এবং এগুলির শত শত শাখা প্রশাখা মূলতঃ একই তছাওফী সিলসিলা থেকে উদ্ভূত। দ্রষ্টান্ত স্বরূপ তিনটি সিলসিলার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া গেলঃ

Chunati.com

এক ঃ সুহরাওয়ার্দীয়া

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছঃ)
২. হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ)
৩. হযরত সালমান ফারসী (রঃ)
৪. হযরত কাসিম ফকীহ ইবনে মুহাম্মদ (রঃ)
৫. ইমাম জা'ফর ছাদেক (রঃ)
৬. খাওয়াজা বায়েজীদ বিস্তামী রঃ),
৭. শায়খ মুহাম্মদ মগরিবী (রঃ)
৮. খাওয়াজা আরবী ইয়াজীদ আকশারী (রঃ)
৯. শায়খ আবুল মুযাফফর মাওলানা তুর্ক (রাঃ)
১০. শায়খ আবুল হাসান খিরকানী (রঃ)
১১. শায়খ আবুল কাসেম গোরগানী (রঃ)
১২. আবু বকর নাস্‌সাস (রঃ)
১৩. শায়খ ইমাম আহমদ গায্‌যালী (রঃ)
১৪. আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী (রঃ)
১৫. শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (রঃ)
১৬. শায়খ জালাল তাবব্রেযী (রঃ)
(দ্রঃ *হযরত শাহজালাল রঃ*, পৃঃ ১৭৩-৭৪)

দুই ঃ নক্‌শবন্দীয়া

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছঃ)
২. হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ)
৩. হযরত সালমান ফারসী (রঃ)
৪. হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রঃ)
৫. হযরত জা'ফর ছাদিক (রঃ)
৬. হযরত বায়েজীদ বিস্তামী (রঃ)
৭. হযরত আবুল হাসান আলী খিরকানী (রঃ)
৮. হযরত আবুল কাসেম গুরগানী (রঃ)
৯. হযরত আবু আলী ফারমুদী (রঃ)

এর সাথে যুক্ত হল একটি ইমামীয়া তরীকা

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছঃ)
২. হযরত আলী (রঃ)
৩. হযরত হুসাইন (রঃ)
৪. ইমাম আলী যায়নুল আবেদীন (রঃ)
৫. ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রঃ)
৬. ইমাম জা'ফর ছাদিক (রঃ)
৭. ইমাম মূসা কাযেম (রঃ)
৮. ইমাম আলী রেদা (রঃ)
৯. হযরত মা'রুফ করখী (রঃ),
১০. হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)
১১. হযরত আবুল কাসেম নছরাবাদী (রঃ)
১২. হযরত আবু আলী দক্কাক (রঃ)
১৩. হযরত ইমাম আবুল কাসেম কুশায়েরী (রঃ)
১৪. হযরত ইমাম আবু আলী ফারমুদী তূসী (রঃ)
১৫. হযরত খাওযাজা বাহউদ্দীন নক্‌শ্‌বন্দ (রঃ)
১৬. হযরত আবদুল বাকী বাকী বিল্লাহ (রঃ)
১৭. হযরত মুজদ্দিদ আলফেসানী আহমদ ছেরহিন্দী (রঃ)
(দ্রঃ *চার তরীকার শাজরানামা*, পৃঃ ১৫-১৭
আল্লামা সৈয়দ আব্দুল হাসান আলী নদভী)

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

তিন ঃ মুজদ্দেদিয়া

১. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছঃ)

২. হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ)

৩. হযরত সালমান ফারসী (রঃ)

৪. হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ (রঃ)

৫. হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক (রঃ)

৬. হযরত বায়েজীদ বিস্তামী

৭. হযরত আবুল হাসান খিরকানী (রঃ)

৮. হযরত আলী ফারমুদী তুসী (রঃ)

৯. হযরত আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রঃ)

১৬. হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী (রঃ)

২৩. হযরত খাওয়াজাদ মুহাম্মদ আবদুল বাকী বাকী বিল্লাহ (রঃ)

২৪. হযরত আহমদ সেরহিন্দী মুজদ্দেদ আলফেছানী (রঃ)

২৭. শাহ আবদুর রহীম দেহ্লভী (রঃ)

২৮. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ)

২৯. শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ)

৩০. সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রঃ)

৩১. সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রঃ)

৩২. হযরত ফতেহ আলী ওয়ায়সী (রঃ)

৩৩. সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রঃ)

৩৪. হযরত ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রঃ)

৩৫. সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রঃ)

৩৬. হযরত মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী (ম. যি. আ.)

(দ্রঃ *মুহাম্মদী ইসলামের শাজরাহ শরীফ,* দেওয়ানবাগ দরবার শরীফ, ঢাকা)

Chunati.com

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন ঃ *তুহফায়ে ইছনা আশবিয়া* গ্রন্থের ১১২ পৃষ্টায় শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেন ঃ "আল্লাহর রাসূল (ছঃ) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'লা যা কিছু আমার হৃদয়ে নিক্ষেপ করেছেন, আমি তৎসমুদয় আবু বকরের হৃদয়ে নিক্ষেপ করেছি।" এতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত নবী করীম (ছঃ) হযরত আবু বকরের (রঃ) হৃদয়ে 'তাওয়াজ্জোহ' দান করেন। এতে কোন সন্দেহ নাই (দ্রঃ সৈয়দ নূরুল ইসলামঃ *হযরত শাহ আহসান উল্লাহ রঃ ও হযরত শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) এর জীবন চরিত ও তরীকত*, ঢাকা, ১৯৬০, পৃঃ ৭৯-৮০)। হযরত মুজদ্দেদ আলফেছানী (রঃ) কাদেরীয়া, চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া প্রভৃতি তরীকায় 'বায়আত' প্রাপ্ত হলেও প্রধানতঃ 'নকশবন্দীয়া তরীকা' পন্থী ছিলেন। হযরত কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রঃ) থেকে 'নকশবন্দীয়া তরীকার' উদ্ভব হয় (দ্রঃ *তাযকিরাতুল আউলিয়া*)। এ হিসেবে হযরত নবীবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (রঃ) নকশবন্দীয়া পন্থীও ছিলেন (*হযরত শাহজালাল রঃ, পৃঃ ১৭৫*)। মোট কথা, হযরত ছিদ্দীকে আকবর (রঃ) ও হযরত কাসিম (রঃ) কর্তৃক প্রচলনকৃত আধ্যাত্মিক সাধনার তরীকা সুহরাওয়ার্দীয়া ও নকশবন্দীয়া সিলসিলার মাধ্যমে মুজদ্দেদিয়া তরীকা পর্যন্ত পৌছেছে (ঐ, পৃঃ ১৭৪)।

অন্যদিকে হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ) কে সাম্প্রতিক প্রকাশিত *হাদীছ সংকলনের ইতিহাস* গ্রন্থে, মাওলানা আবদুর রহীম, 'হাদীছের বাদশাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন (পৃঃ ৩৮১)। আর মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এর পি. এইচ. ডি. থিসিস্ ঃ *আহলে হাদীছ আন্দোলন, উৎপত্তি ও বিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ*, (হাদীছ ফাউণ্ডেশন, রাজশাহী, ১৯৯৬) গ্রন্থে হযরত কাসিম (রঃ)-কে "মদীনার সর্বাধিক মুত্তাক্বী ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছগণের অন্যতম ছিলেন" বলে মন্তব্য করেছেন (পৃঃ ৬৭)।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ, যিনি দ্বিতীয় উমর নামে প্রসিদ্ধ, যখন ৯৯ হিজরী/৭১৭ খৃষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হাদীছ সমূহের সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বিশেষতঃ উমাইয়া শাসকদের রাজতন্ত্রের ব্যবস্থাকে তাঁর ইসলামের শরীয়তী ব্যবস্থায় রূপান্তরীত করার সংকল্প, হাদীছের গুরুত্বের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে।

অতএব, এ উদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট এ বলে ফরমান জারী করেন ঃ "রাসূলুল্লাহর (ছঃ) হাদীছের

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রতি দৃষ্টি দাও এবং সংগ্রহ ও সংকলন কর। কেননা, আমি ইলমে হাদীছের ধারকদের এবং হাদীছ সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা করছি। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২-৬)।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ এর বর্ণনায়, তিনি আবু বকর ইবনে হাযমকে (যিনি মদীনার শাসক ছিলেন) পত্র লিখেন যেন হযরত আয়েশা (রঃ) এর বর্ণিত হাদীছ সমূহ এবং তাঁর ক্রোড়ে লালিত পালিত ও তাঁর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত 'আমরা' বর্ণিত হাদীছও লিপিবদ্ধ করে খলীফার নিকট পাঠানো হয়। ইমাম মালিকের (রঃ) বর্ণনা মতে, খলীফা, আবু বকর ইবনে হাযমকে, লিখেন ঃ হযরত আয়েশার ভ্রাতুস্পুত্র, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রঃ), যিনি পিতার নিহত হবার পর ফুফু আয়েশা (রঃ) এর নিকট লীলত পালিত হন, ও তাঁর নিকট থেকে হাদীছের গভীর জ্ঞান লাভ করেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছও যেন লিপিবদ্ধ করে পাঠান (ঐ, পৃঃ ৬)। এর ভিত্তিতেই দিকে দিকে হাদীছ সংগ্রহের রোল পড়ে যায়।

আরো উল্লেখ করা যায় যে, হযরত আবু বকর (রঃ) ও হযরত কাসিম (রঃ) যেমন শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম ছিলেন, অদ্রূপ তাঁদের বংশধারায় পুরুষের বংশে আবু নজীব সুহরাওয়ার্দী, শরীয়ত ও তরীকতের ইমাম ছিলেন এবং মেয়েদের বংশের প্রথম যুগে ইমাম জা'ফর ছাদিক, শরীয়ত ও তরীকত্বের ইমাম ছিলেন ও শেষ যুগে, আমাদের যুগে, হিজরী পনেরো শতকে/খৃষ্টীয় বিংশ শতকে, ইমাম জা'ফর ছাদিকের ছেলে আবু খালেদ এর বংশ ধারায়, হযরত আবুল ফযল সুলতান আহমদ মুজদ্দেদিয়া সুলতানিয়া তরীকার নূতন ব্যবস্থাপক বা ইমাম, অর্থাৎ ইমামুত্-তরীকা ছিলেন, যিনি বর্তমান যুগের সূফী সম্রাট আশেকে রাসূল নামে পরিচিত, মুহাম্মদী ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানকারী হযরত মাহবুবে খোদা দিওয়ানবগী (মদ্দাযিল্লহুল আলী) এর সম্মানিত পীর মুরশিদ ছিলেন। (উপরে ৩নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা বা তাছাওফ এর ক্ষেত্রে, সুলতানুল মশায়েখ হযরত আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রঃ) এর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, যিনি বর্তমান যুগের গ্রীয়মান নিরেট সূত্রগত শরীয়তের পন্থাকে, মানুষের ক্বালবের সান্নিধ্যে অনয়ন করে, প্রথমেই ক্বালবকে জাগিয়ে দিয়ে মা'রিফাতের উপর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করে, মুহাম্মদী ইসলামের পুনরুজ্জীবনের বিশ্বজনীন আন্দোলনের বীজ বপণ করেন।

(দ্রঃ (ক) দেওয়ানবাগ দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত ঃ ইমাম সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ (র) ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ২৫ ; (খ) তাঁর রচিত ঃ হাক্কুল ইয়াকীন, চন্দ্রপাড়া দরবার শরীফ, ফরিদপুর, ১৯৭৮ এবং (গ) মোহাম্মদী ইসলাম দেওয়ানবাগ, ঢাকা-১৯৯৫)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বংশধারার আদি প্রজন্মে অন্যান্য ব্যক্তিত্ব

ছিদ্দীকী বংশধারার আদি প্রজন্মের অন্য কয়েকজন দৃষ্টান্তমূলক ব্যক্তি হলেন ঃ (ক) হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) বড় মেয়ে হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রঃ), (খ) তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রঃ), (গ) হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের কনিষ্ঠ মেয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ), (ঘ) উরওয়া ইবনে যোবায়ের, যিনি হযরত আসমার (রঃ) ছেলে ছিলেন। তাদের বর্ণনা নিম্নে দেয়া গেলঃ

ক-হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রঃ)

আসমা বিনতে আবী বকর (রঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) জ্যৈষ্ঠাকন্যা। তাঁর মায়ের নাম কুতায়লা। ইসলামের আবির্ভাবের সময় তিনি বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন এবং প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করায়, তাঁকে 'সাবিকুনাল্ আওয়ানুল' অর্থাৎ অগ্রগামী মুসলিমদের দলভুক্ত করা হয়।

রাসূলুল্লাহর (ছঃ) হিজরত কালে, হযরত আবু বকরের (রঃ) গৃহ থেকে রওনা দেওয়ার সময়, তিনি খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় তৈরী করে, নিজের কোমরবন্দের কাপড় দুই টুকরো করে, এগুলি বেঁধে দেন বলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তাঁকে 'যুন-নিতাকাইন' উপাধি প্রদান করেন।

তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (ছঃ) বিবি খাদিজার (রঃ) চাচাতো ভাই যুবায়ের ইবনুল-আওয়াম (রঃ) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। রাসূলুল্লাহর (ছঃ) হিজরতের কিছু দিন পরে তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন এবং কুবায় অবস্থান করেন। সেখানে হিজরতের প্রথম বছরে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ) এর জন্ম হয়।

তিনি মেজাযে কিছুটা রুক্ষ ছিলেন বিধায় তাঁর স্বামীর সাথে বেশী দিন সংসার করতে পারেননি। স্বামী তাঁকে তালাক দিলে পরে তিনি ছেলে আবদুল্লাহর সাথে অবস্থান করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রঃ) শাহাদত, তাঁর জীবনে বিষাদপূর্ণ ঘটনা ছিল। উমাইয়া বংশের রাজতন্ত্রী, অত্যাচারপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা, তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সুফিয়ানী বংশের পতনের পর মারওয়ান বিন হাকাম খিলাফতের রজ্জু পাকড়িয়ে ধরেন। তবে তাঁর ইন্তেকালের সময় উমাইয়াদের ক্ষমতা কেবল

সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সিরিয়ার বাইরে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব ছিল হযরত আবদুল্লাহর (রঃ) আয়ত্তাধিন। কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে একের পর এক হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে। অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হিজাযে পাঠানো হল। হিজরী ২৭ সনে তাঁর হাতে মক্কা নগরী অবরুদ্ধ হলে, তাঁর কঠোরতা বরদাস্ত করতে না পেরে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (রঃ) দলীয় লোকজন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে হাজ্জাজের আশ্রয় প্রার্থী হয়। এ দুঃসহ অবস্থায় আবদুল্লাহ তাঁর মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "মাত্র কয়েকজন সঙ্গী আমার হাতে রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আত্মসমর্পণ করলে তাদের নিরাপত্তা লাভ করা যাবে।"

উত্তরে হযরত আসমা (রঃ) বললেন, "তুমি যে রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছ তা যদি দুনিয়ার জন্য করে থাকো, তবে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট দুনিয়াতে আর কেহ নাই।'

আবদুল্লাহ (রঃ) বললেনঃ "আমি যা কিছু করেছি দ্বীনের জন্যই করেছি। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, আমি নিহত হলে সিরিয়াবাসী আমার লাশের অবমাননা করবে।"

আসমা বললেনঃ "কোন ক্ষতি নাই। সঠিক দ্বীনের উপরই কায়েম থেকো।"

এরপর তিনি ছেলেকে আলিঙ্গন করলেন, সাহস দিলেন এবং দোওয়া করলেন। হযরত আবদুল্লাহ শাহাদত বরণ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত তাঁর লাশ শূলে লটকানো হলো। হযরত আসমা (রঃ) অতিশয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এ দৃশ্য দেখেন। কয়েকদিন পরেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

তিনি এতই সাহসী ও আত্মসম্ভ্রমশীলা ছিলেন যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নানা প্রকার হুমকি দিয়েও তাকে সাক্ষাৎ করাতে ব্যর্থ হয়ে, অবশেষে নিজে গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন এবং আবদুল্লাহ সম্পর্কে অশালীন কথা বলেন। তিনি তার যথোপযুক্ত উত্তর দেন।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, উদারচিত্ত ও অল্পে তুষ্ট স্বভাবের ছিলেন। তিনি ধন বিতরণ করে, দ্রারিদ্রতাকে হাঁসিমুখে বরণ করতেন। তিনি হযরত আয়েশার (রঃ) একখণ্ড তৃণভূমি লাভ করলে, উহা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করে সমূদয় অর্থ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বোখারী ও মুসলিম হাদীছ গ্রন্থদ্বয়ে, তাঁর বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীছ বিদ্যমান আছে (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৪-২৫)।

Chunati.com

খ-আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ)

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রঃ), হযরত আবু বকর (রঃ) এর কন্যা আসমার (রঃ) পুত্র। তিনি হিজরতের প্রথম বছর কুবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে পিতার সাথে ইয়ারমুক এর যুদ্ধে (হিঃ ১৫/৬৩৬ খৃঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পিতা মিশরে আমর ইবনুল আ'স (রঃ) এর বাহিনীতে যোগদান করলে, তিনিও পিতার সাথী হন (১৯/৬৪০)।

তিনি আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ এর সঙ্গে বায়যান্টাইন ও আফ্রিকার অভিযানেও যোগদান করেন (২৬-২৭/৬৪৭)। তিনি সাঈদ ইবনুল আস এর সঙ্গে উত্তর পারস্য অভিযানেও যোগদান করেন (২৯-৩০/৬৫০)।

কুরআন মজীদ সংগ্রহের কাজে অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে হযরত উছমান (রঃ) তাঁকে নিয়োগ করেন।

হযরত উছমানের শাহাদাতের পর তিনি তাঁর পিতার ও খালা হযরত আয়েশার (রঃ) সাথে বছরা গমন করেন এবং 'উষ্ট্রের যুদ্ধে' হযরত আলীর (রঃ) বিপক্ষে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন (৩৬/৬৫৬)। যুদ্ধের পর তিনি হযরত আয়েশা (রঃ) সহ মদীনায় ফিরে আসেন। এরপরে তিনি এসব গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

হযরত মুয়াবিয়ার (রঃ) খিলাফত কালে তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ইয়াজীদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেন (৬০/৬৮০)।

তিনিও হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রঃ) ইয়াজীদের হাতে 'বায়আত' করতে অস্বীকার করার পর, মারওয়ানের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মদীনা থেকে উভয়ই মক্কায় চলে যান। হযরত হুসাইন (রঃ) এর কারবালায় নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার পর, তিনি খিলাফতের দাবীদার হিসাবে সমর্থন সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য আমরের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরিত হলে আমর পরাজিত ও নিহত হয় (৬১/৬৮১)।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ঘোষণা করেন যে ইয়াজীদকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মদীনার আনছারগণ তাঁর অনুসারী হয়।

ইয়াজীদ মুসলিম ইবনে উকবা-র অধীনে এক দুর্ধর্ষ সিরীয় বাহিনী মদীনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। এই বাহিনী হাররাহ্‌র মর্মান্তিক যুদ্ধে মদীনাবাসীকে পরাজিত করে (৬৩/৬৮৩), মদীনায় প্রবেশ করে, গণহত্যার তান্ডব লীলায় মত্ত হয়।

মদীনার লোমহর্ষক গণহত্যা ও অকথ্য অনাচারের পরপরই মুসলিম বিন উকবার

Chunati.com

মৃত্যু ঘটে। অতঃপর সিরীয় বাহিনী মক্কার দিকে অভিযান করে ৬৪ হিজরী/৬৮৩ খৃস্টাব্দে মক্কা অবরোধ করে। এই অবরোধ ৬৪ দিন স্থায়ী হয়। কিন্তু ইত্যবসরে ইয়াজীদের মৃত্যু হলে, অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়।

এরূপ গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের নিজেকে খলীফা বা আমীরুল মু'মিনীন বলে ঘোষণা করেন। সিরীয়ার উমাইয়া-বিরোধীগণ এবং মিশর, দক্ষিণ আরব, কুফা ও খোরাসানের অধিবাসীগণ তাকে খলীফা রূপে বরণ করে নেয়।

অন্যদিকে আবদুল মালিক (উমাইয়া খলীফা) ইরাক জয় করার পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে মক্কাভিমুখে প্রেরণ করেন। হাজ্জাজ মক্কা অবরোধ করে। ফলে, ছয় মাসাধিক অবরুদ্ধ থাকার পর আবদুল্লাহ ইবনু-য-যুবায়ের (রঃ) তাঁর মায়ের পরামর্শে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে বীরদর্পে শাহাদত বরণ করেন (৭৩/৬৯২)। তাঁর লাশ তিন দিন শূলীতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। অতঃপর খলীফা আবদুল মালিকের আদেশে, লাশ তাঁর মায়ের হাতে সমর্পণ করা হয়। মা আসমা (রঃ) তাঁর লাশ মদীনায় সাফিয়ার গৃহে দাফন করেন (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা., ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৯৫)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

গ-উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ)

ছিদ্দীকী বংশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের শিরোপা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ)। সম্ভবতঃ রাসূল মকবুল (ছঃ) এর নবুয়তের ১ম বছরে তার জন্ম হয়েছিল। তাঁর জন্ম সন নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে বিধায়, বিশ্ব বরেণ্য ঐতিহাসিক ও হাদীছ শাস্ত্রজ্ঞ ইবনে হাযর তথ্য তত্ত্ব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করেন যে, নবুয়তের ১০ সালে তাঁর বয়স কমপক্ষে ৯ বছর ছিল। অতএব, ৯ বছর বয়সে তাঁর সাথে নবী করীম (ছঃ) আক্দ হয়েছিল (দ্রঃ *ইসাবা*, উদ্ধৃতি আহমদ মনসুর ঃ *বহু বিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (ছঃ)*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃঃ ২১২-১৩)।

আর তিনি হযরত ফাতিমা (রঃ) থেকে ৫ বছরের ছোট ছিলেন এবং হযরত আলীর (রঃ) সাথে হযরত ফাতিমা (রঃ) এর শাদী মোবারক তাঁর ১৮ বছর বয়সে হিজরীর দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়। এ হিসাবে হিজরীর দ্বিতীয় সনে বিবি আয়েশার রুসুমাত অর্থাৎ ঘরে তুলে নেয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ বছর। অন্যান্য যুক্তি প্রমাণ থেকেও এ হিসাবটি সঠিক প্রতীয়মান হয় (ঐ, পৃঃ ২১৩-১৪)।

আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম মরহুম মুফতী আমীমুল ইহসান ছাহেবের ভাষায় ঃ "উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) ৬৫ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ২,২১০ টি। তিনি হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের কন্যা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) তাকে বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। হিজরীর দ্বিতীয় বর্ষের শাওয়াল মাসে তিনি বয়োপ্রাপ্তা হন। নয় বছর বয়সে হুযুরের (ছঃ) সাথে তিনি ঘর সংসার করেন। তাঁর ১৮ বছর বয়স কালে হুযুর (ছঃ) ইন্তেকার করেন (তবে উপরের হিসাব অনুযায়ী ১৩ বছর বয়সে তার রুমুসাত হয় এবং তিনি ঘর সংসার আরম্ভ করেন)।

উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (ছঃ) নিকট তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়। তিনি একাধারে ছিলেন অন্যতম ফকিহা, আলিমা ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

অসংখ্য হাদীছ বর্ণনাসহ যুদ্ধের বিবরণ প্রদানে তিনি ছিলেন সুনিপুনা। কবিতা আবৃত্তি ও কবিতা রচনায় তার দক্ষতা ছিল অতি চমৎকার।

মুসনদে আহমদ-এ ২৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁর থেকে বর্ণিত রেওয়ায়তগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হুযুর আকরম (ছঃ) এর ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁর বর্ণনাই অধিক নির্ভরযোগ্য ও গ্রহনীয়।

অসংখ্য ছাহাবা ও তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাগিনা

Chunati.com

উরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদই তাঁর থেকে বেশী রেওয়ায়ত করেছেন। হিজরী ৫৭ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন (*হাদীছ সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৪১১ হিঃ পৃঃ ১৩-১৪)।

আয়েশা মানে সাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনকারী মহিলা। সৎচরিত্রা অর্থেও ইহার ব্যবহার হয়। তাঁর জীবনের চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এ নামের সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল। বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ অভিযানের সময় তা ঘটে (বিস্তারিত বর্ণনা পর আসছে)। তাঁর উপাধি ছিল ছিদ্দীকা; কেননা, তিনি হযরত আবু বকর আছ-ছিদ্দীকের বংশধর ছিলেন। ছিদ্দীক ও ছিদ্দীকা মানে 'সত্যবাদী।' তাঁকে 'হোমায়রা'ও ডাকা হতো; এর অর্থ হল সুন্দর, সাবলীল। তিনি সুন্দর, সুশ্রী, লম্বা-চওড়া ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল যায়নব, উপনাম উম্মে রুমান।

তার স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁর পিতার সাথে সাথে আবৃত্তি করে তিন/চার হাজার কবিতা ও কসিদা কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। পিতার পবিত্র সংসর্গে ছোটবেলা থেকেই তাঁর আচার ব্যবহার, আদব-কায়দা, চাল-চলন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, দান-খয়রাত এবং অতিথি পরায়নতা ও কথা-বার্তা সবই ছিল পিতার আদর্শে আদর্শিক, সুন্দর এবং মনমুগ্ধকর। তার বাল্যকালের এ সুন্দর আচরণ ও শিক্ষা, পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর সংস্পর্শে পূর্ণ বিকশিত হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলে, মুসলিম জগতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমা এবং সর্বযুগের নারীত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে পরিগণিত হন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নবী করীম (ছঃ) এর পঞ্চাশ-উর্ধ পূর্ণ প্রৌড় বয়সে, নয়/দশ বছরের কচি বয়সী বিবি আয়েশার (রঃ) সাথে বিবাহ সম্পাদন, হযরত আবু বকরের (রঃ) উদগ্র বাসনা ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল। বিবি খাদীজার (রঃ) ইন্তেকালোত্তর নবীর মানসিক ও পারিবারিক নিঃসর্গতার যাতনা থেকে নবীকে বিমুক্ত করার মানসে এবং নবী কন্যা বিবি ফাতিমা (রঃ) এর সাম্প্রতিক বিয়ের দরুন নবীর সংসারের শূণ্যতার অবসান ঘটিয়ে নিয়ম শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) বাসনা, এ বৈবাহিক সম্পর্কের সূচনা করে। এরূপ কচি বয়সেও আরব্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিতে বিবি আয়েশা বাগদত্তা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রঃ) নিজ পিতা আবু কুহাফার (রঃ) অনুমতি নিয়ে বাগদান রহিত করে, এ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। আর অন্যদিকে *বোখারী শরীফে* হযরত আয়েশা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছে বলা হয়েছে যে, "নবী করীম (ছঃ)

Chunati.com

তাঁকে বলেনঃ দুইবার তোমাকে, আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম তুমি একটি রেশমী বস্ত্রের মধ্যে আবৃত এবং আমাকে বলছে ঃ ইনি আপনার স্ত্রী; তাঁর ঘোমটা সারান; আমি দেখলাম ঃ তুমি! তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কার্যকরী করবেন (*বহুবিবাহ*, পৃঃ ২০৯, উদ্ধৃতি বোখারী, ষষ্ঠ খং, ই. ফা. ১৯৯১, পৃঃ ৩৭৪, হাদীছ নং ৩৬০৪)।

এ বিয়ের মাধ্যমে (ক) বাগদান রীতির গুরুত্ব রহিত করা হয়; (খ) ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে সরাসরি পংতিতে, যথা পিতা-মাতাসহ উপর দিকে এবং ছেলে-মেয়েসহ নীচের দিকে সম্পর্কের সীমারেখার মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ রেখে, অন্যান্য দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ চালু করার প্রক্রিয়া ইসলামী রীতিতে বৈধকরণ; (গ) যৌতুকের বদলে স্বামীর পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মোহরানার প্রবর্তন (বিবি আয়েশার জন্য ৫০০ দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয় এবং সাথে সাথে আদায়ও করা হয়); (ঘ) আল্লাহর রাসূল (ছঃ) নারী জাতির শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিধবাদেরকে শাদী করে যে নারীত্বের শিক্ষাগার স্বীয় হুজরায় তৈরী করেছিলেন, তাতে ১০ বছর থেকে ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত, একটি অসাধারণ মেধা সম্পন্ন আদর্শ নারী জীবনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার কাজে আল্লাহর রাসূল (ছঃ) তাঁকে নিয়োজিত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (ছঃ) ব্যক্তি জীবনের অত্যন্ত গোপনীয় পর্যায়সমেত আল্লাহর রাসূলের ২২১১ টি দৃষ্টান্তমূলক আচরণের বর্ণনাযুক্ত হাদীছ রেওয়ায়ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন হাদীছবেত্তাদের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম সংখ্যক হাদীছের বর্ণনাকারী (*হাদীছ সংকলনের ইতিহাস*, পৃঃ ১৩); এবং কারো কারো মতে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কিত নির্দেশনাবলীর এক চতুর্থাংশের বর্ণনাকারী (*বহুবিবাহ*, পৃঃ ২১৬)। তিনি বিবাহের কারণে আল্লাহর রাসূলের একান্ত সান্নিধ্যে থাকার ফলে, এত অজস্র সংখ্যক হাদীছ বয়ান করতে সক্ষম হন।

হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ লেপনের ঘটনা

৬২৮ খৃষ্টাব্দে বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (ছঃ) জিহাদ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলে, তাঁর গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী তিনি কোর্‌রা বা লটারী করে কোন বিবি সাথে যাবেন তা নিরূপণ করেন। তাতে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রঃ) নাম ওঠে। অতএব, হযরত আয়েশাই এতে হুযুর আক্রমের (ছঃ) সফর সঙ্গী হন। অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে নবী করীম (ছঃ) এক মনযিলে তাবু ফেলেন। রাত্রের শেষভাগে সেখান থেকে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু

Chunati.com

করা হয়। হযরত আয়েশা (রঃ) বলেনঃ "আমি নিদ্রা থেকে উঠে ইস্তিঞ্জার জন্য উটের হাওদা থেকে নেমে বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের জায়গার নিকটে আসতেই মনে হল আমার গলার হার ছিড়ে কোথায়ও পড়ে গেছে। আমি তা খুজতে লাগলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল রওনা হওয়ার সময় আমি আমার হাওদায় (পালকী) বসে যেতাম। আর চার জন লোক তা তুলে উঠের পিঠের উপর বেঁধে দিত। এ সময় খাদ্যের অভাব হেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হালকা ভারহীন। আমার হাওদাটি তোলার সময় লোকেরা টেরই পেলনা যে আমি হাওদার মধ্যে নেই। তারা আমার অজ্ঞাতসারে হাওদা উটের পিঠে তুলে রওনা হয়ে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ফলে আমি আমার গায়ের চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে সেখানেই বসে পড়লাম। আর চিন্তা করতে লাগলাম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যখন লোকেরা আমাকে দেখতে পাবেনা, তখন তারা আমাকে তালাশ করতে নিজেরাই ফিরে আসবে। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালবেলা ছাহাবী ছাফওয়ান ইবনে মুআত্তিল (রঃ) কাফেলার পরিত্যক্ত জিনিষ সংগ্রহ করার জন্য অকুস্থলে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা পর্দার আয়াত নাজিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছেন। আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সাথে তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হল ঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেয়ুন। রসূলুল্লাহর বিবি এখানে রয়ে গেছেন।" এ শব্দ কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে চাদর দিয়ে মুখ ঢেলে ফেললাম। তিনি আমার সাথে কোন কথা না বলে তাঁর উট এনে আমার সামনে বসিয়ে দিলেন, আর নিজে দূরে দাঁড়ায়ে থাকলেন। আমি উটের উপর উঠে বসলাম আর তিনি লাগাম ধরে হেঁটে রওনা হলেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরে ফেললাম" (ঐ, পৃঃ ২১৭, উদ্ধৃতি *তাফহীমুল কুরআন*, ৯ম খণ্ড, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ৬৮-৭০)।

মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার দিয়ে মদীনাবাসীদের নিকট বলতে লাগল ঃ "আল্লাহর কসম, এ মেয়ে লোকটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে এসেছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।"

এমনিভাবে সকল মুনাফেকরা হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রঃ) পবিত্র চরিত্রের

উপর অপবাদ ছড়াতে লেগে যায়, যা শুনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এবং সচরাচর মেয়েদের বেলায় যা ঘটে থাকে, এ জঘন্য অপবাদটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে খোদ হযরত আয়েশার (রঃ) কানে আসে। তাতে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং পীড়িত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় কিছু দিনের জন্য তাঁকে পৃত্রালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ মিথ্যা অপবাদে তাঁর মর্মবেদনা ও শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দুঃসহ অবস্থায় প্রায় এক মাস কেটে যায়। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) হযরত আবু বকরের (রঃ) ঘরে পদার্পণ করে, হযরত আয়েশার (রঃ) শর্য্যাপাশে উপবেশন করে--প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ "আয়েশা! যা শুনেছি তা যদি সত্য হয়, আপনি যদি দোষী হন, অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করুন, আল্লাহ কবুল করবেন। আর যদি মিথ্যা হয়, আপনার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে আয়াত নাজিল হবে।"

হযরত আয়েশা বললেনঃ "যদি আমি আমার নির্দোষিতা ও পবিত্রতা দাবী করি, কে তা বিশ্বাস করবে? আমার অবস্থা হযরত ইউসুফের (আঃ) পিতার মত।" অর্থাৎ তিনি পুত্র হারা হয়ে বলেছিলেন ঃ ফা-ছাবরুন জামীল--অর্থাৎ ধৈর্য্যই উত্তম।

সেইক্ষণে আল্লাহর ওয়াহী নাযিল হবার আলামত দেখা দিল। রসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারা মুবারকে ভাবান্তর ঘটল। তাঁর ললাট মুবারক ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো। আল্লাহর রাসূল (ছঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার নির্দোষিতা সম্পর্কিত আয়াত আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

"নিশ্চয় যারা অপবাদ আনয়ন করেছে তারা তোমাদেরই একদল। ইহাকে তোমাদের জন্য অকল্যাণের বলে গণ্য করোনা; বরং এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। তারা (অতদ্বারা) যে দোষ-ত্রুটি-পাপ অর্জন করেছে, তা তাদের প্রত্যেকের ভাগে আবর্তিত হবে এবং যে উহাকে গুরুতর রূপ দান করেছে, তার জন্য গুরুতর শাস্তি অবধারিত।"

"কেন (?), যখন তোমরা ইহা শ্রবণ করলে (ওহে) ঈমানদার পুরুষগণ ও (ঈমানদার) মহিলাগণ! নিজেদের সম্বন্ধে কেন সৎচিন্তা করলেনা এবং (কেন?) বললে না ঃ ইহা স্পষ্ট অপবাদ! কেন তারা হাজির করল না এর উপর চারজন সাক্ষী? (যেরূপে ক্ষণকাল পূর্বে অত্র সূরায় ৪ নং আয়াতে বিধান দেয়া হয়েছে।) অতএব, তারা বিধিবদ্ধ সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে সমর্থ হয়নি। সেহেতু তারা আল্লাহর নিকটে সবাই মিথ্যাবাদী" (সূরা আন-নূর ২৪ঃ ১১-১৩)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সূরা নূরের ১১ থেকে ২০নং আয়াতগুলি হযরত আয়েশার (রঃ) চরিত্রের বিশুদ্ধতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে নাযিল হয় এবং তাঁর এ সফরে সংঘটিত ঘটনাকে উপলক্ষ করে এবং যাঁচাই বাছাইকৃত তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্তমূলে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে অনেকগুলি বাস্তবতা ভিত্তিক কল্যাণকর উপদেশ প্রদান করেন। বলা হল ঃ "তোমরা যখন ইহা তোমাদের জিহ্বায় আওড়াচ্ছিলে এবং তোমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছিলে, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন কিছু জানা ছিলনা; আর তোমরা ইহাকে সহজ মনে করছিলে, কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর! কেন তোমরা (?) যখন তা শ্রবণ করলে, (কেন?) বললেনা ঃ আমাদের ইহা এরূপে বলা কিছুতেই শোভা পায় না! আল্লাহর পবিত্রতার শপথ! ইহা তো একটি ভয়ংকর অপবাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ এরূপ যেন তোমরা পুনরায় কস্মিনকালেও না করে বসো--যদি তোমরা (সত্যিকারের) ঈমানদার হয়ে থাকো! আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাদি বর্ণনা করছেন; অবশ্যই আল্লাহ মহাজ্ঞানী মহান বিচারক" (সূরা আন্-নূর ১৫-১৭ আয়াত)।

হযরত আয়েশার (রঃ) এই ঘটনাকে দৃষ্টান্তমূলক ভাবে উপলক্ষ করে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধিক দুর্বলতম বিন্দু : কুৎসা রটনা ও অপবাদ লেপনের ব্যাপারে পূর্বে ৪নং আয়াতে অবতীর্ণ কঠোর শাস্তির বিধান, যথা-চারজন চাক্ষুস-দেখা সাক্ষীর দ্বারা প্রমান করতে অসমর্থ হলে অপবাদ প্রচার কারীর উপর আবর্তিত ৮০ দোররা বেত্রাঘাতের শাস্তির বিধান, কর্যাকরী করা হয়। এটা নারীদের মর্যাদার উন্নতি বিধান ও নারীত্বের সম্মান দৃঢ়ভাবে সংরক্ষনের ক্ষেত্রে ছিল ঐতিহাসিক ও বিপ্লবাত্মক সমাজ সংস্কার জনিত পদক্ষেপ।

তায়ামুমের হুকুম

এ অপবাদের ঘটনার তিন/চার মাস পরে ৫ম হিজরীর যুল-কাআদা মাসে যাত-উল-জায়েশ নামক স্থানের দিকে আর একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এতেও হযরত আয়েশা (রঃ) হুযুর আকরাম (ছঃ) এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এখানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে বিজয় লাভ করে মদীনায় ফেরার সময় হযরত আয়েশার (রাঃ) ঐ একই গলার হার পুনরায় বিচ্যুত হয়। তিনি রাতের প্রায় শেষ প্রান্তে তা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে জানালে, হুযুর আকরম (ছঃ) কাফেলা দাড় করান। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে কোথায়ও পানি ছিলনা। আবার এদিকে ফজরের সালাতের সময় প্রায় উপস্থিত। ওয়াযু-গোছল করার জন্য বাহিনীর লোকজন অস্থির হয়ে হযরত আবু বকরের (রঃ)

Chunati.com
Pioneer in village based website

নিকট বিষয়টি বর্ণনা করে। তারা বলে ঃ "উম্মুল মু'মিনীন আমাদেরকে এ মুছিবতে ফেলেছেন: আমরা এখন পানি কোথায় পাই?"

হযরত আবু বকর (রঃ) রাসূলুল্লাহর তাঁবুতে গিয়ে দেখলেন হুযুর (ছঃ) হযরত আয়েশার (রঃ) দুই হাটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি ক্রোধে কন্যাকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ তুমি আবার কি বিপদ ডাকছো? তাই বলে তিনি কন্যাকে দু -এক ঘা লাগিয়ে ছিলেন। হুযুরের ঘুমের ব্যাঘাত হবার ভয়ে হযরত আয়েশা কিছুই বললেন না, নড়াচড়াও করলেন না।

তবে ফজরের পূর্বেই হুযুর আকরম (ছঃ) জাগ্রত হলেন এবং পানির অভাবের কথা এবং হযরত আবু বকরের (রঃ) তিরস্কার ও কিল-চড়ের কথা অবগত হলেন। তখন আল্লাহ, সোবহানহু ওয়া তা'আলা, পানির অভাব পূরণ করার বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন ঃ

"আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা প্রবাসে থাক, এমত অবস্থায় যদি তোমরা কেউ বাহ্য-প্রস্রাব করে থাকো অথবা স্বামী-স্ত্রীর সহবাসে লিপ্ত হও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; অতঃপর উহা দ্বারা মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাছেহ কর।" অর্থাৎ পানি পাওয়া না গেলে, মাটির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর।

সুতরাং হযরত আয়েশা ছিদ্দীকার (রঃ) বদৌলতে যেমন ইসলামের শান্তি ছায়া প্রাপ্ত নারী সমাজ বিশ্বজোড়া সর্বোচ্চ সম্ভ্রম রক্ষার নিরাপত্তার বিধান প্রাপ্ত হল, তেমনি মুসলিম নারী-পুরুষ ওয়াযু-গোছলের জরুরী বিকল্প হিসাবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের ব্যবস্থাও লাভ করল।

রাসূলুল্লাহর নিকট হযরত আয়েশার গল্প বলা

একদা হযরত আয়েশা (রঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে গল্প শুনালেন। তিনি বললেন ঃ "এক স্থানে বসে কয়েকজন মহিলা গল্প সল্প করছিল। তাদের একজন বলল ঃ "এসো আমরা নিজেদের স্বামীর কথা পরস্পরকে শুনাই।" এতে সবাই সায় দিল।

প্রথম জন বললঃ "আমার স্বামী পর্বত-শৃংগে অবস্থিত উটের মাংসের ন্যায়। সমতল নয় যে, তা আহরণ করতে কেউ এগিয়ে যাবে অথবা মাংসও তেমন ভাল নয় যে, কেউ উহা ঘ'র আনতে চাইবে।"

দ্বিতীয় জন বলল ঃ "আমার স্বামীর কাহিনী অনেক লম্বা, তা বলে শেষ করা যাবেনা এবং প্রকাশ পেলে অনেক গোপন কথা ফাঁস হবার আশংকা আছে।"

"তৃতীয় জন বললঃ "আমার স্বামী ভারী কড়া মেজাযের লোক। তাঁর সম্বন্ধে

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমার কিছু না বলাই ভাল। কেননা, সে জানতে পারলে হয়ত আমাকে তালাকই দিয়ে দিবে।"

চতুর্থজন বলল ঃ "আমার অবস্থা এই যে, আমাকে তোমরা বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা দুটাই মনে করতে পার। আমার স্বামী আরবদেশের রাত্রির ন্যায়, না তপ্ত-না-ঠান্ডা। ভয়েরও কিছু নাই, কষ্টেরও কিছু নাই।"

পঞ্চম সাথী বল্‌ল ঃ "আমার স্বামী ঘরে বাঘ আর বাইরে সিংহ। কছম করে কিছুই বলার সাধ্য নাই।"

ষষ্ঠ সাথী বল্‌ল ঃ "আমার স্বামী যেমন পেটুক তেমনি স্বার্থপর। খাবার যা পায় সবই খেয়ে উজাড় করে। আর শোবার কালে কম্বল-চাদর একাই গায়ে মুড়ি দেয়।"

সপ্তম সাথী বল্‌ল ঃ "আমি এক বোকা ও নামরদ স্বামীর ঘর করি। সে ঘরের আসবাবপত্র সব ভেঙ্গে চুরে তছ্‌নছ্‌ করে ছাড়ে। আর খেয়াল খুশী মত আমাকে মারধর করতেও কুণ্ঠিত হয় না।"

অষ্টম সাথী বল্‌ল ঃ "আমার স্বামী খরগোশের ন্যায়, অতি কোমল তার স্বাভাব এবং ফুলের মত গায়ের সুগন্ধি।"

নবম জন বল্‌ল ঃ "আমার স্বামী বড় ধনী, দানশীল ও বীরদর্প।"

দশম জন বল্‌ল ঃ আমার স্বামী ধনবান। তার সংসারে অভাব নাই।"

একাদশ সাথী বল্‌ল ঃ "আমার স্বামীর নাম আবু যর (ঐশ্বর্যের পিতা)। তিনি আমাকে বেশভূষা ও অলংকারে সাজিয়ে রাখেন। আমাকে আনন্দে উৎফুল্ল ও কৌতুকে মাতিয়ে রাখেন। গরু-মহিষ ও ঘোড়া-উঠের হাঁকডাকে তাঁর বসতবাটী কোলাহল মুখর। আমার তাবেদারীতে দাস-দাসী চাকর নকর সর্বদা নিয়োজিত থাকে। তাঁর সন্তান-সন্ততি সুন্দর সুশ্রী। সবার কাছে আমি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্রী। ঘরের কথা কক্ষনো বাইরে যায় না। সবাই ঘরদোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ময়লা-আবর্জনা মুক্ত থাকে তাঁর ঘরানা পরিবেশ।"

আল্লাহর রাসূল (ছঃ) হযরত আয়েশার কচি মুখের গল্প ধৈর্যের সাথে শুনলেন এবং বললেন ঃ "আমি তোমার সাথে আবু যরের মতই ব্যবহার করব।"

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

হযরত আয়েশার কৃতিত্ব

রসূলুল্লাহর (ছঃ) সাথে হযরত আয়েশার (রঃ) সম্পর্ক বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কিশোর বয়সে কাপড়ের টুকরা দিয়ে খেলার পুতুল বানাতে, যৌবনকালে দফ বা বাদ্যযন্ত্রের সংযোগে গানের আসর করতে, এমনকি দোলনায় চড়ে খেলা করতে তাঁকে হুযুর (ছঃ) বাধা দেননি। এমনকি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা দিয়ে হেরে যেতেও আল্লাহর রাসূল কুণ্ঠা বোধ করেননি। তদুপরি হযরত আয়েশা সুন্দর কবিতা রচনা করে বলেন ঃ মানুষের জন্য ভোরে সূর্য উদয় হয়; আর আমার সূর্য রাত্রে উদিত হয়।

ইসলাম ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আমরা হযরত আয়েশার (রঃ) নিকট থেকে পেয়েছি। হাদীছের গ্রন্থ *ইবনে মাজ্জায়* বর্ণিত আছে যে, আম্মাজন হযরত আয়েশা (রঃ) বলেন, "আমি প্রশ্ন করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম, দেখুন! আমি যদি জেনে যাই, কোন রাত্রি ক্বদরের রাত্রি, তাতে আমি কি প্রার্থনা করব?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি বলবেঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফ্উন্ তুহিব্বুল-আ'ফওয়া ফা'আফু 'আন্নী"; অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি দয়াময় ক্ষমাশীলতার প্রতীক! তুমি দয়দ্র ক্ষমা ভালবাসো। অতএব, আমার দোষগুলি ক্ষমা করে দাও!"

শুধু লাইলতুল ক্বদরে নয়, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বক্ষণের জন্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দোওয়া। প্রত্যেক দিন এই দোওয়া খালিছ অন্তরে পড়া যায়।

তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো সুনিশ্চিত রূপে জানতে পারি যে, সবে ক্বদর রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রের বেজোড় তারিখে উপস্থিত হয়। *বোখারী-শরীফে* বর্ণিত একটি হাদীছে আম্মাজান আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা অনুসন্ধান করো, ক্বদরের রাত্রি, রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় তারিখ গুলিতে।"

আর একটি বাস্তব দৃষ্টান্তমূলক হাদীছে হযরত আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেন, "আল্লাহর রাসূল (ছঃ) ইরশাদ করেন, "কুরআনে যারা পাদরর্শী তাদের মর্যাদা পবিত্র বাণীর লিপিকার সম্মানিত ফেরেশ্তাদের পর্যায়ভুক্ত। আর যারা কষ্টকর প্রচেষ্টায় কুরআন পাঠ করে এবং তাতে চিন্তাধান্ধা করে ঠেকে ঠেকে অগ্রসর হয়, যা কষ্টসাধ্য, তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিফলের ব্যবস্থা রয়েছে।"

কতইনা সুন্দর কর্মপদ্ধতির নির্দেশনামা!

Chunati.com Pioneer in village based website

ঘ-হযরত উরওয়া ইবনুয-যুবায়ের

পূণ্যবতী হযরত আসমা বিনতে আবী বকরের (রঃ) দ্বিতীয় পুত্র হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের ২৩ থেকে ২৯ হিজরীর মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৯১ থেকে ৯৯ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন।

তিনি একাগ্রচিত্তে জ্ঞান অন্বেষণে মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে, রাজনীতি ও গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেন। তিনি খলীফা আবদুল মালিকের অনুরোধে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা বলির উপর একগুচ্ছ লিপিকা রচনা করেন।

তিনি খালা হযরত আয়েশার (রঃ) সাথে জীবনভর নিয়মিত সাক্ষাৎ করে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি মাতা, পিতা, খালা এবং হযরত আলী (রঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) এর নিকট থেকে বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ বয়ান করেন।

হাদীছ বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। ইলামী বিশ্বকোষের ভাষ্যে, তিনি ছিলেন সমকালীন সপ্তফুকাহার অন্যতম। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। তিনি সর্বপ্রথম *কিতাবুল মগাযী* নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের ইতিহাস রচনার সূচনা করেন। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ই. ফা. ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯৬-৯৯)

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

খান ছিদ্দীকী বংশের বিস্তার

উপরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, খান ছিদ্দীকী পরিবার আদিযুগে বিশ্বপ্রভু, বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিশুদ্ধ এককত্ববাদের মহান প্রচারক, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এবং বিবি হাজেরার (রঃ) পরিবার থেকে উত্থিত হয়ে মক্কানগরী কেন্দ্রিক উত্তর আরবের মরুভূমিতে বহুকাল বিচরণ করে, ইতিহাসের প্রাচীন যুগে আল্লাহ্র ঘর বা বায়তুল্লাহ্ নামে পরিচিত উপাসনালয়ের সম্মানিত রক্ষণাবেক্ষক পরিবার গোষ্ঠী হিসাবে, বণিক গোত্র, কুরায়েশ বংশ রূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে।

অতঃপর আরবদেশের জাহিলী অজ্ঞতার যুগ অতিক্রম করে, আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, মহানবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হিজরী পূর্ব ৫৩ সনে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে কুরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর ৪০ বছর বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রবর্তিত আল্লাহর বিশুদ্ধ এককত্ববাদের পুনরুজ্জীবনের অঙ্গীকার নিয়ে, যখন পবিত্র ইসলাম ধর্মের উন্মেষের মাধ্যমে অজ্ঞতার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ও ইসলামী যুগের সূচনা হয়, তখন খান-ছিদ্দীকী বংশের আদি পুরুষ, আল্লাহর রাসূলের (ছঃ) গোত্রীয় ভ্রাতা, হযরত আবু বকর, মহান রাসূলের আহবানে মুর্তিপূজা, ব্যক্তি পূজা, ভূত-প্রেত-দেব-দেবী পূজা, বৃক্ষপূজা, পাথর পূজা ইত্যাদি বর্জন করে একমাত্র মহাপ্রভু বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহকে পূজা করা ও মান্য করার ডাকে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাড়া দেন। আল্লাহর এককত্ববাদে মহানবীর চূড়ান্ত বক্তব্য 'আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই'- লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ-এর প্রচার ও প্রসারের সংগ্রামে, তাঁর আজীবন সহযোগী হিসাবে তিনি রাসূলের আপন বন্ধুরূপে

Chunati.com

পরিচিত হন; রাসূলের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসের জন্য তিনি 'ছিদ্দীক' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং প্রশ্নাতীত পুন্যময় জীবন যাপনের কারণে তাঁকে "জাহান্নাম বা নরকাগ্নি থেকে মুক্ত," তথা 'আল-আতীক' বলে ঘোষণা করা হয়। রাসূলের (ছঃ) অন্তর্ধানের পর তিনি প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন এবং 'খিলাফতের রাষ্ট্রনীতি'র সূচনা করেন।

তিনি খিলাফতের চত্বরে ধর্মদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদীদের সাথে ধর্মযুদ্ধ বা জিহাদ করে মুসলিম উম্মাহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমগ্র আরব জাতিকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেন।

তিনি সমেত এ বংশের ৮ প্রজন্ম আরব দেশে জীবন অতিবাহিত করেন। নবম থেকে ছাব্বিশতম পর্যন্ত ১৮ প্রজন্ম, বাগদাদ কেন্দ্রীক আব্বাসীয় খিলাফতের সান্নিধ্যে বসবাস করেন। সাতাশ ও আটাশ এর দুই প্রজন্ম পাঞ্জাবের লাহোর নগরীতে অবস্থান করেন। ঊনত্রিশ থেকে তেত্রিশতম পর্যন্ত ৫ প্রজন্ম সুলতানী বাঙ্গালার রাজধানী গৌড়ে অবস্থান করেন। অতঃপর চৌত্রিশতম প্রজন্ম মোঘল সাম্রাজ্যের সুবা বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহলে উপনীত হয়ে, পরবর্তীতে চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশতম প্রজন্ম বাঁশখালী এলাকার বাণীগ্রাম ও সাধনপুরে বসবাস করেন। অতঃপর সাঁয়ত্রিশতম থেকে বর্তমান পঁয়তাল্লিশতম পর্যন্ত নয় প্রজন্ম সাতকানিয়া-লোহাগাড়া এলাকার চুনতী গ্রামে অবস্থিত হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

উল্লেখ্য যে, এ বংশের নবম পুরুষ শেখ মোবারক হতে আমরা দেখতে পাই যে তারা বাগদাদ থেকে ক্রমে লাহোর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছেন। ২৯তম পুরুষ শাহ মুহাম্মদকে আমরা গৌড়ে অবস্থিত সৈয়দ বংশের সুলতান আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ) দরবারে সম্মানিত 'মদারুল মোহিম' উপাধি প্রাপ্ত সভাসদ রূপে দেখতে পাই।

সম্ভবতঃ এ সময় থেকে ছিদ্দিকী বংশটি খাঁ উপাধি ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে কেউ কেউ নামের পেছনে খাঁ ছিদ্দীকী অথবা কেবল সিদ্দীকী উপাধি ব্যবহার করে থাকেন।

খান ছিদ্দীকী বংশের কিংবদন্তী মূলে কথিত আছে, উপরোক্ত ৩৩তম পুরুষ শাহ মুহম্মদ তাহেরের পুত্র ৩৪ তম পুরুষ মওলানা হাফেজ খাঁ বাঙ্গালার মোঘল সুবাদার

Chunati.com

শাহজাদা শুজার পীর ছিলেন। তিনি খান মজলিশ উপাধি প্রাপ্ত হয়ে শাহ শুজার দরবারের অন্যতম সভাসদরূপে গণ্য হতেন। অধিকন্তু তিনি বিচার বিভাগীয় প্রধান বিচারপতি, কাযী-উল-কুযাত এর উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহা প্রতাপশালী দিল্লীর মোঘল সম্রাট শাহজাহানের জীবদ্দশায়, ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত, ২০ বছরকাল যুবরাজ শাহ শুজা বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। তাঁর সুশাসনে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় শান্তি শৃংখলা বিরাজ করে ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শাসন কার্যে সুদক্ষ হলেও, তিনি রাজনীতিতে কনিষ্ঠ ভাই আওরঙ্গজেবের মত বিচক্ষণ ছিলেন না। শাহজাহানের বৃদ্ধ বয়সে যখন চার শাহজাদা সিংহাসনের উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন শাহ শুজা আওরঙ্গজেবের সখ্যতার প্রস্তাব উপেক্ষা করে যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের খাজওয়া প্রান্তরে আওরঙ্গজেবের সম্মুখিন হলে, পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহলে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেবের সুবাদার মীর জুমলার দ্বারা পুনরায় রাজমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান রাজার আশ্রয় কামনা করেন। মাওলানা আবদুল হাকীম বিরচিত শজরাহ বা বংশ পরিচয় মূলে, জানা যায় যে, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শুজা যখন আরাকান অভিমুখে পলায়ন করছিলেন, তখন চট্টগ্রাম তাঁর পথে পড়ে। এ সময় তাঁর সাথে পরিবার পরিজন ও সাঙ্গপাঙ্গ ছাড়াও ৩০০০ মোঘল সৈনিক মওজুত ছিল। ১২ই মে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ পরিবার ও ২০০ অনুচর সঙ্গে নিয়ে পর্তুগীজ জাহাজে আরাকান রওনা হন। অবশিষ্ট অনুচর ও সৈনিকগণ স্থলপথে অগ্রসর হতে আদিষ্ট হয়।

উক্ত ২০০ অনুচরের মধ্যে ২২ জন অনুগামী ছিলেন আলেম ওলামা। তাঁর পীর মাওলানা হাফেজ খান মজলিসও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র ৩৫তম পুরুষ শাহ তৈয়ব উল্লাহ।

কথিত আছে যে, স্থলপথে অগ্রসরমান সৈন্য বাহিনী রামুতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেখানেই তাদের যাত্রার অবসান ঘটে। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান অভিমুখে চলার পথে তারা যে রাস্তার পত্তন করে, তাই আজকাল কক্সবাজার রোড বা আরাকান সড়ক নামে পরিচিত, যা বর্তমান বিশ্বরোডের অংশবিশেষ।

Chunati.com

সুদক্ষ সেনানায়ক ও বিচক্ষণ সুবাদার মীর জুমলা, সুবা বাঙ্গালাকে নিজ অধিকারভূক্ত করেন। তিনি পলায়নরত শাহ্ শুজাকে সমুদ্রপথে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হন। তাকে ফিরিয়ে আনার বা বন্দী করার উদ্যোগ থেকে বিরত থাকেন।

অপরদিকে শাহ্ শুজাকে জাহাজে মক্কা যাবার ব্যবস্থা করে দেয়ার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আরাকান রাজ তার মূল্যবান সম্পদাদি হস্তগত করার এবং তাঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাতে শাহ্ শুজা অসম্মতি জ্ঞাপন করায় আরাকান রাজ তাঁকে বন্দী করতে উদ্যত হন।

এরূপ দুর্বিসহ অবস্থায় আরাকানী রাজার মুসলিম প্রজাদের সাহায্যে, শাহ শুজা আরাকানের ক্ষমতা দখল করার প্রয়াস পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিকল্পনাটি ধরা পড়ে যায়। ফলে ভাগ্যহত যুবরাজ পেগুর দিকে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে অনুসরণ, পাকড়াও এবং হত্যা করা হয়। তাঁর পরিবারের সমস্ত সদস্যদেরকেও হত্যা করা হয়। এমনকি শাহ্ শুজার যে বড় কন্যাটি, রাজা বিয়ে করেছিলেন, অন্তঃসত্তা অবস্থায় তাকেও হত্যা করা হয়।

শজরাহ অনুযায়ী, ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আরাকান রাজার সাথে সংঘর্ষে শাহ শুজা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর যে ধড়পাকড় শুরু হয় তা থেকে আত্মরক্ষার্থে মাওলানা হাফেজ খান মজলিস চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার বাণীগ্রামে সরে আসেন। তখন বাণীগ্রামেই তিনি সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। তথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাণীগ্রামেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

বাণীগ্রাম শাখা

মওলানা হাফেজ খান মজলিসের পুত্র শাহ তৈয়ব উল্লাহ (৩৫তম পুরুষ)। শাহ তৈয়বের ৪ পুত্রঃ ১. শাহ আব্বাস ২. মাগন ৩. কমর ৪. ফরমান এবং কন্যাঃ আফিফা বিবি। শাহ আব্বাস আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় মগ্ন হন। মাগন ও কমর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন।

১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঘলদের চট্টগ্রাম দখলের পর শঙ্খনদী পর্যন্ত তাদের অধিকারভূক্ত হয়। সীমান্ত বরাবর আরাকানীদের হানা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অধিকন্তু আরাকান রাজা ছন্দ সুধম্মার (১৬৫২-১৬৮৪) মৃত্যুর পর আরাকান রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। তখন দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন বান্দরবানের বোহমং হারিও। আরাকানের অরাজকতার প্রেক্ষিতে তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে প্রবৃত্ত হন।

সম্ভবতঃ এ সুযোগে চট্টগ্রাম পাহাড়ী উপজাতিগুলি প্রবল হয়ে ওঠে এবং পাহাড় থেকে সমতলে অবতরণ করে দেশবাসীর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করে।

বাণীগ্রামের অভয় রায় চৌধুরী একটি বৃহৎ জমিদারীর পত্তন করেন। কথিত আছে যে, সে সময় পাহাড়ীয়া খুঁই উপজাতিরা বাণীগ্রামে নেমে এসে ভীষণ উৎপাত করতে আরম্ভ করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য জমিদারকে এক প্রতিরক্ষা বাহিনী পোষণ করতে হয়। মাগন ও কমর এদের সরদার নিযুক্ত হন। তাঁরা খুঁইদেরকে পর্যুদস্ত করে বারংবার বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। কিন্তু এক অতর্কিত আক্রমণে উভয় ভ্রাতাই নিহত হন।

(৩৬তম) আফিফা বিবির বিয়ে হয় দিলবাজ শাহ নামে এক স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

Chunati.com

(৩৬/৪) ফরমানের পুত্র (৩৭তম) শুকুর মুহম্মদ। তাঁর ও আফিফা বিবির বংশধরগণ বাণীগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করছে বলে ধারণা করা হয়।

শাহ আব্বাস (৩৬তম পুরুষ) এক শিশু পুত্র (৩৭তম), শেখ আবদুল্লাহ ওরফে পেটান খলীফাকে গৃহে রেখে হজ্জে গমন করেন। তৎকালে হজ্জের সফর বিশেষ কষ্টকর ও বিপদজনক ছিল। পথে মৃত্যুর আশংকায় তিনি চুনতী গ্রামের মিঞাজী পাড়া নিবাসী তাঁর বন্ধু নছরতুল্লাহ খোন্দাকারকে অথবা তাঁর বড় পুত্রকে অনুরোধ করে যান, গতিকে তিনি ফিরে আসতে না পারলে, তিনি যেন তাঁর শিশু পুত্রকে চুনতীতে এনে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করেন। (পরিশিষ্ট -এক দ্রঃ)।

আশংকাকে সত্যে পরিণত করে ফেরার পথে শাহ আব্বাস পাটনায় এন্তেকাল করেন। এদিকে ছুফী নছরতুল্লাহ খোন্দকারও এন্তেকাল করেন। কিন্তু তার সুযোগ্য পুত্র ছুফী শাহ শরীফ মিয়াজী, শাহ আব্বাসের অনুরোধ মোতাবেক বালক আবদুল্লাহর খোঁজ খবর নেন।

কথিত আছে যে, শাহ আব্বাসের এক কন্যা ছিল। তাঁর বংশধরেরা বাণীগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত থাকেন এবং তারা আব্বাসের বংশ বা আব্বাসের বাড়ী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

চুনতী শাখা

এদিকে প্রাক্তন সাতকানিয়া, অধুনা লোহাগাড়া থানার চুনতী গ্রামের শাহ নছরতুল্লাহ খোন্দকার ও শাহ শরীফ মিঞাজী, অত্র অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরা পিতাপুত্র সমভাবে জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন বিধায় স্থানীয় লোকেরা তাদের নাম ধরে ডাকা বেআদবী মনে করত এবং তাদের বড় মিরজী ও ছোট মিরজী অথবা বড় মিঞাজী ও ছোট মিঞাজী বলে ডাকত। এখনও এ নামেই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত মিরজীর মসজিদ এবং তাঁদের সমাধিস্থল জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত।

শাহ আব্বাসের ছেলের তদারকে, শাহ শরীফ মিঞাজী বাণীগ্রাম গমন করে বালক শেখ আবদুল্লাহকে চুনতী গ্রামে নিয়ে আসেন এবং শিক্ষা-দীক্ষায় কৃতবিদ্য হলে নিজ পরিবারের এক মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেন। তাতে খাঁ ছিদ্দীকী বংশের শেখ আবদুল্লাহর আবাসস্থল চুনতীতে স্থানান্তরিত হয়। চুনতীর মিরজীর মসজিদের পাহাড়ের দক্ষিণ পশ্চিম ঢালুতে তাঁর কবর আছে। তাতে একটি সিমেন্টের থাম গেড়ে দেয়া হয়েছে।

শেখ আবদুল্লাহর (৩৭তম পুরুষ) দুই পুত্র ১. ক্বারী আবদুর রহমান ২. মুহাম্মদ মুকীম। ক্বারী আবুদর রহমানের (৩৮তম পুরুষ) ক্বেরাত চুনতীকে এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র করে তুলে। শুক্রবার জুমআর নামাজে তাঁর ক্বেরাআত শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসত মানুষগণ। আট মাইল দূরবর্তী হারবাঙ্গ থেকে পর্য্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও আলেম ফাযেলের সমাগম হত। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বদা ব্যাপৃত

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

থাকতেন বলে লোকেরা তাকে ছুফী আবদুল রহমান নামে জানতেন। তিনি সাধারণ্যে মিরজী নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধর্মভিরুতা সম্পর্কে প্রবাদ আছেঃ "ফাড়া মিজ্‌জি, পাড়া ত'ন, ত মিজজি আবদুর রন।" অর্থাৎ অতি সাধারণ মিরজী, ছেড়া তহমান বা লুঙ্গী পরিহিত হলেও, তিনি আবদুল রহমান মিরজী। চুনতী মহিলা মাদ্রাসার পূর্ব দিকস্থ ঈদগাঁ মাঠের উত্তর পাশে তাঁর কবর। তাতে একটি সিমেন্টের খুঁটি গেড়ে দেয়া হয়েছে।

শেখ আবদুল্লাহর ২য় পুত্র মুহাম্মদ মুকীমের (৩৮/২তম) ছেলে আবদুল রশীদ (৩৯তম) তৎপুত্র হামীদুল্লাহ (৪০তম), কন্যা লম্যা।

ক্বারী আব্দুর রহমানের (৩৮/১তম পুরুষ) ৭ ছেলে, ১. আব্দুল আজীজ ২. মওলানা আবদুল হাকীম ৩. নাছির উদ্দীন খান বাহাদুর ৪.আব্দুল গফুর ৫. আব্দুল করীম ৬. আব্দুল বারী ৭. আব্দুস সত্তার এবং ২ কন্যা ১. ছমন খাতুন ২.জামাল হোস্‌নু।

মৌলবী আব্দুল গফুরের (৩৯/৪তম) ২ছেলে ১. আমীন ২. খলীলুল রহমান এবং ১ কন্যা আফিয়া।

মৌলবী আব্দুল করীমের (৩৯/৫ম) ১ মেয়ে রোশনী, তৎপুত্র মৌলবী আমিনুল্লাহ (বড় হাতিয়া)।

মৌলবী আব্দুর বারীর (৩৯/৬তম)ছেলে নুরুল্লাহ, যিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ফাজেল পাশ করেন।

মৌলবী আব্দুস সত্তারের (৩৯/৭তম) ২ ছেলে ১. হাবীবুল্লাহ ২. মৌলবী সয়ীদ (৪০/২ তম) কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন এবং কাযীর পদে বহাল হন।

মুছাম্মৎ ছমন খাতুনের ছেলে ১. মুন্সী আনোয়ার আলী ২. মুন্সী আব্দুর বারী (হারবাঙ্গ)। জমাল হোসনুর স্বামী লাল মুহাম্মদ দারোগ পিতা মোবারক আলী (ডিপুটী কালেক্টর)। তাঁর ছেলে আযম উল্লাহ খান (হারবাঙ্গ)। আজমুল্লাহ্ খান কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। হারবাঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। তার ৩ ছেলে, ১. শের আলী খান ২. সোলায়মান খান ৩. সুলতান আমীর খান। তাঁর দুই মেয়ে, ১. আব্বাস মূসা খানের মা ২. আলতাফ হোসেন চৌধুরীর মা।

ক্বারী আব্দুল রহমানের ২য় ও ৩য় পুত্র হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম এবং নাছির উদ্দীন খান বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একপুত্র সম্ভবতঃ (৫ম পুত্র) আব্দুল করীম রামুতে/কুতুবদিয়ায়/চকরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। একপুত্র আরাকানে গিয়ে বসবাস করেন। তাঁর প্রথম পুত্র আবদুল আজীজ অল্প বয়সে মারা যান। ৬ষ্ঠ পুত্র আব্দুল

Chunati.com

বারীর বংশধর চুনতীতে বিদ্যমান রয়েছে। সম্ভবতঃ ৭ম পুত্র আব্দুস সত্তার আরাকানবাসী হন।

খাঁ ছিদ্দীকী বংশে বহু 'বুজর্গানে দীন' এর আবির্ভব হয়। তন্মধ্যে (৩য়) শেখ শাহ কাসেম (৪র্থ) শেখ আহমদ (৫ম) আলাউদ্দিন মুহাম্মদ (৬ষ্ঠ) শেখ আবুল হাসান (১০ম) খাজা নাছের আবু ইউসুফ চিপাতী (২১তম) শেখ ইব্রাহীম লাহোরীও বুজুর্গ দরবেশ ও কামেল পীর ছিলেন। মাওলানা আব্দুল হাকীমের (৩৯তম) ব্যক্তিত্বে এ বংশের জ্ঞান চর্চা ও আধ্যাত্ম সাধনার ধারা বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়।

হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম কলিকাতায় গিয়ে আলীয়া মাদ্রাসায় পাঠ সমাপন করেন এবং হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর সঙ্গ লাভ করতঃ বিশেষ কমালিয়ৎ হাছেল করেন। তিনি সৈয়দ ছাহেবের হাতে মুরিদ হন এবং তাঁর খেলাফত লাভ করেন।

তিনি সৈয়দ ছাহেবের জিহাদ আন্দোলনে শরীক হন। তিনি উত্তর-পশ্চিত সীমান্ত প্রদেশে শিখদের বিরুদ্ধে সাইদুর যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। উক্ত যুদ্ধের আহতদের তালিকায় তাঁর নাম আছে (আবুল আসান আলী নদভী কর্তৃক রচিত সৈয়দ আহমদ শহীদের জীবনী দ্রঃ)। তিনি বালাকোটের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী এবঙ মাওলানা কিরামত আলী জৌনপুরী (রাহমুহুমুল্লাহ) এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি শুকুর আলী মুন্সির ছাহেবের বড় বোনকে বিয়ে করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তিনি প্রথমে কাযীর পদে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগ থেকে কাযীর পদ তুলে দিলে, তিনি কোম্পানী সরকারের চাকুরী নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী বিবেচনা করে ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে দেন।

অতঃপর নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে তছওফে নিয়োজিত করেন। তিনি বছরে একখানি কুরআন মজীদের নকল তৈরী করতেন। কনিষ্ঠ ভাই নাছিরউদ্দিন খাঁন এত উচ্চ মূল্যের হাদিয়া (একশত টাকা) দিয়ে তা গ্রহণ করতেন যে, ঐ অর্থে তাঁর পুরু বছরের খরচ বিরচ পোষে যেত। কবিতায় তিনি তাঁর হজ্জ সফরনামা রচনা করেন। তিনি এ অঞ্চলে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকার ন্যায় জ্বলমান ছিলেন। তার পূণ্য প্রভাব ঐ যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এবং তার বংশধর ও আত্মীয় স্বজনকে গভীরভাবে ইসলাম ধর্ম ও মানব কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করে।

Chunati.com

তিনি খান ছিদ্দীকী বংশের বংশ পরিচয় বা শজরাহ ফার্সী কবিতায় প্রণয়ন করেন। তাতেই এ রচনাটির উৎসমূল নিহিত।

তদুপরি তিনি 'হজ্জনামা' শিরোনামে একখানা ফার্সী কবিতার গ্রন্থ রচনা করেন। এতে দুটি কবিতা বিদ্যমান। একটি তাঁর হজ্জের সফরের বৃত্তান্ত মূলে এবং অন্যটি সূফীতত্ত্ব বা তাছাওফে গুড় রহস্য সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক বক্তব্য। হস্তলিপিতে গ্রন্থটি ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত। এশিয়্যাটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ কমেমোরেশন ভলিয়ূম, (ঢাকা, ১৯৭২)-এ আমার প্রবন্ধ ঃ "স্কোপ অব দ্য কাল্টিভেশন আব পার্সিয়ান ইন্ চিটাগাং", পৃঃ ১৯৩ দ্রষ্টব্য। হজ্জনামার কিছু উদ্ধৃতির জন্য পরিশিষ্ট ঃ দুই দেখুন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

মাওলানা আব্দুল হাকীম শাখা

মাওলানা আব্দুল হাকীমের (৩৯/২তম) আট পুত্র, ১. ওজহিউল্লাহ ২. হামীদুল্লাহ ৩. মাহমুদুল্লাহ ৪. রফ'আতুল্লাহ্ ৫. ওবায়দুল্লাহ ৬. আব্দুল হাই ৭. মুহাম্মদ ইসমাইল ৮. মুহাম্মদ ইয়াকুব; তাঁর ৩ মেয়ে।

জ্যৈষ্ঠ পুত্র খান বাহাদুর ওজহিউল্লাহ খান সামী, হিন্দুস্থানে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। পরে বিচার বিভাগে মুন্সেফ নিযুক্ত হন ও তখনকার দিনে ভারতীয়দের জন্য সর্বোচ্চ পদ সাব জজ ও ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদে উন্নিত হন। তিনি খান বাহাদুর খেতাব লাভ করেন। তিনি ফার্সী ভাষায় উঁচুমানের শায়ের বা কবি ছিলেন। তার কবি নাম 'সামী' (পরিশিষ্ট ঃ দুই দ্রঃ)।

ওজহিউল্লাহ খান সামীর (৪০তম/১) ২ পুত্র, ১. আহমদ কবীর খাঁন ২. ফৌজুল কবীর খাঁন।

আহমদ কবীর খাঁনের (৪১তম/১) ১পুত্র তাহেরুল কবীর খান (৪২তম), তৎপুত্র মোস্তাক আহমদ খাঁন (৪৩তম) এর ৫পুত্র, ১. মুহাম্মদ শাহেদ খান ২. মুহাম্মদ সাজেদ খান ৩. মুহাম্মদ ছালেকুল আকবর খান ৪. মুহাম্মদ রাসেল খান ৫. মুহাম্মদ সরফরাজ খান এবং ১ কন্যা মোবারেকা খানম।

আহমদ কবীর খানের (৪১তম/১) ১ কন্যা কমর নিগারা বেগম; তাঁর স্বামী আবদুস সোবহান খান, যিনি বৃটিশ আমলে বর্মায় (মিয়ানমার)ব্যবসায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে চুনতী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। চুনতী মাদ্রাসার হোষ্টেল নির্মানে তাঁর অবদান ছিল। তিনি বৃটিশ আমলে কলিকাতা গিয়ে চা পাতার ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ ব্যবসায়ে তার বড় ছেলে ইসলাম খান প্রসার লাভ করেন। ইসলাম খান কলিকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার করেয়া রোডে অবস্থিত ইসলাম খান টি কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা।

ইসলাম খানের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ায় দৃষ্টান্তমূলক উন্নতি সাধন করেছে। তাঁর ২ ছেলে ১. আসাদ খান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.কম. এবং এম.বি.এ.

Chunati.com

(ব্যবস্থাপনা)। বর্তমানে চট্টগ্রামে কোম্পানীতে কার্যরত, ২. মাসুদ খান, যশস্বী ছাত্র জীবন, কষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, ঢাকায় কার্যরত।

ইসলাম খানের ৪ মেয়ে ১ মরজিয়া বেগম এম. এ. (ইংরেজী), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমানে ঢাকায় লালমাটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সহযোগী অধ্যাপিকা ২. মনোয়ারা বেগম বি.এ., বি.এড, ৩. আনোয়ারা বেগম এম. এ. এবং আরবান রিজিওন্যাল প্লেনিং এ এম. ফিল.। বর্তমানে ঢাকার বি.আই.ডি.এস.-এ রিচার্স ফেলো; ৪. আফসানা বেগম বি.এ.।

কমর নিগারা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র মোসলেম খান, চট্টগ্রামে উচ্চমানের ব্যবসায়ী। তার ৫ ছেলে, ১. হাবীব খান, ২. মাহবুব খান বি. কম. ৩. শাহেদ খান বি.কম. ৪. সাজ্জাদ খান এফ. এম. , এম. এ (রাজনীতি বিজ্ঞান) ৫. সাজেদ খান এফ. এম., বি. এ. এবং ৪. মেয়ে, ১. শামীম আরা, ২. সুরাইয়া খানম বি.এ. ৩. মাসুরা খানম বি.এ. ৪. আরিফা খানম।

ফৌজুল কবীর খাঁ (৪১তম/২) প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় প্রসিদ্ধ শায়ের ছিলেন।

তাঁর প্রণীত কয়েকখানি কেতাব মুদ্রিত হয়েছে। যথাঃ

১। গোলদস্তায়ে ফৌজী ঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর সমাবেশ।

২। সম্বলিস্তানে তাহরীর ঃ ফার্সী রচনা কৌশলের নানাবিধ নমুনা।

৩। যালেকুল ফউজুল আযীম ঃ মিলাদ শরীফ।

৪। নফহাতে গুলিস্তান ঃ উর্দূ পদ্যে শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর অনুবাদ।

তাঁর কবিনাম বা তখল্লুছ ছিল 'শওক'। তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং জেলা বোর্ডের সদস্য হন।

তৎপুত্র নুরুল কবীর খাঁন ছিদ্দীকী (৪২/১তম) খাদ্য বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন। ২. বদরুল কবীর খাঁন (প্রসিদ্ধ কাওয়াল)। তাঁর কোন কোন গান রেকর্ড হয়েছে, ৩. সদরুল কবীর ৪. নছরুল কবীর ৫. মলিহুল কবীর এবং ৩. কন্যা ১. রেফাত আরা ২. সাদত আফজা ৩. ছনোয়ারা।

নুরুল কবীরের (৪২তম/১) ৩ পুত্র ১. নজিরুল আযীম ২. শফিকুল আযীম ৩. আনোয়ারুল আযীম এবং ১ কন্যা রৌশন জাহান খানম ছিদ্দীকা।

Ghunati.com
Pioneer in village based website

নযীরুল আযীম খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ৪ পুত্র ১. বশীরুল কবীর ২. দৌলতুল কবীর ৩. ফছিউল কবীর ৪. মাইনুল কবীর খান ছিদ্দিকী এবং ৫ কন্যা আফতাবুন্নেছা, কমরুন্নেছা, সৈয়দুন্নেছা, হোছনে আরা, আনজুমান আরা।

শফীউল আযীম খান ছিদ্দীকী (৪৩তম/২) এম. এ., বি. সি. এস. বর্তমানে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য রাঙ্গামাটী। তাঁর দুই পুত্র ১. নাসিকুল কবীর ২. নেয়ামুল কবীর এবং ১ কন্যা ইকরাম খানম।

আনোয়ারুল আযীম খাঁন ছিদ্দীকীর (৪৩তম /৩) ৪ কন্যা, করীমুন্নেছা, রহীমুন্নেছা, শাহনাজ, আনোয়ারা।

বদরুল কবীর খানের (৪২তম/২) একপুত্র মৌলবী ফৌজুল আযীম খাঁন ছিদ্দীকী (৪৪তম) এফ. এম. চট্টগ্রাম শহরে কাযী ও নেকাহ রেজিষ্ট্রার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তৎপুত্র ১. মনিরুল আযীম ২. মুসিহুল আযীম খাঁ এফ. এম.। মুহম্মদ মনিরুল আযীম খাঁ এল. এল. বি. এডভোকেট, জজকোর্ট। বদরুল কবীর খানের ৫ কন্যা হাবিবা, নুরন, লতীফা, গুলজার ও আযীযা।

নছরুল কবীর খানের (৪২তম/৪) ৬পুত্র ১. আহমদ খান ২. মুহাম্মদ খান ৩. হামেদ খান (বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা) ৪. মাহমুদ খান (এম. এ, বি. এড) ৫. হামিদ খান ৬. মাহবুব ইদ্রিস খান সিদ্দিকী। তাঁর ১ কন্যাঃ কামরুন নাহার বেবী।

নছরুল কবীর খানের পুত্র আহমদ খান ছিদ্দীকী অতুন (৫৩তম/১) বাংলাদেশ সরকারের রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের অবঃ কর্মকর্তা। তাঁর ৩ পুত্রঃ ১. জাহিদ উল্লাহ খান সিদ্দীকী লিটন ২. শহীদুল্লাহ খান সিদ্দীকী সুমন ৩. সাইফুল্লাহ খান ছিদ্দীকী সুজন।

মুহম্মদ খান ছিদ্দীকী মঞ্জু (৪৩তম/২) বাংলাদেশ সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের অবঃ কর্মকর্তা। তাঁর ৪ পুত্রঃ ১. আহসান হাবীব খান ছিদ্দীকী ২. তৌহীদ হাবীব খান ছিদ্দীকী ৩. মাসুদ হাবীব খান ছিদ্দীকী ৪. মুরাদ হাবীব খান ছিদ্দীকী এবং ১ কন্যা সানজিদা জেসমিন খানম ছিদ্দীকী।

হামেদ খান ছিদ্দীকী পেয়ারু (৪৩তম/৩) বি. কম. (অর্নাস), এম. কম.। উচ্চমানের আর্ন্তজাতিক ব্যবসায়ী। তাঁর ৬ কন্যাঃ ১. ফারজানা খানম ছিদ্দীকা ২. ফাহমিদা খানম ছিদ্দীকা ৩. নুছরাত খানম ছিদ্দীকা ৪. নুযরাত খানম সিদ্দীকা ৫. সামরীন খানম সিদ্দীকা ৬. তাজরীন খানম ছিদ্দীকা।

Chunatl.com

মাহমুদ খান ছিদ্দীকী (৪৩তম/৪) বি.এ (সম্মান) এম. এ. বি. এড., চট্টগ্রাম শহরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। তিনি অপর শাখার তাহের আহমদ খানের নাতনী সুলতানা রাজিয়া খানম ডেজীর সাথে বিবাহিত। তার ২ পুত্র ঃ ১. মারুফুল কবীর খান সিদ্দীকী ২. মাহফুজুল কবীর খান ছিদ্দীকী এবং ৩ কন্যাঃ ১. দিল আফরোজ, ২. উম্মেসালমা ৩. নাছিফা চিশতি খানম ছিদ্দীকা।

হামিদ খান ছিদ্দীকী (৪৩তম/৫) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চীফ গানারী ইন্‌স্ট্রাক্টর। তাঁর ১ ছেলে এবং ৩ কন্যা ১. দিল আফরোজ ২. উম্মে সালমা ৩. নাছিফা চিশতী খানম ছিদ্দীকা।

মাহবুব ইদ্রিস খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৬) ২ কন্যাঃ ১. বুশরা শামসুন ২. ইশরা।

মলিহুল কবীর খানের (৪২তম/৫) পুত্র সলিমুল কবীর খান। আমিরাবাদ ছুফিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তার ১ পুত্র কায়সার খান মানিক ও ২ কন্যা আফরোজা ও পপি।

সদরুল কবীর খানের (৪২তম/৩) দুই পুত্র ১. শব্বীরুল আযীম খান ছিদ্দীকী ২. আনসারুল আযীম খাঁন ছিদ্দীকী ও ১ কন্যা হাসনাত খানম।

শব্বীরুল আযীম খানের (৪৩তম/১) ১ পুত্র ইসহাক খান ছিদ্দীকী এবং ৫ কন্যাঃ আরেফা, মাহফিলা, রুমা, রাহিলা রাবেয়া বি.এ. , কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, এম.এ. ১ম বর্ষের পরীক্ষার্থী, আর্শিয়া। অনসারুল আযীম খানের (৪৩তম/২) ২ পুত্র ১. ফোরকানুল আযীম ২. নোমান আনসারী ও ৩ কন্যা সউদা খানম, ফাহমা আনসারী, জুমআন আনসারী।

মাওলানা ওয়ায়দুল্লাহ (৪০তম/৫) পিতার খলীফা ছিলেন। হজ্ব সম্পাদন করেন। পীর ছিলেন । তার ৫ পুত্র ১. আব্দুল গনী ২. আসগর হোসেন ৩. ইহসান আলী ৪. বাহাউদ্দীন ৫. জালাল উদ্দীন, সবাই আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন।

মাওলানা আব্দুল গনী (৪১তম/১) হজ্ব সম্পাদন করেন। তিনি চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের ইমাম, মাওলানা আব্দুল হামীদ বাগদাদীর খলীফা ছিলেন। সুলেখক ছিলেন। ফার্সী ভাষায় 'কেরামতনামা' প্রণয়ন করেন। উহাতে তাঁর পিতামহ হযরত মাওলানা আব্দুল হাকীম ছাহেবের কতিপয় কেরামত বর্ণিত হয়েছে। পরে উহা বাংলায় অনুদিত হয় এবং ইসলামিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসার ১ম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

মাওলানা আব্দুল গনীর ৩ পুত্র ১. গোলাম মোস্তফা ২. হাজী শামসুল হুদা খান ছিদ্দীকী ৩. বদরুল হুদা খান সিদ্দীকী। ১ কন্যা তকওয়া খানম ছিদ্দীকা--একই শাখার চাচাতো ভ্রাতা আনোয়ার হোসেনের সাথে বিবাহিতা।

Chunati.com

গোলাম মোস্তফা (৪২তম/১) চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ ইসলামিয়া লাইব্রেরীর একজন প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর একপুত্র মাওলানা মাহফুযুর রহমান। কামেল পাশ, যুব সংগঠক, পরহেজগার আলেম ও প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী।

মাওলানা মাহফুজুর রহমানের (৪৩তম) দুই পুত্র ১. ছরওরে আলম ২. আমিনুর রহমান এবং ৪ কন্যাঃ সাফিয়া, ফরিদা, সদিদা, হামিদা খানম। ছরওরে আলমের ২ পুত্র; ১. আবু সয়ীদ ২. আবু যর ও ২. কন্যা কানেতা, তায়েবা। আমিনুর রহমানের পুত্র হাফিজুর রহমান ও কন্যা নকীবা খানম।

হাজী শামসুল হুদা খান ছিদ্দীকী (৪২তম/২) চট্টগ্রামের চন্দনপুরায় ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মাওলানা আব্দুল গণির উদ্যোগে গোলাম মোস্তফার প্রধান সহায়ক ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে তা পরিচালনা করার দায়িত্ব ভ্রাতা শামসুল হুদার উপর বর্তায়। তিনি উহাকে আন্দরকিল্লায় স্থানান্তর করেন এবং কোরআন মঞ্জিল ও ইসলামিয়া লাইব্রেরী নামকরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চন্দনপুরার পূর্বস্থানে ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করেন। পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিক্রয়ের উভয় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বইয়ের ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন। পবিত্র কোরআন শরীফ মুদ্রণ ও ধর্মীয় বই পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ তাঁদের বিশেষত্ব। ব্যবসায়ে তাঁরা বহু ইসলামী রেওয়াজ প্রচলন করেন এবং প্রশিক্ষণ ও চাকুরীর ক্ষেত্রে বহু আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী এতে স্থান লাভ করেছে।

তাঁর ১পুত্র কমরুল হুদা খান ছিদ্দীকী (৪৩তম/১) বর্তমানে আন্দরকিল্লা ইসলামিয়া লাইব্রেরীর মালিক এবং ৪ কন্যা ছালেহা, রাকেবা, সাজেদা, আয়েশা। কমরুল হুদা খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম) ১ পুত্র হুমায়ুন খাঁ সিদ্দিকী এবং ৪ কন্যা শাহীদা, লতীফা, তসলিমা, জমিলা।

বদরুল হুদা খান ছিদ্দীকী (৪২তম/৩) আধুনালুপ্ত আন্দরকিল্লা পাকিস্তান লাইব্রেরী ও সবুজ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামিয়া লাইব্রেরী আন্দরকিল্লা শাখার প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন। তাঁর ৪ পুত্র ঃ ১. নজমুল হুদা ২. আবছারুল হুদা ৩. সাইফুল হুদা ৪. নুরুল হুদা খান ছিদ্দীকী এবং ৬ কন্যাঃ ফাতেমা খানম, আখতারী খানম, আফসারী খানম, ছরওরী খানম, তাহমিনা খানম, সনজিদা খানম।

নজমুল হুদার (৪৩তম/১) দুই পুত্র ঃ শাহাদাত খান, রিদওয়ান খান ছিদ্দীকী এবং ৩. কন্যা ঃ ১. তাযকিয়া খানম ছিদ্দীকা এস.এসসি. পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাশ করে, এইচ.এসসি. ও বি.এ. ১৯৯৭ খৃঃ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে, ২. লতীফা, ৩. তাকওয়া খানম।

Chunati.com

আবছারুল হুদার (৪৩তম/২) ১পুত্র ঃ তানজিরুল হুদা খান ছিদ্দীকী।

মাওলানা আসগর হোসেন (৪১তম/৩) উর্দু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং সুলেখক ছিলেন। উর্দূ ভাষায় 'মিছবাহুল সালেকীন' নামক ছুফী তরিকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর দিনপঞ্জী ও নানা বিষয়ে লেখা ৩ খন্ড মূল্যবান হস্তলিপি ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তার ৩ পুত্রঃ ১. আনোয়ার হোসেন ২. আতহার হোসেন ৩. মাওলানা হাজী আযহার হোসেন।

আনোয়ার হোসেন ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রধান সংগঠক ছিলেন। অল্প বয়সে মারা যান। মাওলানা আব্দুল গণির কন্যা তকওয়া খানমকে বিবাহ করেন।

আযহার হোসেন (৪২তম/২) ল্যান্ড কাষ্টমসের সিনিয়ার ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিলেন। ৩. পুত্র; ১. সলিমুল হোসেন ২. আজিজুল হোসেন ৩. হামিদুল হোসেন এবং ১ কন্যা রাবেয়া খানম।

অধ্যাপক হামিদুল হোসেন খান ছিদ্দীকী (৪৩তম/৩) উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. এস. সি এবং বাংলাদেশ সরকারী কলেজের অধ্যাপক। তার এক কন্যা ফারহানা ছিদ্দীকা তারীন খানাম।

আজিজুল হোসেনের (৪৩তম/২) ২ পুত্রঃ ১ শামসুল আরেফীন ২. মিসবাহুল আরেফীন এবং ৪ কন্যাঃ ফাতেমা, জয়নব, আরেফা, খদীজা।

মাওলানা হাজী আযহার হোসেন ছিদ্দীকীর (৪২তম/৩) ৩ পুত্র ঃ ১ ওবায়েদ হোসেন ২. মুহাম্মদ হাসান ৩. জোনায়েদ হোসেন।

Pioneer in village based website

ওবায়েদ হোসেনের (৪৩তম/১) ৬ পুত্রঃ ১. তৈয়ব হোসেন ২. তাহের হোসেন ৩. মোতাহার হোসেন ৪. মোছাদ্দিক হোসেন ৫. মোশাররফ হোসেন ৬. মাহদী হোসেন।

মুহাম্মদ হোসেনের (৪৩তম/২) ১ পুত্র আহমদ এবং ২ কন্যা শাফেয়া, হাসিনা খানম।

মাওলানা ইহসান আলীর (৪১তম/৩) এক পুত্র রূহুল্লাহ ছিদ্দীকী। তিনি আন্দরকিল্লায় হাকিমিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে মোস্তফা লাইব্রেরী নামে চালু হয়। রূহুল্লাহ সিদ্দিকীর (৪২তম) ৩ পুত্র ১. আমানুল্লাহ ২. হাবিবুল্লাহ ৩. সলিমুল্লাহ এবং ৪ কন্যা ছালেহা, নাছেহা, ফরহাদ জাহান, হোসনে জমাল।

আমানুল্লাহ ছিদ্দীকী (৪৩তম/১) বি. এ। তাঁর ৫ পুত্র ১. ইকবাল হোসেন ২. নযীবুল হোসেন ৩. শহীদুল হোসেন ৪. খালেদ হোসেন ৫. বাবর হোসেন এম.এম. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম , লোক প্রশাসন এ বি.এ. সম্মান ও এম. এ।এবং ২ কন্যাঃ শাহনাজ বেগম ছিদ্দীকা শাহীন ২. নবীনা খানম, এম.এস.এস. ২য় বিভাগ।

Chunati.com

সলিমুল্লাহ ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৩) এক ছেলে ছায়েম উদ্দীন ছিদ্দীকী এবং ২ কন্যা ছোহায়মা আয়েশা ছিদ্দীকা, সমীহা আয়েশা ছিদ্দীকা।

মাওলানা বাহাউদ্দীনের (৪১তম/৪) ২ পুত্র ঃ ১. সাইফুদ্দীন ২. ময়েজউদ্দীন ছিদ্দীকী।

মৌলবী সাইফুদ্দীন ছিদ্দীকীর (৪২তম/১) ৩ পুত্র, ১. সয়ীদ উদ্দীন ২. ফরিদ উদ্দীন ৩. নায়েব উদ্দীন এবং ৫ কন্যাঃ অতিকা, সুলতানা, সৈয়দা, মজীদা, শরীফা।

ময়েজুদ্দীন সিদ্দিকী (৪২তম/২) পুস্তক ব্যবসায়ী, তিনি বর্মা দেশের উচ্চমানের ব্যবসায়ী ছিলেন। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত মিল্লাত লাইব্রেরী এবং নিউমার্কেটের গুলিস্তান লাইব্রেরীর মালিক। তার ১ ছেলেঃ নুরুল ইসলাম ছিদ্দীকী এবং ৪ কন্যা শামীম, নিগার সুলতানা, শেওফতা, বিহারী।

মাওলানা আব্দুল হাই (৪০তম/৬) কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আলিম ও শায়ের। তিনি হুগলীর ইমামবাড়ার নিকটস্থ মসজিদের ইমাম ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং পুস্তক প্রণয়নে ও আরবী ফার্সী কিতাবের উর্দূ অনুবাদে তাঁকে সাহায্য করেন। বিশেষতঃ ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কিতাব হিদায়ার উর্দূ তরজুমায় ও ভাষ্য রচনায় তিনি সৈয়দ আমীর আলীর সহযোগী ছিলেন। মাত্র ৪২ বছর বয়সে হুগলীতে ইন্তেকাল করেন। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর বিধবা স্ত্রীকে চুনতীতে মাসিক ভাতা প্রদান করতেন। তাঁর ২ পুত্রঃ ১. আব্দুস সালাম ২. আব্দুল মালিক (প্রসিদ্ধ হেকিম ছিলেন) এবং ১ কন্যা, ছফিরা খাতুন, যিনি এই বংশের অপর শাখা নাছির উদ্দিন খাঁর নাতী মাওলানা ফৈয়াযুর রহমান খানের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

আব্দুস সালামের (৪১তম/১) ৩ পুত্রঃ আব্দুস ছবুর ২. আব্দুর নূর ৩. আব্দুল মোনায়েম।

মৌলবী আব্দুস সবুর (৪২তম/১) এফ. এম. পাশ এবং ইউনানী হাকিম। তাঁর ৫ পুত্র ঃ ১. সরদার আলম মুহম্মদ জাফর উল্লাহ্ খাঁ ২. আনোয়ারে আলম মুহাম্মদ নছরুল্লাহ খাঁ ৩. আবরারে আলম মুহম্মদ নযরউল্লাহ খাঁ ৪. আছরারে আলম মুহম্মদ কমরুল্লাহ খাঁ ৫. আসাদুল্লাহ খাঁ। তাঁর ৬ কন্যা ঃ ১. শফকত খানম ২. সোহাইলা খানম ৩. শাফেয়া খানম ৪. ছফিরা খানম ৫. শাহেদা খানম ৬. শওকত খানম ছিদ্দীকা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

মাওলানা আব্দুন নুর ছিদ্দীকী (৪২তম/২) ফাযেলে দেওবন্দ প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। তাঁর ৩ পুত্রঃ ঃ ১. রফীকুল ইসলাম ২. যোবায়ের ৩. যাহেদ এবং ৪ কন্যা ১.ফাতেমা বতুল ২. যাইতুন ৩. রোকেয়া ৪. শিরীন।

আব্দুন নুর ছিদ্দীকী কৃতিত্বের সাথে এফ. এম. পাশ করেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন। তিনি চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক, বাজালিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও হুলাইন ইয়াসিন আউলিয়া মাদ্রাসার সুপরিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি উর্দূ ভাষায় ইকবালের শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ার শরাহ রচনা করেন। ইসলামী ফরায়েযের বিষয়েও তার উর্দূ পুস্তক ইসলামিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।

তাঁর পুত্র ১. রফিকুল ইসলাম (৪৩মত/১) এম. এম. এবং চারুকলা ইনষ্টিটিউটের বি. এফ. এ. (সম্মান) এবং এম. এফ. এ. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। চট্টগ্রাম শহরে আর্ট এন্ড আইডিয়া নামক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী। তার ২ কন্যাঃ নজিফা জাবিন ছিদ্দীকী ও ফয়েজা জাবিন।

দ্বিতীয় পুত্র যোবায়ের ছিদ্দীকী (৪৩তম/২) এম. এম. কামিল পাশ। আধুনগর উচ্চ মাদ্রাসার প্রভাষক। আব্দুন নূর ছিদ্দীকীর ১ম কন্যা ফাতেমা বতুল বিবাহিতা, স্বামী সিলেট সরকারী আলীয়ার অধ্যাপক, ৩য় রোকাইয়ার স্বামী মওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে কর্মরত।

মাওলানা আব্দুল হাকীম সাহেবের সপ্তম পুত্র মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল ছাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সম্মানিত আলিম ও ক্বারী ছিলেন। সাতকানিয়া থানার ও আধুনগরে কাযীর পদে বহাল হন। চুনতী ঈদের জামাতে তাঁকে ঈমামতির মহাসম্মানিত কার্য সম্পাদন করতে হত।

মাওলানা মুহম্মদ ঈসমাইল ছাহেবের (৪০তম/৭) দুই পুত্রঃ ১ মুহম্মদ আব্বাস ছিদ্দীকী ২. মুঃ ইলিয়াছ ছিদ্দীকী এবং এক কন্যা ঃ মোছলেহা বেগম, যিনি অপর শাখার নাছির উদ্দীন খাঁর নাতী এস্তেফাজুর রহমান খানের সাথে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন।

মুহম্মদ আব্বাস ছিদ্দীকীর (৪১তম /১) স্ত্রী মছহুদা বেগম। তাঁদের ২ পুত্র ১. জয়নুল আবেদীন ছিদ্দীকী ২. সিরাজুল আরেফীন ছিদ্দীকী এবং ৪. কন্যা নূরজাহান, শাহজাহান, রওশন জাহান ও নুজহাত। নুজহাত খানম এ বংশের অপর শাখার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে বিবাহিত।

জয়নুল আবেদীন ছিদ্দিকী (৪২তম/১) এবং তাঁর স্ত্রী খুরশিদ জাহান চৌধুরী। তাদের ৩ পুত্রঃ ১. খালীদ আব্বাস ২. জাবেদ আব্বাস ৩. ফরহাদ আব্বাস ছিদ্দীকী এবং

Chunati.com

৪ কন্যাঃ ১. নাসিম ফাতেমা ২. নীলম জামিলা ৩. রিফআত হাসিনা ৪. সায়েমা ফাতেমা ছিদ্দীকা।

সিরাজুল আরেফীন সিদ্দীকী (৪২তম/২) এফ. এম. এবং এম. এ. (আরবী)। তিনি সৌদী আরবে অনুবাদকের কর্মে নিয়োজিত আছেন। তার ২ পুত্রঃ ১. মুহাম্মদ ছিদ্দীকী ২. মুহাম্মদ জামিল ছিদ্দীকী এবং ৩ কন্যাঃ ১. ফাহমিদা ফাতেমা এম. এ. (ইসলামের ইতিহাস) এর ছাত্রী ২. শাকিলা ফাতিমা ৩. নিকহাত ফাতেমা।

সিরাজুল আরেফীন ছিদ্দীকী লোহাগাড়া থানার আমিরাবাদ নিবাসী এড্‌ভোকেট জিয়াবুল হকের মেয়ে হারুন আরাকে বিয়ে করেন। তিনি কাপাসগোলা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।

মুহম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দীকী (৪১তম/২) চুনতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তার পুত্র ঃ আলহাজ্ব মহিউদ্দীন ছিদ্দীকী (৪২তম/২) তাঁর বিবি নিলুফার বেগম। তাঁদের ২ ছেলে, ১. মাহমুদুর রহমান ২. মিজানুর রহমান ছিদ্দীকী এবং ৫ কন্যাঃ আমীমা, আয়েশা, আফিয়া, রাবেয়া, মরিয়ম ফেরদৌস। আমীমার স্বামী লেঃ কর্ণেল দিদারুল আলম।

মুহাম্মদ আব্বাস ছিদ্দীকীর (৪১তম/১) মেয়ে নূরজাহান বেগমের স্বামী এস্তেফাজুর রহমান চৌধুরী, রওশন জাহানের স্বামী আলহাজ্ব সাইফুদ্দীন ছিদ্দিকী ও নুজহাত বেগমের স্বামী সাইদ আহমদ খান।

Chunati.com
Pioneer in village based website

শাহজাহান বেগমের ১ম ছেলে ডঃ এ.কে.এম. জহির উদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন।

মাওলানা আবদুল হাকীম ছাহেবের এক মেয়েকে চুনতী মুন্সিবাড়ীতে, দ্বিতীয় জনকে হারবাঙ্গে এবং তৃতীয় জনকে কালিপুরে (?) বিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়জনের নাম আযীমুন্নেছা, স্বামী আবদুল হক। তাঁদের ১ মেয়ে হুমায়রা বেগম, স্বামী শেখ আমীর আলী চৌধুরী, তাঁদের ১ ছেলে নওয়াব আলী চৌধুরী স্ত্রী বদরুন্নেছা (চুনতী); তাঁদের ১ ছেলে রফীক আহমদ, স্ত্রী মাওলানা আবদুল হাকীম ছাহেবের পৌত্র রূহুল্লাহ ছিদ্দীকীর মেয়ে হুস্নে জামাল এবং এক মেয়ে খায়রুন্নেছা ফাতিমা, স্বামী ফৌজুল কবীর চৌধুরী। রফীক আহমদ (চাটার্ড একাউন্টেন্ড) এর ৪ মেয়ে ১. নিলূফার পারভীন, ২. কাউছার পারভীন ৩. নূর জাহান ৪. বসমা তবাস্‌সুম।

Chunati.com

ছিদ্দীকী বংশের শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ

খাঁন ছিদ্দীকী বংশে আধ্যাত্ম্য সাধনার ধারা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এ সাধনার সাথে জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। পীরের খানকার সাথে মসজিদ এবং মসজিদের সাথে মক্তব মাদ্রাসার প্রসার মুসলিম সমাজের মৌলিক রূপই ছিল।

২৯তম পুরুষ মুহাম্মদ ইউসুফ খান 'সদরুল মোহিম', পরবর্তী চার পুরুষ ৩০তম উছমান শরীফ ৩১তম আউলিয়া শরীফ ৩২তম আবু সালেহ শরীফ এবং ৩৩তম মুহাম্মদ তাহের বাদশাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করে, আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন।

বাঁশখালী থানার বাণীগ্রামে অবস্থিত হয়ে ৩৪তম পুরুষ মাওলানা হাফেয খান মজলিশ, তৎপুত্র শাহ তৈয়ব (৩৫তম) এবং পৌত্র শাহ আব্বাসও (৩৬তম) ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হন। প্রকাশ ঃ শাহ তৈয়বের পূণ্য প্রভাবে বাণীগ্রামের জমিদার বংশ বিশেষরূপে অভিভূত হয় এবং তাঁরা হিন্দু হলেও শাহ তৈয়বকে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নগদ অর্থ ও জায়গা জমি দান করে প্রভূত সাহায্য করেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতীতে অবস্থিত হয়ে শেখ আব্দুল্লাহ (৩৭তম), পৃষ্ঠপোষক শাহ শরীফ মিঞাজীর সাহায্যে একখানি মক্তব পরিচালনা করেন। তার পুত্র ক্বারী আবদুর রহমানকে (৩৮তম) একখানি উচ্চ পর্যায়ের মক্তব পরিচালনা করতে দেখতে পাই।

আদতে চুনতীর ঐতিহ্যে মক্তব বলতে তখনকার দিনের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম পাঁচ শ্রেণী বা জমাতে পনজুম পর্য্যন্ত বুঝাতো। কেননা তৎকালে আরবী, ফার্সী, উর্দূ অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা করার পরে আরবী, ফার্সী, উর্দূ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ করে সমন্বিত পাঠক্রমের পঞ্জুম পর্য্যন্ত সরাসরি পৌছে যেতো।

তাঁর স্বনামধন্য পৌত্র ওজহিউল্লাহ্ খান বাহাদুর, তখল্লুছ বা কবিনাম হিসাবে "ছামী" নাম গ্রহণ করেন। তিনি ছামিয়া মাদ্রাসা নামে একটি পূর্ণমান মাদ্রাসা কায়েম করেন। পরবর্তীতে ছামিয়া মাদ্রাসার স্থলেই চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইদানীং আলীয়া মাদ্রাসায় উন্নীত হয়েছে। ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত

Chunati.com

মাওলানা ফৌযুল কবীর খানের ডাইরীতে সামীয়া মাদ্রাসার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

হাকিমিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মূলে যাদের উদ্যোগ, যত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম, আর্থিক অনুদান, ভূমিদান, শিক্ষাশ্রম ও সাংগঠনিক তৎপরতা নিহিত, তারা হলেন মাওলানা আব্দুল গণী (৪১তম) ও এ বংশের অন্য শাখার মৌলবী মুস্তফিজুর রহমান খান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর দুই ভ্রাতা মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান খান ও মৌলবী এস্তেফাজুর রহমান খান এবং একই গ্রামের স্বনামধন্য সিদ্ধ পুরুষ ও উচ্চ স্থানীয় আলিম হযরত মাওলানা নযীর আহমদ (তদানীন্তন চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ দারুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক), মৌলবী তাহের আহমদ খান এবং মাওলানা শফিক আহমদ ছাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীতে যাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার ছাহেব এবং চুনতীর মরহুম মগফুর হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব কেবলা।

বর্তমানে এ মাদ্রাসাটি বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি প্রথম কাতারের আলীয়া মাদ্রাসা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

পূর্বকালে যেমন ফার্সী চর্চায় চুনতীর লোকেরা অগ্রণী ছিল, আধুনিকযুগে তেমনি ইংরেজী চর্চায়ও অগ্রগামী হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এই বংশের মুহম্মদ ইউনুছ খান, মুহাম্মদ ইলয়াছ ছিদ্দীকী, কবির উদ্দীন আহমদ খান ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ও একই গ্রামের দেশপ্রেমিক ডাক্তার নুরুল আলম, কন্ট্রাক্টর ইস্তফা আলী, ডাঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, জনাব শাহাবউদ্দীন এবং তার ভ্রাতা আহমদ ফরিদ সি.এস.পি. প্রমূখের উদ্যোগে মাদ্রাসার পাশাপাশি চুনতী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলীয়া মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঝখানে একই পাহাড়ের উপর একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। যা বর্তমানে আটশত ছাত্র ছাত্রীর জন্য সম্প্রসারিত হয়েছে। এ মনোরম সবুজ পাহাড়ের পূর্ব দিকে পাশাপাশি অন্য এক পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে উঠেছে একটি মহিলা মাদ্রাসা এবং পাশাপাশি পশ্চিম দিকে অন্য একটি পাহাড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একটি মহিলা কলেজ। অদূর ভবিষ্যতে চুনতী গ্রাম একটি উদীয়মান শিক্ষা শহরে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

নাছির উদ্দীন ডেপুটি শাখা

১৮৩২ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরো ভারতের বড়লাট থাকাকালে ডেপুটি কালেক্টর-এর পদ প্রবর্তিত হয়। শেখ ওবায়দুল্লাহ খান বাহাদুর সেরস্তাদারের পদ থেকে তখন পদোন্নতি লাভ করে, ডেপুটি কালেক্টর হন। অতঃপর প্রথম ধাপে চট্টগ্রামের ৩ জন ডেপুটি কালেক্টর পদে ন্যস্ত হন। তারা হলেন শেখ ওবায়দুল্লাহর পুত্র শেখ হামীদুল্লাহ খান, সাতকানিয়া থানার গারাঙ্গিয়া নিবাসী আবদুল হামীদ এবং চুনতীর নাছির উদ্দীন খান। তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৩১ থেকে মোটামুটি ১৮৩৮ সাল পর্য্যন্ত জন ইংলিশ হার্ভী চট্টগ্রামের কালেক্টর ছিলেন। তাকে কোম্পানী আমলের ভূমি জরীপের প্রধান ধাপটা সামলাতে হয়েছিল। তাঁর কার্যকলাপে জেলাব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। আনোয়ারা থানায় অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করে। এখানে হাঁছি ও নিশি নামে দুই ভাই এবং ত্রাহিরাম নামের অন্য একজন, হার্ভীর পদ মর্যাদার প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করে, তাঁকে পাকড়াও করে প্রহার করে। প্রকাশ এ সময়ে নাছির উদ্দীন খান জরীপ কার্যে হার্ভীর সহকারী ছিলেন। তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি গায়েগত্রে মোটাসোটা ছিলেন। তাঁর সাথে আরো একজন পাহলোয়ান ছিল। হার্ভীর প্রস্থানের পর জনতা তাদের উপর চড়াও হয়। অনেক কষ্টে এবং কৌশলে মহা হাঙ্গামা ভেদ করে তাঁরা থানায় পৌছতে সক্ষম হন।

ওদিকে হার্ভী এক বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন এবং দলে দলে লোক গ্রেফতার করে নাছির উদ্দীন খানের সম্মুখে সনাক্ত করার জন্য উপস্থিত করেন। এদের প্রত্যেক দলেই কিছু কিছু আক্রমণকারী ছিল। সবাই আঁচ করল যে, এদের জীবন মরণ নাছির উদ্দীন খানের মুখের একটি কথার উপর নির্ভর করে। এ সঙ্কট মুহূর্তে তিনি ধীর মস্তিষ্কে কাজ করলেন। তিনি একে একে বলে দিলেন যে, এদের মধ্যে কোন আক্রমণকারীকে তিনি চিনতে পাচ্ছেন না। তাই শেষমেষ সাবাইকে ছেড়ে দেয়া হল।

হার্ভীও তাঁর চাতুরী বুঝতে পারলেন। কিন্তু হাঙ্গামা বর্ধিত না হয়ে সঙ্কট কেটে যাওয়ায় তিনি মনে মনে সন্তুষ্টি বোধ করলেন। এদিকে হার্ভী চলে যাওয়ার পর লোকেরা দলে দলে নাছিরউদ্দীন খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

প্রবাদ আছে যে, আক্রমণে অংশগ্রহণকারী একদল ব্রাহ্মণ তাদেরকে এভাবে রেহাই দেওয়ার জন্য নাছির উদ্দীন খানকে আর্শীবাদ করেন, যেন তাঁর সাত পুরুষ ডেপুটি হয়। এ কথাটি তাঁর পরিবারে বহুল প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর একজন ছেলে এবং দুই নাতী ডেপুটি কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এর ফলে ঐ এলাকায় তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন এবং নিজ হস্তে জরীপ কার্য নির্বিঘ্নে সমাধা করেন। সাতকানিয়ার, ইদানিং লোহাগাড়া থানার বুল্লুক সোয়ানেও হার্ভীর জরীপ বাধাগ্রস্ত হয় এবং তিনি প্রহৃত হন।

ইংরেজদের প্রতি চট্টগ্রামের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান মারমুখী মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে, হার্ভী নাছির উদ্দীন খানের উপর শঙ্খ নদী থেকে মাতামুহুরী নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার জরীপ ও বন্দোবস্তি প্রদানের ভার অর্পণ করেন। এতে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়।

কথিত আছে যে, তিনি ১২০০ মঘীর অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জরিপের সময় চার্জ অফিসার ছিলেন। কোম্পানী সরকার তাঁর সততা, মহানুভবতা ও কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে "খান বাহাদুর" "সদরুল মোহিম" ও অন্যান্য খেতাব প্রদান করেন। কিন্তু তিনি এগুলি ব্যবহার করতেন না। তাঁর সীলমোহর ও দলিল দস্তাবেজের দস্তখতের বেলায় কেবল নাছির উদ্দিন খান ব্যবহার করতে দেখা যায়।

কিন্তু তিনি জনকল্যাণকর নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে যার দখলে যে জমি, তা তার নামে বন্দোবস্তি দিয়ে দেন। হার্ভীর মত দলীল দস্তাবেজ ঘাটাঘাটি না করায়, স্বচ্ছন্দে জরীপ ও বন্দোবস্তীর কাজ সমাপ্ত হয়।

এক পর্যায়ে হজ্জে গমন করার উদ্দেশ্যে তিনি ছুটির দরখাস্ত করেন। সরকার ছুটি মঞ্জুর না করায়, তিনি ডেপুটির পদে ইস্তফা দিয়ে হজ্জে গম করেন। হজ্জ থেকে ফেরার পর সরকার পূনরায় তাঁকে ডেপুটী কালেক্টরের পদে বহাল করতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। পরবর্তীতে সরকারের জোরাজুরি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য, তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকার চকোরিয়ায় দারোগার পদগ্রহণ করেন। এ ছিল ঘরে বসে সমগ্র এলাকায় শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ। কেননা তখনকার দিনে দারোগাকে বহুলাংশে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ সম্পাদন করতে হত।

তিনি মহানুভব দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁকে অনেকে হাতেমতাই বলেও প্রশংসা করত। তিনি শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাউজানের জমিদার

Chunati.com

কবি হাশমত আলী তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কবি তার উৎসাহে একটি বৃহৎ পুঁথি রচনা করেন যাতে ভনিতায় বারবার নাছির উদ্দীন খানের প্রশংসা করা হয়েছে।

ফার্সী শের-শায়েরীর প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। মোশায়েরায় যোগদান করার জন্য তিনি লকনৌ ও দিল্লী পর্যন্ত গমন করতেন। ১২৮৪ হিজরীর ২৪শে রবিউল আউয়াল/১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশের উপর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃত্যুর স্মরণে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র খান বাহাদুর ওজহিউল্লাহ্ খান সামী এক মরছিয়া বা শোকগাঁথার আসর করেন, যাতে বাংলা ভারতের বার জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ফার্সী ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এতে গালিবের প্রসিদ্ধ শিষ্য লালা হরগোলাপ তফ্তা সমেত সুদূর হিন্দুস্থান থেকেও অনেকে মরসিয়া প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে ওজহিউল্লাহ খান এ শোক গাঁথা গুলি 'গমে আম' অর্থাৎ 'চাচার মৃত্যুতে শোক' নামে পুস্তিকা আকারে সঙ্কলন করেন এবং লখনৌ থেকে প্রকাশ করেন। কবিতাগুলি অত্যন্ত সুন্দর, হৃদয়বিদারক সৃজনশীল এবং নূতনত্বের দাবীদার হিসাবে সমাদৃত হয় ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

যাদের কবিতা এতে সংকলিত হয়, তাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। ১. ওজহিউল্লাহ খান বাহাদুর সামী সম্পাদক ও একটি মরসিয়ার লেখক। ২. লালা হরগোলাপ তফতা; বুলন্দ শহরের নিকট সিকান্দরাবাদ নিবাসী, মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিবের বিখ্যাত সাগরিদ। ৩. মৌলবী মুহসিন ছাহেব মুহসিন কাকুরী, লকনৌ। এরা দুইজন উর্দূ ও ফার্সীতে প্রথম পংক্তীর কবি ছিলেন। ৪. মাওলানা আব্দুল হাকীম, তাঁর বড় ভাই। ৫. শেখ মুহম্মদ গিয়াসুদ্দীন নিযামী, দিবাই, বুলন্দশহর। ৬. মৌলবী মুহম্মদ ইয়াকুব খাঁন খুরজা, বুলন্দ শহর ৭. মৌলবী শাহ ছাহেবে আলম ছাহেব মারহারভী। ৮.জনাব ফযল আলী খাঁ শাজাহানপুরী, রোহিলখন্ড। ৯. মৌলবী হামীদুল্লাহ খাঁন, চট্টগ্রাম। ১০. সৈয়দ সালামত উল্লাহ্ সালামত, বদাউন। ১১. সৈয়দ আলে মুহাম্মদ মারহারভী। ১২. শেখ আযমৎ আলী ছাহেব, কাকুরী। শেষোক্ত কবিতাটি নাছিরউদ্দীন খাঁর ভ্রাতা শেখ আব্দুল করীমের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত, যিনি ১২৮৪ সালে হিজরীর ৬ই যিলকাআদ, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তৎকালে মৌলবী মোহাম্মদ ওজহিউল্লাহ্ খাঁ সামী ইউপি প্রদেশের মৈনপুর জেলার 'ছদরুহ ছুদূর' ছিলেন বিধায় নাছির উদ্দীন

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

Chunati.com

খাঁনের তথায় গমাণাগমন ছিল এবং শে'র শায়েরীর মহলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন (পরিশিষ্ট ঃ দুই দ্রষ্টব্য)।

দুই ভায়ের মাযার

নাছির উদ্দীন খান শেষ বয়সে চুনতীতে ঘর করার জন্য একটি টিলা বেছে নিয়ে সামনে দিঘী খনন করেছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে তার পূণ্যবতী বিবি টিলাটির উপর তাকে কবরস্থ করেন এবং তাতে একটি সমজিদ নির্মাণ করেন। আবার, জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা আব্দুল হাকীম তার প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে, তিনি স্নেহাস্পদ ভাইয়ের পাশে সমাহিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতএব, তিরোধানের পর তাঁকে ভাইয়ের পাশেই কবরস্থ করা হয়। তথায় পাশাপাশি দুভায়ের মাযার বিদ্যমান আছে। ইদানিং তাঁর পৌত্র রশীদুল্লাহ খান তাঁদের মাযার ও মসজিদটি পাকা করেন।

প্রচ্ছদে উপরের দিকে চুনতি ডেপুটীপাড়া মসজিদের ছবি এবং নীচের দিকে দুই ভায়ের মাযারের ছবি রয়েছে।

নাছির উদ্দীন খানের বংশধর

নাছির উদ্দীন খানের (৩৯তম/৩) ৫ পুত্র ঃ ১. আবদুল্লাহ্ খান ২. আমীনুল্লাহ খান ৩. আযীযুল্লাহ খান ৪. ফৈযুল্লাহ্ খান ৫. তৈয়ব উল্লাহ্ খান এবং ৪. কন্যা ঃ শফীকার মা যোহরা খাতুন, মাহমুদুল্লাহ্র স্ত্রী ২. হুমার মা, শের আলী খানের মাতা আজমুল্লাহ্ খানের স্ত্রী ৩. হাশমতুল্লার মা, আনু মিঞার স্ত্রী ৪. যনুর মা, হামীদুল্লাহ্র স্ত্রী।

নাছির উদ্দিন খানের প্রথমা স্ত্রী আশরফ কাজীর মেয়ে (মাওলানা খাইরুল্লাহর পূর্ব পুরুষ)। তাঁর গর্ভে ২ পুত্র ১. কলীমুল্লাহ খান ২. আলীমুল্লাহ খানের (৪১ তম/ ২) ৩ পুত্র ঃ ১. আবদুল মজীদ খাঁ ২. এয়ার আলী খাঁ ৩. আব্দুল গনি খাঁ।

আব্দুল মজীদ খানের (৪২তম/১) ৩ পুত্র ঃ ১. বদিউল আলম ২. আলাউদ্দীন ৩. নঈমউদ্দীন।

Chunati.com

এয়ার আলী খানের (৪২তম/২) ৩পুত্র ঃ ১. শাহজাহান (থানা কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর) ২. শাহ আলম (বি.এসসি.ইঞ্জিনিয়ার) ৩. জানে আলম (এম.বি.বি.এস.) ডাক্তার। ৩. কন্যাঃ রাজিয়া, সালেমা, নূর আয়েশা খানম।

আব্দুল গণি খান (৪২তম/৩, জন্ম ১৯২৫ মৃত ১৯৮৯ খৃঃ) এর ৩ পুত্র ঃ ১. ফরিদউদ্দীন (বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার) ২. জসীমউদ্দীন এবং তিন কন্যাঃ বকুল , হেলেন ও জ্যোস্না।

কলিমুল্লাহ্ খানের (৪১তম/১) ১ পুত্র ঃ মুহম্মদ ইউনুছ খান (৪২তম/১, জন্ম-১৮৮৫ মৃত-১৯৬৭ খৃঃ) ডিষ্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্টার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর শিক্ষা বিস্তার ও জনকল্যাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হোমিও চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন এবং বাড়ীতে বসে হোমিও ডাক্তারী করতেন। সস্তায় গরীব জনসাধারণের চিকিৎসা করতেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

সরকারী চাকুরীতে থাকাকালীন সাতকানিয়া ও জোরওয়ারগঞ্জ এবং ফতেয়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি নিজ বহিরবাড়ীতে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন এবং একটি মহিলা মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে প্রধান শিক্ষক ও সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর অক্লান্ত তৎপুরতার ফলে, স্কুলটি পূর্ণমান উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং চুনতী আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি স্থাপিত হয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তিনি কিছুকাল চুনতী মাদ্রাসারও সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হজ্ব সমাপন করেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর এন্তেকাল করেন। তিনি সমাজ কল্যাণমুলক কাজে অগ্রণী হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুহম্মদ ইউনুছ খানের (৪২তম) ৫ পুত্র ঃ ১. মুহাম্মদ আইয়ুব খান ২. মুজিবুর রহমান খান ৩. নজাবত উল্লাহ খান ৪. হামীদুল্লাহ খান ৫. রুকুনুদ্দীন খান এবং ৮ কন্যা তমন্না, কমরু, রুনু, জুনু, নার্গিস, আরেফা ও আরমান খানম।

মুহাম্মদ আইয়ুব খান (৪৩তম/১, জন্ম-১৯১৬ মৃত-১৯৮২খৃঃ) এম. এড. চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট নৈশ বিদ্যালয়ের প্রথিত যশা শিক্ষক। তিনি প্রধান শিক্ষক সংঘের সম্পাদক ছিলেন এবং জেলা বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার নায়েব সালার ছিলেন।

গৌরবপূর্ণ ছাত্র জীবন, ছাত্রনেতা ছিলেন। ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধীয় উপন্যাস 'রঙ্গীন হেলাল' রচনা করেন। দেশত্ববোধক কবিতার বই 'খঞ্জর' প্রণয়ন করেন।

মুহাম্মদ আইউব খানের (৪৩তম/১) ৩ পুত্রঃ ১. জালাল উদ্দীন ২. নকীবউদ্দিন ৩. শাহবাজউদ্দীন খান। জালালুদ্দীন খানে (৪৪তম/১) দুই কন্যা জাফরীন, ছায়েমা এবং নকীবুদ্দীন খানের (৪৪তম/২) এক কন্যা শাহিদা।

মুজীবুর রহমান খান (৪৩তম/২) বি. এ. আবকারীর ডেপুটি সুপারিনেটেন্ডেন্ট ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাঁর ৩ পুত্র, ১. মিনহাজুর রহমান খান ২. সাজ্জাদুর রহমান খান ৩. এজাজুর রহমান খান এবং ৩ কন্যাঃ ১. খালেদা এদিব খানম স্বামী শেখ খবীরুল হক, অবঃ রসায়নবিদ। তাঁদের ১ ছেলে শেখ আওয়ান হক ও ১ মেয়ে শারমীন। ২. আলীয়া সুরাইয়া খানম স্বামী মুহিতুল আলম ইংলিশের এম.এ. (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) এম.এ (ক্যানাডা), পি.এইচ.ডি গবেষণারত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসার ও সভাপতি ইংরেজী বিভাগ। তাঁদের ৩ ছেলে ১. গফুরুল ওয়াদুদ আলম, বি.কম.:সম্মানের ছাত্র, ২. নছিহউল ওয়াদুদ আলম ৩. অকীবুল ওয়াদুদ আলম; মুজিবুর রহমানের ৩য় মেয়ে রুবা স্বামী ফেরদাওসুল করিম, ইঞ্জিনিয়ার; তাঁদের ২ ছেলে ১. শাফকত ২. ছাকীব।

নজাবতুল্লাহ খান (৪৩তম/৩) এম. এ. কর বিভাগে প্রিভেন্টিভ অফিসার ছিলেন। তৎপুত্র ঃ ছানাউল্লাহ খান রুম্মান এবং ৩ কন্যা রুহেলা, কাশফী, নুপুর।

রুকুনুদ্দীন খান (৪৩তম/৫) এম. এ. স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁর ৩ পুত্র, ১. সাইফুদ্দীন মাহমুদ খাঁন ২. ইমতিয়াজ উদ্দীন মুহাম্মদ খান ৩. মুহাম্মদ মহিন খান।

আজীজুল্লাহ খান (৪০মত/১) আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। হজ্জ্ব সমাপন করেন। দরবেশ ছাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ভারতের ইউ. পি. থেকে শাদী করেন এবং শেষ বয়সে ভারতের ইউ. পি. তে গিয়ে বসবাস করেন। বর্তমানে ইউ.পি. তে তাঁর বংশধরের একশাখা অবস্থিত আছে।

তিনি উচ্চ শ্রেণীর আলীম ছিলেন। তার ২ পুত্র চুনতীতে বসবাসরত ছিলেন। ১. মাওলানা কবি সাইফুল্লাহ্ খান জওহর ২. মৌলবী শেহাবুল্লাহ্ খান।

মাওলানা সাইফুল্লাহ্ খান প্রসিদ্ধ উর্দূ শায়ের আমীর মিনাঈর শাগরেদ ছিলেন। সুবক্তা ছিলেন। বার্মায় দীর্ঘ দিন শিক্ষকতা করেন এবং তথায় মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি নাম করা উর্দূ শায়ের এবং তার তখল্লুছ বা কবিনাম 'জওহর'।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মাওলানা সায়ফুল্লাহ্ খানের (৪১তম/১) তিন পুত্র ঃ ১. মুহম্মদ সোলায়মান খান ২. মুহম্মদ ইউসুফ খান ৩. মুহম্মদ কাসেম খান। ১. কন্যা ঃ নূরজাহান খানম।

মুহম্মদ সোলায়মান খান (৪২তম/২) একজন খ্যাতিসম্পন্ন হাকীম। তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ হাকীম হাবিবুর রহমানের মেয়ে বিয়ে করেন এবং ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি ঢাকা হামদর্দে হেকিমী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ৬ পুত্র ঃ ১. শেফাউল্লাহ ২. হাবীবুল্লাহ্ ৩. বরকতুল্লাহ্ ৪. কুদরত উল্লাহ ৫. নেয়ামত উল্লাহ ৬. রহমতুল্লাহ্ ও ৩ কন্যা বরকী, টোপা.....।

মুহম্মদ কাসেম খান বি.এ. (৪২তম/৩) অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজার পদ থেকে অবসর প্রাপ্ত। তাঁর ২ পুত্র ১. মুজিবুল্লাহ খাঁ ২. সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ্ খাঁ বারেক। ৩ কন্যা ১. রোনক আফজা ২. জয়নব অফজা ৩. শফিনাজ আফজা খানম বি.এ.।

মুজিবুল্লাহ খান (৪৩তম/১) চট্টগ্রাম ওয়াসায় কর্মরত। মুজিবুল্লাহর ২ কন্যা, সৈয়দা খানম ছিদ্দীকা ও সৈয়দা নাদিয়া খানম ছিদ্দীকা ।

মৌলবী শেহাবুল্লাহ্ খান (৪১তম /২, জন্ম-১৮৮৭ মৃত্যু-১৯৫০ খৃঃ) হজ্জ সমাপন করেন। চট্টগ্রাম সরকারী মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল প্রধান মৌলবীর পদে শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহন করেন। মীর্জারখীল দরবার শরীফের বিখ্যাত পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের উর্দূ জীবনী 'সীরতে ফখরুল আরেফীন' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। 'মিনহাজুল আদিব' নামে তার রচিত একখানা আরবী পাঠ্যপুস্তক কিছুদিন প্রচলিত ছিল।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী নূর জাহান বেগম ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। উভয়ই চুনতীর কবরস্থানে সমাহিত।

তাঁর ৫ পুত্র ঃ ১. সমিউল্লাহ খান (ঢাকা সিটি পুলিশের কর্মচারী ছিলেন) ২. শফিউল্লাহ্ খান (বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার) ৩. রশীদুল্লাহ্ খান (এম.কম.আয়কর উপদেষ্টা) ৪ শরীফুল্লাহ (বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার) ৫. এরশাদুল্লাহ্ খান (এফ.এম. ও এম.এ.) বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত। মৌলানা শেহাবুল্লাহ খানের ২ কন্যা ঃ ছমীরা, রহীমা।

সমিউল্লাহ খানের (৪২তম/১, জন্ম ১৯১২, মৃঃ ১৯৯১ খৃঃ) ২ পুত্র ঃ ১.শামসুল হক খান (বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার) ২. বদরুল হক খান (চাটার্ড একাউন্টেট) এবং ২ কন্যাঃ ফিরোজা, হাজেরা। সমিউল্লাহ খানের বিবি মাহফুজা বেগম (মৃঃ ১৯৮৯ খৃঃ)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

শামসুল হক খান (৪৩তম/২) একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ী।

শফীউল্লাহ্ খান (৪২তম/১), জন্ম-১৯২৫ মৃত্যু-১৯৯৮খৃঃ) বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ার, সাপ্লাই এন্ড ইনস্‌পেক্‌সন এর পরিচালকের পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। ঢাকার বনানীতে বসবাসরত ছিলেন। ১ ছেলে ডঃ মাহমুদুল হক খান, সহকারী অধ্যাপক পরিসংখ্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর ৩ কন্যা ১. মুনিরা খানম বি. এ. ২. সায়েরা খানম এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রভাষিকা এবং কানাডায় পি.এইচ. ডি. কোর্সে অধ্যায়নরত, ৩. যাল্লেরা খানম বি. এ.।

রশীদুল্লাহ খান (৪২তম/২) এম. কম. কর উপদেষ্টা। তিনি চুনতী মওরুছী মসজিদের ঘর ও দরগাহ সৌন্দর্য মন্ডিত করে পাকা করেন এবং সম্মুখস্থ দিঘী ও কবর স্থানের সংস্কার করেন।

তার ২ ছেলে ১. মুহাম্মদ সিরাজুল হক খাঁ এম. কম. কর উপদেষ্টা ২. ইকরামুল হক খাঁ এম. কম. সি. এ. কোর্সে পরীক্ষার্থী। ২ কন্যা ঃ রাযিয়া খানম এম. এ. এবং ২. রাফিয়া খানম রাজনীতি বিজ্ঞানে বি. এ. সম্মানের ছাত্রী। রশীদুল্লাহ খানের বিবি অধ্যাপিকা সালেমা বেগম (মৃঃ ১৯৯৫ খৃঃ)।

ফৈজুল্লাহ খান (৪০তম/২, মৃঃ১৩৩৭ হিঃ) সাব ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। দীর্ঘকাল দক্ষ প্রশাসক রূপে কাজ করে প্রভূত যশ অর্জন করেন। তিনি প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। দেশহিতৈষী হিসাবে এবং দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। মির্জারখীল দরবার শরীফের পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের খিলাফত লাভ করেন। চুনতীর প্রসিদ্ধ শুকুর আলী মুন্সেফের কন্যা মনিরুন্নেছা বেগমকে শাদী করেন।

তাঁর ৫ পুত্র ঃ ১. মুফিজুর রহমান খান ২. ফৈয়াজুর রহমান খান ৩. মুস্তাফিজুর রহমান খান ৪. এস্তেফাজুর রহমান খান ৫ হেফাজতুর রহহমান খান।

মুফিজুর রহমান খান (৪১তম/১) চট্টগ্রাম জেলা রেজিষ্ট্রি অফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। তাঁর ১ পুত্র ঃ ডাঃ ছরওরে জামাল খান।

ডাঃ ছরওরে জামান খান (৪২তম) তরুণ বয়সে আজাদী, তথা খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করে কলেজ থেকে শিক্ষা ছেড়ে দেন। পরে কলিকাতা গমন করে হোমিও এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। চট্টগ্রাম প্রত্যাবর্তন করে তিনি হোমিও প্রেকটিস আরম্ভ করেন এবং পাকিস্থান আমলে হোমওপ্যাথিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন। চট্টগ্রামে তিনি হোমিও চিকিৎসার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে

Chunati.com
Pioneer in village based website

পপুলার হোমিও প্যাথিক কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে প্রিন্সিপাল হিসাবে বহাল হল। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হোমিও শিক্ষক হিসাবে সুপরিচিত।

তাঁর তিন ছেলে ঃ ১. শফীকুর রহমান খান ২. খলীললুর রহমান খান ৩. মতিয়র রহমান খান এবং ৫ কন্যাঃ মোহছেনা, লুৎফুন্নাহার, মাহবুবা খানম (হোমিও ডাক্তার), খুরশিদ জাহান খানম,, মাহরুছা খানম'।

শফীকুর রহমান খাঁন (৪৩তম/১) বি. কম. পাশ এবং উত্তরা ব্যাংকের সিনিয়ার প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে অবসর প্রাপ্ত। তাঁর স্ত্রী তৈয়বা খানম। তাঁদের ৪ কন্যাঃ ১. ফরজানা জামান ২. ফারহানা জামান ৩. মুর্শিদা জামানা ৪. মুশফেকা জামান।

খলীলুর লহমান খান বি. এ. পাশ। তিনি অপর শাখার বদরুল হুদা খান ছিদ্দিকীর কন্যা ফাতেমা খানমের সাথে বিবাহিত। ফাতেমা খানম হোমিও ডাক্তার এম. বি. এস. এইচ.। খলীলুর রহামান খানের (৪৩তম/২) ৩ পুত্র ঃ সাদাত জামান খান ২. মাহমুদ জামান খান ৩. সাজিদ জামান খান।

মতিয়র রহমান খান (৪৩তম/৩) এম. কম. প্রথমে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

বর্তমানে ফ্লোরা লিঃ এর চট্টগ্রাম শাখার ম্যানেজার। তাঁর স্ত্রী লুৎফুন্নাহার রুবী। তাঁদের এক পুত্র ঃ তাহির ছরওয়ার খাঁন এবং এক কন্যা সাদিয়া জামান।

মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান খান (৪২তম/২, জন্ম-১৮৭৮খৃঃ এবং মৃত্যু ১৯৬৭ খৃঃ) কলিকাতা মাদ্রাসার ফাজেল, আরবী ফার্সীতে দক্ষ জ্ঞানী, ইংরেজীতে এন্ট্রেন্স পাশ, ভাষাবিদ এবং উর্দূ কবি।

পরহেজগার আলিম। প্রথমে বাংলাদেশে এবং পরে বার্মায় দীর্ঘকাল প্রধান মৌলবীর পদে স্কুলের শিক্ষকতা করেন। শেষ বয়সে নিজ এলাকায় কাজী ও নিকাহ রেজিষ্ট্রারের পদে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি একজন কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আরবী শিক্ষা সমাপনান্তে ইংরেজী পড়াকালীন সময়ে, কলিকাতায় নিজ শ্বশুর মাওলানা আবদুল হাই (ইবনে আবদুল হাকীম) এর মাধ্যমে সৈয়দ আমীর আলীর সংস্পর্শে আসেন। পরে অনুবাদ কাজে সৈয়দ আমীর আলীকে সাহায্য করতেন এবং সৈয়দ আমীর আলীও তাঁকে কিছু কিছু পারিশ্রমিক দিতেন।

Chunati.com

পরে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিশেষ রূপে বিকশিত হয়। তিনি 'রওনক' তখল্লুছ গ্রহণ করেন। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের উর্দূ পত্রিকায় তার বহু 'নাতিয়া ও গজল' প্রকাশিত হয় এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

তাঁর 'জলওয়ায়ে রওনক' এক বিশাল হস্তলিপি গ্রন্থ। তিনি 'এছতিলাহাতে জুগ্রাফিয়া' নামক উর্দূ পুস্তিকার রচয়িতা। হাকীম সিকান্দর শাহ প্রণীত 'সীরতে ফখরুল আরেফিন' এর দ্বিতীয় খন্ড তিনি আংশিক বাংলা অনুবাদ করেন।

নিয়মানুবর্তিতায় ও শৃংখলাপরায়ণতায় তিনি দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুসরণ করতেন। নিয়মানুবর্তিতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিয়মিত ৫০ বৎসরাধিক উর্দূ ভাষায় রোজনামচা লিপিবদ্ধ করেন। তার নিজস্ব সংগ্রহে অনেক দুষ্প্রাপ্য আরবী, ফার্সী, উর্দূ গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে।

তিনি মির্জাখীল দরবার শরীফের প্রসিদ্ধ পীর হযরত মাওলানা আব্দুল হাই জাহাঙ্গীর শাহের অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন। তিনি চুনতী হাকিমিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্নের একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং দীর্ঘকাল ধরে মাদ্রাসার সেক্রেটারীর কাজ আনজাম দেন।

তিনি অপর শাখার মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের কন্যা ছফিরা খাতুনকে বিয়ে করেন।

তাঁর তিন পুত্র ঃ ১. মৌলবী শরাফত উল্লাহ্ খান ২. উমেদ উল্লাহ্ খান ৩. হেমাযত উল্লাহ খান এবং দু'কন্যা ঃ মাহফুজা ও মাসউদা খানম।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মৌলবী শরাফত উল্লাহ্ খান (৪৩তম/১) এফ. এম. বি. এ. (সম্মান)। তিনি বাংলাদেশের জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ পরবর্তী একোয়ার্ড এষ্টেটের সাব ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ অলংকৃত করেন। তিনি তার চাচাতো বোন মরহুম এস্তেফাযুর রহমান খানের কন্যা, মায়মুনা খানমের সাথে পরিণয়সুত্রে আবদ্ধ হন। তিনি নিজে দক্ষ আলিম ছিলেন এবং জ্ঞান চর্চায় সার্বক্ষণিকভাবে ন্যস্ত থাকতেন।

তাঁর স্ত্রী মায়মুনা খানম কাব্যচর্চায় ব্যাপৃত থাকতে পছন্দ করতেন। মায়মুনা খানমের মাতা মোছলেহা বেগম, (মাওলানা আব্দুল হাকীম ছাহেবের পুত্র মাওলানা ইসমাঈল ছাহেবের কন্যা) কবি মনস্কা ছিলেন। আধ্যাত্মিকভাবে দেশীয় গান রচনা করতে পছন্দ করতেন। শরাফতুল্লাহ্ খান ও মায়মুনা খানমের নিজস্ব ছেলেমেয়ে না থাকায়, মায়মুন খানমের ভগ্নি আনিছা খানমের বড় মেয়েকে পোষণ করেন এবং পরে ডাক্তার ছরওরে জামানের বড় ছেলে শফীকুর রহমানের সাথে বিয়ে দেন।

Chunati.com

শরাফত উল্লাহ উর্দূ ভাষায় কবিতা রচনা করেন। তার কবি নাম 'শফক'।

উমেদউল্লাহ খাঁন (৪৩তম/২) চাটগাইয়া গানের লেখক। তিনি অত্যন্ত সুন্দর মনমুগ্ধকর দেশী গান রচনা করেন। তাঁর অনেক গান কেসেট হয়েছে। তিনি সরকারের খাদ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

তার ৩ পুত্র ঃ ১. নেয়াজুর রহমান খাঁ ২. ফযলুর রহমান খাঁ ৩. আতাউর রহামান খাঁ। তাঁর দুই কন্যাঃ শামীমা ও নাসিমা খানম।

নিয়াজুর রহমান খাঁ (৪৪তম/১) বি. এসসি. ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ ওয়াসার চট্টগ্রাম শাখার নির্বাহী প্রকৌশলী, নেদারল্যান্ড ও জাপান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নেছা। তাঁর ২ কন্যা সনজিদা ও তসলিমা।

ফযলুর রহমান খাঁ (৪৪তম/২) গার্মেন্টিস শিল্পে প্রডাক্শন ম্যানেজার। তাঁর স্ত্রী ছওলত সুলতানা। তাঁর পুত্র মুনতাছির জওয়াদ খাঁ।

হেমায়ত উল্লাহ খাঁ (৪৩তম/৩, মৃঃ ১৯৯৬ খৃঃ) বি. এ., এল. এল. বি. এডভোকেট। অধুনালুপ্ত ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পাঠ্যাবস্থায় মুসলিম ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান অধ্যাপক সুলতানুল আলম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ষ্টুডেন্টেস ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী হিসাবে ত্রয়োমাসিক হস্তলিপি সাময়িকী 'শাহানা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তৎকালীন চট্টগ্রাম শহরের চুনতী বান্ধব সমিতির সেক্রেটারীও তিনি ছিলেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে কিছুকাল অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার নিতে হয়। সেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্টস্ অব ভেনিস' এর কাহিনী অবলম্বনে 'ইহুদীর বিচার' নামক একটি একাংকিকা রচনা করে চুনতী স্কুলে মঞ্চস্থ করেন। তিনি কবিতা রচনা করতে পছন্দ করতেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ নানা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। তিনি সাতকানিয়া আইনজীবি সমিতির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ছিলেন।

তাঁর স্ত্রী জোবায়রা বেগম। তাঁর ৩ ছেলে ১. ফরদউদ্দীন ২. নিযাম উদ্দীন ৩. ফয়েজউদ্দীন এবং ৩ কন্যা ১. নায়েমা ২. ছায়েমা ৩. নাজমা।

ফরিদউদ্দীন খাঁ এম. কম. এল. এল. বি. (৪৪তম/১) রাজনীতিবিদ ও অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রী নাজমুন নাহার জেসমিন। তাঁর এক ছেলে নাসিফ উদ্দীন ও ১ মেয়ে মুনতাকা।

Chunati.com

মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান খানের বড় মেয়ে মাহফুজা খানমের স্বামী সাতকানিয়া নিবাসী আবদুল আওয়াল, একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি বৃটিশ আমলে মুন্সিফের পদে নিযুক্ত হয়ে পাকিস্থান আমলে জেলা জজ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জনে সে যুগের একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিবার গড়ে তুলেন। তাঁদের ৫ ছেলে ১. আবুল মুকাররম মুহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ ২. আবুল কালাম মুহাম্মদ শফিউল্লাহ ৩. আবদুল কাদের নবু ৪. আবদুল আহাদ খসরু ৫. আবুল ফজল মুহাম্মদ আবদুল মুমিন বাহাদুর এবং ৬ মেয়ে ১. মাসুমা খাতুন স্বামী আবদুল জলিল খান চৌধুরী, অবঃ চেয়ারম্যান ফুড সেল ডিপার্টমেন্ট। ২. শামসুন্নেছা স্বামী মুহাম্মদ এয়াহয়া, এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা। ৩. নজমুন্নেছা স্বামী আবদুল বারী, সাবেক অধ্যক্ষ, বি.আই. টি, চট্টগ্রাম। ৪. মাহবুবা খাতুন স্বামী লেয়াকত হোসেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পানি উন্নয়ন বোর্ড। ৫ লুৎফুন্নেছা স্বামী আনোয়ার হোসেন, ব্যবসায়ী । ৬. কামরুন্নেছা স্বামী নূর মুহাম্মদ আনোয়ার।

১. আবুল মোকাররম মুহাম্মদ ইনায়েত উল্লাহর ১ ছেলে মুহাম্মদ ইনামুল্লাহ এবং ২ মেয়ে ১. শাহনাজ সুলতানা এম. এ. (ফিনান্স) ২. সাজিয়া সুলতানা এল. এল. এম.।

২.আবুল কালাম মুহাম্মদ শফিউল্লাহ্, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীতে ডাক্তার; অবঃ মেজর জেনারেল।

মাওলানা ফৈয়াজুর রহমানের দ্বিতীয় মেয়ে মাসুদা খানমের স্বামী মাষ্টার ফজলুল হক। তাদের ২ ছেলে ১. ডঃ জহুরুল হক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর স্ত্রী অধ্যক্ষা নিলুফার জহুর, অধ্যক্ষা-এনায়েত বাজার মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। ২. মঞ্জুরুল হক, সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম কলেজ। মসুদা খানমের ৩ মেয়ে ঃ ভুলু, হোসনা, শাহানা।

মুস্তাফিফুর রহমান খান (৪২তম/৩) গৌরবপূর্ণ ছাত্র জীবন, এম. এ. (স্বর্ণপদক) ফার্সী ভাষায়। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ অলংকৃত করেন। সৎ, নিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় বিচারক ও প্রশাসক রূপে সরকারী কাজে খ্যাতি অর্জন করেন।

ধার্মিক পুরুষ হিসাবে যশস্বী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মির্জাখীল দরবার শরীফের হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের জামাতা ও অন্যতম খলীফা। বহু পুস্তক প্রণেতা। হযরত আবদুল কাদির জিলানীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'যুবদতুল আছরার' এর বাংলা অনুবাদকারী। 'সাধুর আত্মবিনাশ' নামে তছওফের ফানা বকা বিষয়ের উপর পুস্তক

Chunati.com

প্রণয়ন করেন। তাঁর লেখা প্রায় ২০ টি ছোট বড় গ্রন্থ ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতের ধর্মকেন্দ্র ও তীর্থসমূহে সফর করেন ও হজ্ব সমাপন করেন। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য, ভদ্র ও নম্র স্বভাব জনসমক্ষে আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর ধর্মীয় উপদেশ বহু লোককে সৎপথে আনয়ন করে। বহুলোক কয়েদখানা থেকে মসজিদগামী হয়। শত শত লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করে।

তাঁর ৫ ছেলে ঃ ১. আমনুল্লাহ খান (৪৩তম/১) এম. এ., বি. এল. বিচার বিভাগে মুন্সেফ পদে নিয়োজিত হয়ে জেলা জজ ও সেসন জজ, আয়কর ট্রাইবুলান জজ এবং শ্রমিক আদালতের জজ হিসাবে অবসর গ্রহণের পর ইন্তেকাল করেন।

আমানুল্লাহ খানের (৪৩তম/১) ৪ মেয়েঃ রুমা, রূপা, রুহী ও রুচি।

ফযলুল্লাহ খান (৪৩তম/২) বি. কম. বীমা কোম্পানীর উচ্চপদ থেকে অবসর প্রাপ্ত। তার ৩ ছেলেঃ ১ আনিসুল রহমান খান ২. আরিফুর রহমান খান ৩. আমিনুল রহমান খান।

আনিসুর রহমান খান ঃ (৪৪তম/১) বি. কম. বিজনেস্ একজিকিউটিভ। তাঁর ২ পুত্রঃ ১. আজিজুর রহমান খান ২. আসরারুর রহামান খান।

আরিফুর রহমান খান (৪৪তম/২) ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার, সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল শিপিং কর্পোরেশনে কর্মরত। তিনি অপর শাখার ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খানের ২য় কন্যা ডাক্তার মালেকা আফরোজের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর কন্যাঃ আফসানা আফশু।

ফরমানুল্লাহ খান (৪৪তম/৩) এম.এ., এল.এল.বি. সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট। পাকিস্তানোত্তর যুগের বিখ্যাত ছাত্রনেতা। পাকিস্তান ছাত্রশক্তির প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাঁর কন্যাঃ মিলু।

বুরহান উল্লাহ খান, বি.এ. (৪৪তম/৪) আমেরিকান দুতাবাসের কর্মকর্তা ছিলেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমেরিকায় বসবাসরত। তৎপুত্র মাহফুজুর রহমান খাঁ।

বুরহান উল্লাহ খানের স্ত্রী হিলালী বেগম, বি.এ. বি.এড. স্কুল শিক্ষিকা, বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ওয়াল মার্ট এ ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজার পদে কার্যরত। তাদের ১ ছেলে মাহফুজুর রহমান খান, ছাত্র।

মনসুর উল্লাহ খান (৪৪তম/৫) এম. এ. লন্ডনে বাংলাদেশ দুতাবাসের কর্মকর্তা। তিনি যুগোস্লাবিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। তার ২ কন্যাঃ সাবরিনা ও আনিতা।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

মৌলবী মুস্তাফিজুর রহমান খানের ৯ কন্যাঃ লতীফা, জমীলা, কুলসুমা, হাশমত আরা বেগম, হাসিনা বেগম, জাহান আরা জেসমিন, নাযমুন নিছা, নারগিস, রিযিয়া সুলতানা রাণী।

১. লতীফা খানমের স্বামী মাহমুদুল হক। তাদের এক ছেলে হাফেজ আহমদ। তাঁর ২ ছেলে ১. ডঃ মাহবুবুল হক, মাইক্রো ওয়েভ কমিউনিকেশন এ পিএইচডি. ২. ডাঃ ইমরানুল হক, ৩. মিটু এমেরিকায় বসবাস রত।

২. জমিলা খানমের স্বামী আহমদ মিঞা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাদের দুই মেয়ে ঃ ১. সকীনা খাতুন, স্বামী বাদশা মিঞা, প্রসিদ্ধ সমাজকর্মী ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক; তাঁর নামে চট্টগ্রামের বাদশা মিঞা সড়ক আছে।

তাদের দুই ছেলে ঃ ১. আহমদ আবু কামাল চৌধুরী বাবুল ২. ডাঃ মাহমুদ আহমদ চৌধুরী এবং ৭ মেয়ে ঃ ১. রওশন আখতার চৌধুরীঃ, অর্থনীতি বিজ্ঞানে বি.এ. সম্মান ও এম.এ., সরকারী কলেজে অধ্যাপক এবঙ বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ২. সুরাইয়া আখতার ৩. শামীম আখতার ৪. নার্গিস আখতার ৫. পারভিন আখতার ৬. শাহীন আখতার ৭. খুরশিদ আখতার।

জমীলা খানমের ২য় মেয়ে সলীমা খাতুন। স্বামী এডভোকেট সিরাজুল ইসলাম। তাদের পালক মেয়ে উপরে উল্লেখিত জমীলা খাতুনের ৭ম মেয়ে খুরশিদ আখতার স্বামী আবুল হোসেন চৌধুরী। তাদের ১ ছেলে ইফতিখার হোসেন বুয়েটে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র এবং ৩ কন্যা, ১. হাসিনা হোসেন ডাক্তারী পড়ে, স্বামী রিফাত আনোয়ার ২. রোকসানা হোসেন, ৩. ফরযানা হোসেন।

সলীমা খাতুন ও তাঁর স্বামী চট্টগ্রাম শহরের জামাল খান রোডে সলিমা-সিরাজ মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে বর্তমানে কিণ্ডার গার্টেন থেকে আলীম পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে।

৩. কুলসুমা খানম ১৯৩০এর দশকে মেট্রিক (এসএসসি) পাশ করে স্বনাম ধন্যা হন। তাঁর স্বামী বিচারপতি মুহাম্মদ ইদ্রিস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. প্রথম বিভাগে সোনার মেডেল সহ পাস করেন। পাকিস্থান আমলে তিনি ইলেকশন কমিশনার ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের আইনবিদ ছিলেন। জিলা জজ থাকা কালীন তিনি মৈমনসিং ডাকাতি কেইস এর ট্রাইবুন্যাল বিচারক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই সুবাদে তিনি হাই কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন।

তাঁদের ২ ছেলে ঃ ১. ডঃ মুনিরুল ইসলাম, পদার্থ বিজ্ঞানে অতিশয় মেধাবী ছাত্র

Chunati.com
Pioneer in village based website

হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কালি নারায়ন বৃত্তি লাভ করেন। তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনবিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে গবেষণা রত আছেন; ২. আমিনুল ইসলাম। তাঁদের ১ মেয়েঃ রোকেয়া বেগম, স্বামী ডাঃ এ.কে.এম ইউসুফ, প্রখ্যাত ডাক্তার এবং রাজনীতিবিদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত।

৪. হাশমত আরা বেগম এর স্বামী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম এম.কম, একজন প্রসিদ্ধ ব্যাংকার ও ব্যবসায়ী । তিনি বাংলাদেশে ফ্লোরা লিমিটেড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। তাঁদের দুই ছেলে ঃ ১. মোস্তফা শামসুল ইসলাম প্রিন্স ২. মোস্তফা রফিকুল ইসলাম ডিউক, এবং ২ মেয়ে এ্যানী ও হেলেন।

মোস্তফা শামসুল ইসলামের স্ত্রী ছফিয়া বেগম; তাদের ২ ছেলে, ১. ফরহান, ২. শাদমান। মোস্তফা রফিকুল ইসলামের স্ত্রী ফারাহ ইসলাম। তাঁদের ১ মেয়ে সরোশা ইসলাম।

হাশমত আরা বেগমের ২ মেয়ে ঃ ১. মুনিরা ইসলাম এ্যানী, স্বামী গোলাম জিলানী, ইঞ্জিনিয়ার, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে বসবাস রত। তাদের এক ছেলে ঃ শেখুল আরেফীন জিলানী, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে স্কুলের ছাত্র, মেধার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের স্বাক্ষরকৃত প্রেসিডেন্সিয়াল এওয়ার্ড প্রাপ্ত। ম্যাজিক কার্ড গেইম এর ম্যাজিক দ্য গেদারিং প্রতিযোগিতায় বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। ভবিষ্যতে নিউরো সার্জন হতে চায়।

২. মুবাশ্শিরা ইসলাম হেলেন, স্বামী খালেদ গাজী, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে কার্যরত। তাঁদের ২ ছেলে, ১. ওমর গাজী ২. ফাহাদ গাজী।

৫. হাসিনা বেগম স্বামী ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান। তাঁদের ২ ছেলে ঃ ১. নাছের উদ্দীন ২. হাকীম উদ্দীন এবং ২ মেয়ে ১. খদীজা গুলজার ২. মালিকা আফরোজ।

৬. জাহান আরা জেসমিন, স্বামী নযরুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক মানের ব্যবসায়ী। তাঁদের ১ মেয়ে ঃ লতীফা খানম এলি, স্বামী ডাঃ আবদুর রউফ চৌধুরী, এম.বি.বি.এস., ডি.সি.এইচ., এম.আর. সি.পি., এম.ডি., মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত। তাঁদের দুই মেয়ে ঃ তানযিমা রউফ, তাহসীনা রউফ।

৭. নজমুন নাহার নাজমা, স্বামী ক্যাপটেন মুহাম্মদ শফী, অবঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন; তাদের ১ ছেলে, মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন, যশস্বী ছাত্র জীবন, বি.এ. সম্মানে ট্রাইপোজ ও এম.বি.এ. (আমেরিকায়), উচ্চ পর্যায় ব্যাংকে আমেরিকায় কার্যরত, স্ত্রী আশিকা ফারযানা। এবং দুই মেয়ে, ১. নাহার ২. ছাবেরা খানম,

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

স্বামী শরীফুদ্দৌলা।

৮. রবিউন্নেছা বেগম নার্গিস স্বামী ডঃ রশীদ সাঈদ, মেডিসিনে পি.এইচ.ডি. বর্তমানে সউদী আরবে কার্যরত। তাঁদের ৩ ছেলে, ১. ডাঃ মেসবাহুদ্দীন সুমন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার, স্ত্রী ছমিনা বেগম, এম. এ. সাংবাদিকতা এবং ২. সুজা উদ্দীন সুজন ৩. নিযামউদ্দীন নিযাম, উভয়েই মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে বি.বি.এ'র ছাত্র। তাঁদের দুই মেয়ে ১. নাহার ২. ছাবেরা খানম।

৯. রিজিয়া সুলতানা রাণী, স্বামী মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, বাংলাদেশ সরকারের অবঃ সেক্রেটারী; তাঁদের ২ ছেলে ১. রিয়াদ হামীদুল্লাহ্ আলীগড়ের বি.এ. সম্মান, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিজ্ঞানে এম.এস.এস. ১ম শ্রেণী, বি.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম স্টেণ্ড করে বর্তমানে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসে কর্মকর্তা। ২.নিয়ায আসাদুল্লাহ, আলীগড়ের বি.এ. সম্মান প্রথম শ্রেণী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিজ্ঞানে এম.এস.এস. প্রথম শ্রেণী, ঢাকায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা রত। তাঁদের ২ মেয়ে ১ নূছরাত জাহান, বি.এ. স্বামী আরীফ ২. তামান্না মাহীন।

এস্তেফাজুর রহমান খান (৪২তম/৪,জন্ম-১৮৯০ মৃত্যু-১৯৫২ খৃঃ) পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। প্রসিদ্ধ সমাজ নেতা। ধর্মপ্রাণ, আধ্যাত্মিক সাধনায় সম্পৃক্ত, বেহালাবাদক, গায়ক ও গান প্রণেতারূপে সুপরিচিত। তিনি বাংলায় দুইশতের উপর মারফতী, মুর্শিদী ও অন্যান্য গান রচনা করেছেন। তাঁর ৩ পুত্র ১. মলিহুদ্দীন খান ২. রফিউদ্দীন খান ৩. সুলতান সালাহউদ্দীন খান এবং চার কন্যা ঃশাকেরা, আনিছা, মায়মুনা ও আজীজা খানম।

মলিহুদ্দীন খান (৪৩তম/১, জন্ম- ১৯১৫ মৃত্যু-১৯৯৪ খৃঃ) বি. এ. প্রথমে দ্বিতীয় মুহাযুদ্ধাকালীন সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রিভেন্টিভ অফিসার, শিক্ষকতা, বীমা কোম্পানী ইত্যাদিতে কাজ করেন। তার দুই ছেলে ১. তমীজউদ্দীন খান এম. এ. ২. ফরিদ উদ্দীন খান এম. এ. এবং ৪ কন্যাঃ ছকিনা, রিজিয়া, মরজিয়া, হাসিনা খানম ছিদ্দীকা এম.এ. এল. এল. বি. রাজনীতির অধ্যাপিকা। তাঁর মেয়ে আরিফা মায়িশা চৌধুরী।

তমিজউদ্দীন খান (৪৪তম/১) এম. এ. তাঁর ১ কন্যাঃ তাহমিনা খানম ছিদ্দীকা।

ফরিদউদ্দীন খানের (৪৩তম/২)এম. এ. তাঁর ১ কন্যাঃ ফয়েজা খানম ছিদ্দীকা।

রফিউদ্দীন খানের (৪৩তম/২) এক পুত্রঃ বাহার উদ্দীন খান (বি. এ.) এবং তিন মেয়ে, রাছনা, হাছনু, নাজু।

Chunati.com

সালাহউদ্দীন খানের (৪৩তম/৩) দুই পুত্র ঃ ১. নিয়াজুর রহমান খান বি.কম. ২. মফিজুর রহমান এবং ১ কন্যাঃ নায়িমা খানম।

এস্তেফাজুর রহমান খানের ৩ কন্যা ঃ ১. আনীছা খানম, তাঁর ৩ মেয়ে তৈয়বা, যাকেরা ও শাহেনশাহ্ ২. মায়মুনা ও ৩. আযীযা।

হেফাযতুর রহমান খান (৪২তম/৫) বি.এ.বি.এল.। দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাটির প্রধান এসেসারের কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। আরবী, ফার্সী, উর্দূ ভাষায় তার দখল ছিল। তিনি কবি ও সঙ্গীত ভক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষায় বহু গীত রচনা করেন। তিনি 'মুর্শিদ গীতিকা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর কোন কোন গীত রেকর্ড হয়েছে। তাঁর ২ ছেলে ঃ ১. হাবিব উল্লাহ ২. সাইফুল্লাহ্ এবং ৯ কন্যাঃ শরীফা, ফরিদা, আমীরা, খালেদা, শাহেদা, বেলা, মালা, বীনা, মনিরা।

হাবিবউল্লাহ খান (৪৩তম/১) কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট। তাঁর তিন পুত্রঃ ১. ডাঃ নওশাদ আহমদ খান এম. বি. বি. এস. (চক্ষুবিশেষজ্ঞ) ২. সমসাদ আহমদ খান ৩. মেজাফফর উদ্দীন খান। ৩ কন্যাঃ ১. নাওসেবা খানম মিলি ২. নাওশীন নিগার.খানম ৩. গুলশান আরা খানম, স্বামী বেলাল আহমদ, তাদের ১ ছেলে ঃ আদীব।

ডাঃ সায়ফুল্লাহ খান (৪৩তম/২) এম. বি. বি. এস. ডাক্তার, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর স্ত্রী সুফিয়া বেগম, রাজনীতি বিজ্ঞানে এম.এস.এস. দ্বিতীয় বিভাগ। তাঁর ছেলে তাওসীফ রহমান খান।

Chunati.com
Pioneer in Village Based Website

ডাঃ নওসাদ আহমদ খানের (৪৪তম/১) এক পুত্রঃ আহমদ যায়ীম খান।

হেফাযতুর রহমান খানের ৯ কন্যা ঃ

১. শরীফা খানম, স্বামী মরহুম আবদুল জব্বার এম.কম. টেক্স কমিশনার। তাঁর ১ ছেলেঃ কামাল উদ্দীন আহমদ ইঞ্জিনিয়ার, ৩ মেয়ে ঃ ১. মরহুমা সালেমা খানম অধ্যাপিকা রাজনীতি বিজ্ঞান, ২. খুকু ৩. মিনা।

২. আমীরা খানম, স্বামী মরহুম শামসুল হুদা, নজু মিঞা সওদাগরের ছেলে। তাঁদের ২ ছেলে ১. এস. এম. ফারুক ২. এম. এম. খালেদ; ৬ মেয়ে ১ ছকীনা খানম ২. আমেনা খানম ৩. রোকেয়া খানম ৪. ছাকী, স্বামী সুলতান মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান ওয়াসা ৫. মিষ্টি ৬. নিজারত।

৩. ফরিদা খানম, স্বামী মরহুম আবদুল জব্বার এম.কম. টেক্স কমিশনার। তাঁর ১ ছেলে তারেক উদ্দীন আহমদ, এম.বি.বি.এস ও ২ মেয়ে ১. মাহমুদা খানম, স্বামী এল. কে. ছিদ্দীকী, প্রাক্তন মন্ত্রী। ২. শেলী স্বামী সরওয়ার কামাল নিজাম।

Chunati.com

৪. খালেদা খানম, স্বামী লুৎফর রহমান, তাদের ১ ছেলে সাদেক সাইফুর রহমান স্বপন এম. বি. বি. এস. (সার্জন), ১ মেয়ে ফেরদৌসী রহমান চন্দন, কণ্ঠ শিল্পী।

৫. শাহেদা নূর স্বামী এম. এ. নুর ইনকাম-টেক্স উকিল, তাঁদের ১ ছেলে জিয়াউল হাকীম ও ২ মেয়ে ১. তালাত সুলতানা ২. সাদিয়া সুলতানা।

৬. হালীমা খানম (বেলা খান), স্বামী নূরুল আলম চৌধুরী, বি.এ., প্রতিষ্ঠাতা নূরুল আলম চৌধুরী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, মুলুক সোয়ান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, তাদের ১ ছেলে নিজাম উদ্দীন আহমদ চৌধুরী ১ মেয়ে নুছরত শারমীন মমতা চৌধুরী।

৭. ফাতেমা খানম মালা, স্বামী নাছির হোসাইন, অগ্রণী ব্যাংকে, এ.জি.এম., তাঁদের ১ ছেলে, ফাহীম, ২ মেয়ে ১. মিতুল ২. মিনুহ।

৮. সেলিমা খানম বীনা, স্বামী মুসলেহ উদ্দীন আহমদ বি.জি.আই.পি. বাংলাদেশ জেনেরাল ইনসিউরেন্স, এ.এম.ডি.। তাদের ৩ মেয়েঃ ১. নবীনা ২. রুবিনা ৩. ফাহিমা।

৯. মনিরা খানম, স্বামী রাহগীর মাহমুদ, চকরিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক, তাদের ৩ মেয়ে ১. দ্বিপী ২. সায়হে ৩. সন্নিধ্য।

নাছির উদ্দীন খানের কনিষ্ঠ ছেলে ঃ তৈয়বউল্লাহ খান (৪০তম/৫) কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী ব্রাঞ্চে ইন্টারমেডিয়েট আর্টে পড়াশোনা করেন। তাঁর নিজস্ব লজিকের একটি পাঠ্য বই পাওয়া গেছে, যা ইংরেজীতে রচিত। তিনি দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং জমিদার ছিলেন। তাঁর নিয়মানুবর্তিতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। নির্ভিক দক্ষ প্রশাসকের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেয়। স্পষ্ট ভাষী ও সত্যবাদী বলে তার নাম ছিল। তিনি কামলাদের সাথে খেতখামারে নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি মুলুকছোয়ানের প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশে বিবাহ করেন। তাঁর বিবি ছিলেন মোসলেমা খাতুন। তিনি ১৩৫৩ হিঃ/১৯৩৩ খৃঃ ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ৬ ছেলে ঃ ১. কবির উদ্দীন আহমদ খান ২. তাহের আহমদ খান ৩. মুহম্মদ ছাদের খান ৪. কামাল উদ্দীন আহমদ খান ৫. জামাল উদ্দীন আহমদ খান ৬. মুহাম্মদ ইসরাইল খান এবং দুই কন্যা; ছদীদা খানম ও আয়েশা খানম।

কবির উদ্দীন আহমদ খান (৪১তম/১, জন্ম-১৮৯৭ মৃত্যু-১৯৮৬ খৃঃ) ইংরেজীতে বি.এ. সম্মান। গৌরবময় ছাত্র জীবন। সৎ ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসাবে অত্যন্ত সুনামের সাথে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ শিকারী ছিলেন এবং শিকারের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে যান।

তাঁর ৭ ছেলেঃ ১. কর্ণেল আফতাব আহমদ খান ২. ছৈয়দ আহমদ খান ৩. শহীদ

Chunati.com
Pioneer in Village based website

Chunati.com

আহমদ খান ৪. শফিক আহমদ খান ৫. ছগীর আহমদ খান ৬. ছফদর আহমদ খান ৭. আমিন আহমদ খান এবং ৭ কন্যাঃ শামসুন্নাহার, লায়লা, রৌশন, সেতারা, যোহরা, মরিয়ম বেনু, নাজমা বুলু। তাঁর বিবি যাহেদা খানম (মৃত্যু-১৯৮৯ খৃঃ)।

আফতাব আহমদ খান (৪২তম/১) এম. এ. এল.এল. বি.। বহুমুখী কর্মজীবন ঃ প্রথমে কলিকাতা নগর পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। পাকিস্তান আমলে ইংরেজী এবং আইনে অধ্যাপনা করেন। পরে সেনাবাহিনীর শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান এবং সেনাবাহিনীর কর্ণেল, জজ এডভোকেট জেনার‍্যাল হিসাবে অবসর গ্রহণ। তিনি হজ্জ্ব সমাপন করেন এবং ধর্মপ্রাণ, সততা, দক্ষতা এবং জ্ঞানের খ্যাতিসম্পন্ন। 'থিওরী অব কমার্শিয়াল ল' গ্রন্থের রচয়িতা। তার ৫ পুত্র ১. আলতাফুদ্দীন আহমদ খান বাবু, সৈন্যবাহিনীতে ম্যাজর। তাঁর দুই মেয়ে ঃ টুটু ও.....

ছৈয়দ আহমদ খান (৪২তম/২) বনবিভাগ থেকে অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি রেঞ্জার। তাঁর ৫ ছেলে ১.শাহাবুদ্দীন এম.এ. ২. গিয়াসুদ্দীন ৩. নিজাম উদ্দীন খান ৪. মিজানউদ্দীন খান ৫.মিনহাজ উদ্দীন খান এবং দুই কন্যাঃ আখতার ও মুছররত শরমীন।

শাহাবুদ্দীন খান (৪৩তম/১) এম. এ. পাশ । তাঁর ১ পুত্র ওয়াসিক সঈদ ও ১ কন্যাঃ আয়েশা খানম। গিয়াসুদ্দীন খানের (৪৩তম/২) ১ কন্যাঃ তাসনীমা আফরোজ। মিজানউদ্দীন খানের (৪৩তম/৪) ১ পুত্রঃ ঈশা খান।

শহীদ আহমদ খানের (৪২তম/৩) ৫ পুত্রঃ ১. মুহাম্মদ আলী খান স্বপন ২. সোহরাব আলী খান বাবু ৩. ছাবের আহমদ খান সোহেল ৪. আসফ আলী খান জুয়েল ৫. রাশেদ আহমদ খান রাসেল এবং ৩ কন্যাঃ শিরীন, তাহেরা, তৈয়বা।

মুহাম্মদ আলী খানের স্ত্রী ফরিদা পারভীন। তাঁদের ২ ছেলে ১. শাকের আলী খান ২. সোহরাব আলী খান এর ২ কন্যা ১. ফরজানা রোশন ২. মুমু। সোহরাব আলী খান (৪৩ তম/১) স্ত্রী শিরীন খানম। তাঁদের ২কন্যা ঃ সাদিয়া।

ডঃ শফিক আহমদ খান (৪২তম/৪, জন্ম-১৯৩৭ মৃত্যু-১৯৯২ খৃঃ) কৃতিত্বপূর্ণ ছাত্রজীবন। বায়োকেমিষ্ট্রিতে প্রথম বিভাগে এম. এসসি. পাশ করে তিনি সরাসরি বনবিভাগে যোগদান করেন। যুগোস্লাবিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বন গবেষণা বিষয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী হাছেল করেন। বাংলাদেশ বন বিভাগের সংরক্ষক পদে বহাল থাকা কালে ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁর চার ছেলে ঃ ১. নিয়াজ আহমদ ২.নাসিফ আহমদ খান রজত ৩. শাহনুর আহমদ খান রনী ৪. জাহীদ আদনান খান রুবাব এবং ১ মেয়ে রাহনুমা খানম দোলা।

Chunati.com

নিয়াজ আহমদ খান (৪৩তম/১) নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, বি. এ. সম্মান ও এম. এ. (লোক প্রশাসন) সর্বস্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, লোক প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক এবং যুক্ত রাষ্ট্রে পি. এইচ. ডি. কোর্সে গবেষণারত। তিনি এই বংশের অন্য শাখার মোবাশ্‌শের আহমদ ছিদ্দীকীর কন্যা মুশতবী বেগমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। এ বংশের কচি হাতের একটি প্রবীন স্কলারশিপের সদ্য প্রকাশিত তার বই "এ পলিটিকেল ইকোনমী অব ফরেস্ট রিসোর্সেস ইউজঃ কেইস স্টাডী অব সোশ্যাল ফরেস্ট্রী ইন বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত, ইংরেজী ভাষায় প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, বাংলাদেশের সামাজিক শিক্ষায় যুগান্তকারী প্রমাণিত হবার আশা করা যায়।

ছগীর আহমদ খান (৪২তম/৫) পাট প্রকৌশলী ডিপ্লোমাধারী। পাটকল সংস্থায় ম্যানেজারের পদে ও মর্যাদায় সমাসীন। তিনি তার ফুফী আয়েশা খানমের মেয়ে আনোয়ারা বেগমের সাথে বিবাহিত। তাঁর ২ পুত্র ১. রকীব আহমদ খান এম. এ. অর্থনীতি ২. ইফতিখার আহমদ খান এবং তাঁর ১ কন্যাঃ দৌরুতন্নেছা খানম প্রাণীবিদ্যায় বি. এসসি সম্মানে প্রথম বিভাগে প্রথম ও এম. এসসি. তে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত, বর্তমান কলিকাতার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. কোর্সের অধ্যয়নরতা।

ছফদর আহমদ খান (৪২তম/৬) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার।

আমীন আহমদ খান (৪২তম/৭) রাজনীতি বিজ্ঞানে এম. এস. এস. চুনতী আলিয়া মাদ্রাসা ও চুনতী মহিলা কলেজের অধ্যাপক এবং সমাজকর্মী ও পথিকৃৎ এন. জি. ও. 'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁর ৩ পুত্র ১. আবরার আহমদ ২. আমীর আহমদ খান ৩. ইমতিয়াজ আহমদ খান এবং পাঁচ কন্যাঃ সামিনা সুলতানা নিশু, তাহমিনা সুলতানা নিপু, শাকিলা সুলতানা মিতু, সোহানা সুলতানা ঝিনিয়া, তাজিন সুলতানা মেহের নিগার।

তাহের আহমদ খান(৪১তম/২) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টেকনাফে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা তৈয়বুল্লাহ খান টেকনাফ থানার সাব-ইন্সপেক্টর দারোগা ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ বসতবাড়ী চুনতীতে এন্তেকাল করেন। তিনি ১৯২৪ সালে আই এ (উচ্চ মাধ্যমিক) পাশ করে খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে তিনি নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রাণ মনোবৃত্তি, সততা, উদারতা এবং পরোপকারী দৃষ্টিভংগীর কারণে তিনি কোন ব্যবসায় প্রসার লাভ করতে সক্ষম হননি। তিনি জীবিকা উপার্জনের জন্য বনভূমিতে জঙ্গল পরিস্কার করে নয়াবাদী জমি বের করতে প্রবৃত্ত হন। আধ্যাত্মিক সাধনায়

Chunati.com

আত্মনিয়োগ করেন এবং সমাজসেবা ও গঠনমুলক কাজে সম্পৃক্ত হন। শেষ বয়সে দীর্ঘকাল তিনি হাকিমিয়া মাদ্রাসার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বহন করেন এবং তাতে শিক্ষকতা করেন।

কুরআন হাদীছ এবং ফিকাহ সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান ছিল। তছওফের 'মকাম' ও 'হাল' সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। আর ধর্মেকর্মে তিনি সরলপ্রাণ ও মধ্যপন্থার অনুসারী ছিলেন। তিনি সে সময়কার ঘোরতর ওয়াহাবী-সুন্নী বিতর্কে বিজড়িত না হয়ে দুই পক্ষের উগ্রতা প্রশমিত করতে চেষ্টিত ছিলেন। তদুপরি তিনি আলেম উলামাদের আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। ফলে তিনি সর্বস্তরের ছুফী ও ওলামাদের নিকট সমানভাবে সমাদৃত হন।

তাঁর তিন ছেলেঃ ১. মাহতাবউদ্দীন আহমদ খান ২. ডাঃ মঈনুদ্দীন আহমদ খান ৩. নিযামউদ্দীন আহমদ খান এবং ৪ কন্যাঃ ১. আসমা ২. রাবেয়া ছগীরা খানম ৩. আছিয়া সগিরা খানম ৪. মরিয়ম ছগিরা খানম। তাঁর প্রথম ছেলে ও প্রথম মেয়ে শিশু বয়সে মারা যায় ও ৩য় ছেলে নিযামউদ্দীন আহমদ খান ১৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করে। সে অল্প বয়সে দক্ষ নেতৃত্বের সুনাম অর্জন করে। আনছার নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ডঃ মুঈনদ্দীন আহমদ খান (৪২তম/২) ঢাকা ও ক্যানাডার ম্যাকগীলের ডবল এম. এ. এবং ঢাকার পি. এইচ. ডি.। জন্ম ১৯২৬ খ্রষ্টাব্দে। গৌরবপূর্ণ ছাত্রজীবন; বি.এ. সম্মান পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং প্রাচ্যবিদ্যা গ্রুপে প্রথম, গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত। ইতিহাস, বিশেষত ইসলামী ইতিহাস,তাঁর অধিত বিষয়।

তিনি আজীবন গবেষক। তিনি একাধারে ইসলামী শিক্ষা,ইসলামের ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞান, ইসলামী ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে গবেষণারত। দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায়, পাক ভারত বাংলাদেশ ও আরবে উনবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, বাংলাদেশ ও আরবে উনবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, বাংলাদেশের ফরায়েজী আন্দোলনের ইতিহাস, তিতুমীরের সংগ্রাম, ভারতে ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রাম, পলাশী থেকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুসলিম রাজনীতি দর্শন, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর প্রচুর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূতে দক্ষ জ্ঞান রাখেন এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী, ফার্সী, ফ্রেঞ্চ ও মালায়ু ভাষায়ও তাঁর যৎসামান্য জ্ঞান আছে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১

Chunati.com

সনের আন্দর ২ বছর তিনি ঢাকায় বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) সচিবালয়ে রিসার্চ অফিসার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্য্যন্ত করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাসে সিনিয়র লেকচারার হিসাবে অধ্যাপনা করে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদে ইসলামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে রিডার হিসাবে গবেষণারত ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক এবং সিলেকশন গ্রেড অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। বর্তমানে খন্ডকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাসে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন। 'হিষ্ট্রি অব্ দি ফরায়েযী মুডমেন্ট ইন বেঙ্গল' এবং 'তুমীর এন্ড হিজ ফলোয়ারস ইন বৃটিশ ইন্ডিয়ান রেকর্ডস্' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তার সাম্প্রতিক প্রকাশনা ঃ 'এ চ্যালেঞ্জিং এনকাউন্টার উইথ্ দ্যা ওয়েষ্টঃ অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' একটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। তাঁর ২ ছেলেঃ ১. নাছির উদ্দীন আহমদ খান। ২.হাকীম উদ্দীন খান এবং ২ মেয়েঃ খাজিদা গুলজার অর্থনীতিতে এম.এস.এস. এবং মালেকা আফরোজ এম. বি. বি. এস. ডাক্তার।

নাছির উদ্দীন আহমদ খান (৪৩তম/১) মেধাবী ছাত্র, রসায়ন বিজ্ঞানে বি.এসসি. (সম্মান) প্রথম শ্রেণী এবং এম. এসসি. প্রথম শ্রেণী। কম্পিউটার প্রশিক্ষণে কৃতিত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন। কম্পিউটার ব্যবসায় ব্যাপৃত। ঢাকার ফ্লোরা লিমিটেডে নেটওয়ার্ক বিভাগের ম্যানেজার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ এর মেয়ে শিরীন আহমদ, এম. কম. এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ। তাঁর দুই কন্যাঃ ১. সাদিয়া কদর ২. ছায়েমা শিরীন।

হাকিম উদ্দীন আহমদ খান (৪৩তম/২) কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ব্যাপৃত। মাওলানা আবদুল হাকীম শাখার মাওলানা আবদুল মনায়েম এর কন্যা খাদীজা খানম সিদ্দীকা (ফাযিল পরীক্ষার্থী) এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ।

খাদীজা গুলজার অর্থনীতি বিজ্ঞানে বি.এস. এস. (সম্মান) ও এম. এস.এস.। উভয়তেই দ্বিতীয় শ্রেণী। তাঁর স্বামী জনাব সালাহদ্দীন আহাম্মদ লোক প্রশাসনে এম. এস. এস. এবং কমার্স মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনে কর্মকর্তা। তাঁদের দুই সন্তান, এক ছেলেঃ আহমদ সিফাত নাবিল নূর এবং এক মেয়েঃ সেবতা রওশন।

Chunati.com

মালেকা আফরোজ এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। বর্তমানে ঢাকার পি.জি-তে এফ.সি. পি. এস কোর্সে অধ্যায়নরত তিনি অপর শাখার মরহুম মোস্তাফিজুর রহমান খানের নাতি আরিফুর রহমান খানের সাথে বিবাহিতা। তাঁদের এক মেয়েঃ আফসানা আফশু।

কামাল উদ্দীন আহমদ খান (৪১তম/৪) এম. এসসি. জন্ম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ। মেধাবী ছাত্র। স্কুলে সব সময় প্রথম স্থান অধিকারী ও মোহসিন বৃত্তিধারী। স্টার নিয়ে মেট্রিক পাশ করেন। সরকারী কলেজে বৃত্তি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সাহিত্যিক, সুবক্তা ও ছাত্রনেতা। কিছুদিন শিক্ষকতা ও একাউন্টস অফিসে কাজ করেন। পরে ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনে এডিটরের কাজে যোগদান করেন। শেষ বয়সে বাংলাদেশ সিরামিক ইন্ডাষ্ট্রিজে হিসাব রক্ষকের কাজে নিযুক্ত হন। ইকবালের ডক্টরেট থিসিস "ইরানীয় দর্শনের" সম্পূর্ণ এবং "ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পূর্ণগঠনের" আংশিক বাংলা অনুবাদক, "কথায় কথায়" গ্রন্তের রচয়িতা। বিজ্ঞ সাহিত্যিক ও দক্ষ বিজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রসিদ্ধ কবি ও সমাজ সেবক বেগম সুফিয়া কামালকে শাদী করেন। তাদের তিন পুত্রঃ ১. শাহেদ কামাল শামীম, ২. শোয়েব আহমদ কামাল ৩. সাজেদ কামাল শাব্বির এবং ২ মেয়েঃ ১. সুলতানা কামাল লুলু ২. সাঈদা কামাল টুলু। শাহেদ কামাল শামীম (৪২তম/১) সাংবাদিকতায় এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন সাংবাদিকতার শিক্ষক এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার উচ্চতর কর্মকর্তা।

ডঃ সাজেদ কামাল সাব্বির (৪২তম/২) এডুকেশন্যাল সাইকোলজীতে আমেরিকার বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। তিনি এক আমেরিকান মহিলার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং আমেরিকায় বসবাস করেন। তাঁর এক পুত্র ঃ আশোক কামাল।

কামাল উদ্দীন খানের মেয়েঃ ১. সুলতানা কামাল, এ্যাডভোকেট এম. এ. (ইংরেজী সাহিত্য) ১৯৭১, এম. ডি. এস. (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) ১৯৮১, এল. এল. বি. ১৯৭৮, হেগ, হল্যান্ড। বর্তমানে মানবাধিকার ও আইনগত পরামর্শক। তাঁর ১ মেয়ে, সুদেষ্ণা অমৃতা।

২. সাঈদা কামাল শিল্পী, ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস্ ১৯৭১, বিশ্ব ভারতীর কলা ভবন, শান্তিনিকেতন থেকে নক্শা শিল্পে কোর্স পাশ। ডিসটিংশনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। বর্তমানে শিক্ষক (অর্থ বিষয়ক)। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে একজন। তাঁর ১ মেয়ে ফারজীন আনসারী।

Chunati.com
Pioneer in village based website

জামাল উদ্দীন আহমদ খান (৪১তম/৫) একজন দক্ষ বয়ন শিল্পের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে যুক্ত বাংলা সরকারের সমবায় বিভাগে উইভিং এক্সপার্ট, উইভিং ইন্সপেক্টর থেকে আরম্ভ করে স্পেশাল এসিষ্টেন্ট রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হন। পরে খুলনায় চিংড়ীর ফিসারীতে এবং সর্বশেষে বীমা কোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, সদালাপী, পরোপকারী, দানশীল, দয়দ্রচিত্ত, ধর্মপ্রাণ, উদার, অমায়িক মুসলমান। একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

তাঁর স্ত্রী হেনা জামাল। তাঁর ৪ পুত্র ঃ ১. জামিল আহমদ ২. কর্ণেল আরশাদ আহমদ খান, বাংলাদেশ সৈন্য বাহিনীতে কর্মরত, ৩. তৈয়ব আহমদ খান নাসিম, প্রকৌশলী, উচ্চ মানের ব্যবসায়ী, ৪. এজায আহমদ খান দীপু, যশস্বী ছাত্র জীবন, এম.কম.(ঢাকা) এম.বি.এ. (ক্যানাডা)। বর্তমানে ক্যানাডার টরন্টোতে নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস রত।

তৈয়ব আহমদ খান নাসিমের স্ত্রী রিফ্‌ফাত ইসরাইল ববি তাঁদের ১ ছেলে আয়ন আহমদ ও ১ মেয়ে অন্বেষা আহমদ।

তাঁর ৪ কন্যাঃ ১. সুরাইয়া খানম বুরন বাংলায় এম. এ., তিনি চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ নিউরো-সার্জারী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এল. এ. কাদেরী, এফ. আর. সি. এস. (এডিনবরা) এর স্ত্রী। ডাঃ কাদেরী এম. বি.বি.এস. (ঢাকা) স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এবং বিলাতের সিভারপুল থেকে নিউরো-সার্জারীর ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। তাঁদের এক ছেলে রিয়াদ কাদেরী, ঢাকায় বুয়েটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত এবং এক মেয়েঃ সোনিয়া কাদেরী, যশস্বী মেধাবী ছাত্রী, ১৯৯৩ সনের কুমিল্লা বোর্ডের এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় বিজ্ঞান গ্রুপে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবার গৌরব অর্জন করে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের বি. এসসি. (সম্মান) এর ছাত্রী।

২. সালমা আখতার খান এম. এ. (বাংলা)। তিনি জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল হক এম. এসসি. এর সাথে বিবাহিতা। তিনি এটমিক এনার্জী কমিশনে উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা। চিফ সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে অবসর প্রাপ্ত।

৩. আসমা আখতার টুটলী বি. এ. ।

৪. নায়িমা আখতার বন্নি এম.বি.বি.এস. ডাক্তার, ফিজিওলজীতে এম. ফিল. ডিগ্রীধারী বিজ্ঞানী, মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষিকা। তাঁর স্বামী ডাঃ এমরান বিন ইউনুস, এম. বি. বি. এস., এফ. সি. পি. এম, খ্যাতি সম্পন্ন কিডনী স্পেশশালিষ্ট-

Chunati.com

নেফ্রোলজিস্ট। তাদের এক ছেলে ইশতিয়াক আখতার এমরান ও এক মেয়েঃ ইশরত আখতার এমরান।

মুহাম্মদ ইসরাইল খান (৪১তম/৬) ১৯১৬ সালে জন্ম, ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ থেকে গ্রেযুয়েশন লাভ এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা থেকে বেক্টেরিয়োলজীতে এম.এস. ডিগ্রী প্রাপ্ত। সিরাম ও ভ্যাকসিন তৈরীর ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ বৃটিশ আমলের প্রসিদ্ধ মুক্তেশ্বর-কুমেয়ুন ভেটারীনারী ইনষ্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। দেশ বিভাগের পর তিনি কুমিল্লায় এ্যনিমল হাসবেন্ড্রী ইনিষ্ট্রিটিউট প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করেন। নূতন সিরাম আবিষ্কার ও সিরাম এবং ভ্যাকসিন এর সংস্কার সাধন ও পশু পালন সম্পর্কিত তার বহু গবেষণা প্রবন্ধ আছে। তাঁর স্ত্রী খুরশিদ জাহান ইসরাইল। তাঁর দুই পুত্র ঃ ইরফান ও ইকবাল এবং ৪ কন্যা ঃ ১. ইফ্ফাত ইসরাইল বিব্বু, ২. রিফ্ফাত ইসরাইল ববি, ৩. বনি, স্বামী মেজর জেনারেল ইমামুজ্জমান, ৪. কনি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ক্বারী আবদুর রহমান ছাহেবের ৬ষ্ঠ পুত্র আব্দুল বারীর বংশধর

ক্বারী আব্দুল রহমান (৩৮তম) এর ৬ষ্ঠ পুত্র আব্দুল বারী(৩৯তম পুরুষ) চুনতীতে বসবাস করেন। তাঁর ২ পুত্র ঃ ১. মাওলানা নুরুল্লাহ্ "বাহ্‌রুল উলুম" নামে প্রসিদ্ধ হন, ২. হাজী বশীর উল্লাহ্।

মাওলানা নুরুল্লাহর (৪০তম/১) ২ ছেলে ১. মুহাম্মদ হারুন ২. মুহম্মদ হামেদ এবং ৮ কন্যা ১. ছিদ্দিকা ২. ছফুরা ৩. শাফেয়া ৪. ওলেয়া ৫. উলছা (মওলবী আহমদ হোসেনের মাতা) ৬. শুকুরা.....।

মুহাম্মদ হারুন (৪১তম/১) মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় আরবী, ইংরেজী ও বাংলায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সৎ ধর্মাভিরু সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে মেয়েদের সাথে বন্ধু সুলভ ব্যবহার করতেন এবং তাদের উচ্চ শিক্ষিত করে তুলতে যত্নবান হন। তাঁর ৪ ছেলেঃ ১. মোবাশ্শের আহমদ ছিদ্দীকী ২. মনওর আহমদ ৩. আখতার হোসেন বতু ৪. আনওয়ার কামাল কাল্লু; এবং ১ কন্যা রওশন জাহান, স্বামী শারাফত উল্লাহ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

মোবাশশের আহমদ ছিদ্দীকী (৪২তম/১) বি.এসসি. পাশ করে বন বিভাগে যোগদান করেন এবং দক্ষ ও সৎ বন বিভাগীয় কর্মকর্তা ডি. এফ. ও. হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অপর শাখার নাছির উদ্দীন খানের নাতী কবির উদ্দীন আহমদ খানের মেয়ে জোহরা খানমের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর ৩ ছেলে ঃ ১. মুসা রেজা সিদ্দীকী ২. মোদচ্ছের আহমদ ৩. মুদব্বের আহমদ, ১. কন্যা মুশতরী বেগম, অপর শাখার কবির উদ্দীন আহমদ খানের নাতি নিয়াজ আহমদ খানের সাথে বিবাহিতা।

মনওর আহমদ ছিদ্দীকী (৪২তম/২) উঁচু মানের হস্তলিপিকার ও উর্দূ কবি। তাঁর ৩ ছেলে, ১. রিয়াদ আহমদ ২. মিনু ৩. চিনু।

আখতার হোসেন ছিদ্দীকী (৪২তম/৩) স্কুল শিক্ষক ও দেশে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। তার ৩ ছেলে, ১. রুবেল........।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আনোয়ার কামাল ছিদ্দীকী (৪২তম/৪) এম. এসসি. উচ্চমানের বিজ্ঞান গবেষক। এটমিক এ্যনার্জি সংস্থায় কার্যরত। তিনি অপর শাখার কবির উদ্দীন আহমদ খানের কনিষ্ঠ কন্যার সাথে বিবাহিত। তাঁর ২ ছেলে ১. আবছার কামাল বাবু ২. আমীর এবং ১. কন্যা চুন্নি।

মুহম্মদ হামেদের (৪১তম/২) ১ পুত্র রাহমতুল্লাহ ও ১ কন্যা জন্নত বেগম।

মাওলানা নুরুল্লাহ্ (বাহারুল উলুম) এর কন্যাদের মধ্যে ৩য় শাফেয়া, কালুর মা নামে পরিচিতা। ৪র্থ ওলেয়া, হামেদের সহোদর বোন, শোয়েবের মা; ৫ম উনছা, মৌলবী আহমদ হোসেনের মা, সাতগরের বুড়া মৌলবী সাহেবের পরিবারভুক্ত। ৬ষ্ট শুকুরা বেগম এর স্বামী জহিরুর রহমানের মেয়ের সাথে অপর শাখার আব্দুল মজিদ খানের বিয়ে হয়, সুখছরির মঙ্গল নগরে।

হাজী বশীর উল্লাহর (৪০তম/২) ৩ পুত্র হাফেয নছিরুর রহমানের (৪১তম/১) পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ হাসান সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক।

তাঁর ৫ পুত্র ঃ ১ জসিম উদ্দীন হাসান, ২. জাহেদ বিন হাসান ৩. যায়েদ বিন হাসান ৪. শাহাদত হাসান ৫. জুনায়েদ হাসান এবং ৩ কন্যা ১. আনোয়ারা জাহান ২. নামজা খানম ৩. জেবুন্নেছা খানম।

শরীফুর রহমান (৪১তম/৩) ২ পুত্র ১. গোলাম কাদের ২. মুহম্মদ আমীন ও ২ কন্যা ১. আনজুমান আরা (রাজারকুল) ২. হোসনে আরা।

মুহম্মদ আমীনের (৪২তম/২) ছেলে মুহম্মদ কামাল, বি.কম. পরীক্ষার্থী।

ক্বারী আবদুর রহমানের প্রথম পুত্র আবদুল্লাহ আবদুল আজিজ (৩৯তম/১ পুরুষ) অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ১ পুত্র যাকের উল্লাহ খোন্দকার (৪০তম) তৎপুত্র আবুল ফজল (৪১তম) তৎপুত্র শাকের মোহাম্মদ (৪২তম) তৎপুত্র আযুদ আলী (৪৩তম) তৎপুত্র আমীরুজ্জামান (৪৪তম) তৎপুত্র এনায়েত আলী মিরজী।

এনায়েত আলী এবং তার পিতা আমীরুজ্জামান চুনতী ডেপুটী পাড়া মসজিদে দীর্ঘ কাল মোয়াজ্জিনের কাজ করেন।

এনায়েত আলীর (৪৫তম) ৩. পুত্র, ১. মুহাম্মদ নূরুল হুদা, ২. মুহাম্মদ দায়েম এবং ৩. আব্দুল মোনায়েম।

আবদুল করীম এর বংশধর

ক্বারী আবদুল রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এর ৫ম ছেলে আবদুল করীম (৩৯তম/৫) কুতুবদিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধিতে ইসলামী আদর্শের নিয়ামক ছিলেন। হাস্য-বদন ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁর ঠোঁকের কোনায় স্মিত হাসি বিদ্যমান থাকত। তাঁর রুচিশীল চালচলন, আত্ম সচেতনতা, আত্ম বিশ্বাস ও আল্লাহর উপর সর্বাবস্তায় তওক্কুল বা নির্ভরশীলতার জন্যে লোকেরা তাঁকে 'ছুফী ছাহেব' বলে সম্বোধন করত।

তিনি কুতুবদিয়ার লেমশীখালীতে অনাবাদী জায়গা আবাদ করে মসজিদ, মাদ্রাসা, বাড়ীঘর তৈরী করে জাকজমক সংসার পাতেন। তিনি ১লা মার্চ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬ই যিলকদ ১২৮৪ হিজরী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর ৩ ছেলে ১. বদি উদ্দীন ২. লাল গাজী, ৩. পেঠান গাজী ও এক কন্যা রোশনী।

লাল গাজী খান (৪০তম/২) অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন (১৮৪২-১৮৬৪খঃ)। পেটান গাজী খান (৪০তম/৩) ১২ বছর বয়সে রাত্রিবেলায় সাম্পান থেকে সমুদ্রে পড়ে মারা যায়।

বাকী থাকেন বড় ছেলে বদিউদ্দীন খান (৪০তম/১)। তাঁর ৩ ছেলে ১. চাঁদ মিঞা ২. আশরফ আলী ৩. আহমদ আলী।

চাঁদ মিঞা খান ছিদ্দীকী (৪১তম/১) ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পুঁইচরী মৌজার কালাচান্দ শিকদারের মেয়ে ফয়েজা খাতুনকে বিয়ে করেন। ৪ ছেলে ১ মেয়ে শুদ্ধ তিনি ১২৫৯ মঘীর প্রলয়ংকরী তুফানের কবলে পড়ে মারা যান।

তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। দুই/তিন মাস পরে তিনি এক মেয়ে সন্তান প্রসব করেন। কয়েক মাস পরে কন্যাটিও মারা যায়। কেবল বিধবা স্ত্রী ফয়েজা খাতুন বেঁচে থাকেন।

আশরফ আলী খান ছিদ্দীকী (৪১তম/২) ১২৫৯ মঘী/১৮৯৭ খৃঃ তুফানের পর চকরিয়া থানার মগনামা গ্রামে সরে এসে, তার বৃদ্ধ মাতা, বড় ভাই চাঁদ মিঞার বিধবা স্ত্রী ও ছোট ভাই আহমদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে নূতনভাবে ঘর সংসার পাতেন। তিনি বড়

Chunati.com

ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। তাঁর ২ ছেলে ১. আবদুল জব্বার ২. আবুল হাশেম।

আশরফ আলী খানের ৫ কন্যার ১. আজিমুন্নেছা ২. আমিনা ৩. ছলিমা ৪. আলমাছ ৫. হাছিয়া খাতুন। তিনি ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব আবদুল জব্বার খান ছিদ্দীকীর (৪২তম/১) ৬ পুত্র ঃ ১. নুরুল হক ২. নুরুল হুদা ৩. নূরুল ইসলাম ৪. নূরুল আনোয়ার ৫. নূর মুহাম্মদ ৬. মাহমুদুল হক।

আলহাজ্ব আবদুল জব্বার ওয়াইজুদ্দীন মহুরীর মেয়ে বিয়ে করেন, যিনি স্থানীয় জমিদার ছিলেন। তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

আহমদ আলী খান ছিদ্দীকীর (৪১তম/৩) ৪ পুত্র ১. সোলতান আহমদ ২. কবীর আহমদ ৩. বশীর আহমদ ৪. ইদ্রিস আহমদ।

নূরুল হক খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ৩ পুত্র ১. জয়নাল আবেদীন খান ছিদ্দীকী ২. আহসান হাবীব ৩. আ. হা. ম. শাহরিয়ার ছিদ্দীকী এবং ৪ কন্যা ১. রওজতুন্নাহার ২. ফাতেমা দুররে শাওয়ার ৩. রাহবর আদন ৪. আয়ুবা বেগম।

নুরুল হুদা খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/২) ২ পুত্র ১. ইমরান খান ২. আরমান খান ছিদ্দীকী।

ইমরান খান ছিদ্দীকী (৪৪তম/১) ১ পুত্র সাকিব ইশতিয়াক খান ছিদ্দীকী।

যয়নুল আবেদীন খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ২ পুত্র, ১. তাইফুর ২. গ্যালমান।

গ্যালমান খান ছিদ্দীকীর (৪৪তম/২) ১ ছেলে আবদুল আউয়াল।

নূরুল ইসলাম খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৩) ৬ পুত্র, ১. আবদুর রহীম ২. মুঈনুল ইসলাম ৩. মারুফুল ইসলাম ৪. মুঈদুল ইসলাম ৫. মতিউর ইসলাম ৬. মাহতাবুল ইসলাম।

নূরুল আনোয়ার খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৫) ২ পুত্র ১. দ্বীন মোহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফ খান ২. মির্জা মোহাম্মদ সুফিয়ান আশরফ খান।

মাহমুদুল হক খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৬) ২ পুত্র ১. ইমতিয়াজ মাহমুদ ২. ইফতিখার মাহমুদ।

কাজী আবুল হাশেম খান ছিদ্দীকীর (৪২তম/২) ৫ পুত্র ১. জাহেদুল হক ২. মনিরুল হক ৩. আতিকুল হক ৪. মোশারেফুল হক ৫. আশরাফুল হক।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

জাহেদুল হক খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ৩ ছেলে ১. শাহেদুল হক ২. জিয়াউল হক ৩. শওকতুল হক। তাঁর দুই মেয়ে।

মনিরুল হক খান, ছিদ্দীকীর (৪৩তম/২) ২পুত্র ঃ ১. আশরাফুল হক ২. আরমানুল হক। আতিকুল হক খান সিদ্দীকীর (৪৩তম/৩) ১ ছেলে শমস্ খাঁন ছিদ্দীকী।

আহসান আলী খান ছিদ্দীকী (৪১তম/৩) ৪ পুত্র ১. সোলতান আহমদ ২. কবীর আহমদ ৩. বশীর আহমদ ৪. ইদ্রিস আহমদ।

সোলতান আহমদ খান ছিদ্দীকীর (৪২তম / ১) ৩ পুত্র ঃ ১. আবদুল কুদ্দুছ ২. আবদুর রহমান ৩. আবদুল করীম।

আব্দুল কুদ্দুছ খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ৩ পুত্র ১. জয়নাল আবেদীন ২. মিজানুর রহমান ৩. মোর্শেদ আলী। তাঁর ৪ কন্যা জাকিয়া সোলতানা ২. জান্নাতুন নাইম ৩. সাজেদা সোলতানা ৪. রেহাতিল আশেকীন।

আবদুর রহমান খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/২) ২ পুত্র ১. মুজিবুর রহমান ২. ফয়সল এবং ২ কন্যা ১. মোকাশেফা ২. শওকত আরা।

আব্দুল করীম খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৩) ২ কন্যাঃ ১. হাসিনা সোলতানা ২. কাজিন সোলতানা।

কবীর আহমদ খান ছিদ্দীকীর (৪২তম/২) ৩ পুত্র ঃ ১. আজগর হোসাইন ২. বেলাল হোসাইন ৩. আরিফ হোসাইন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আজগর হোসাইন খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/১) ১ ছেলে জুনাইদ ও ১ মেয়ে জোনাকি।

বশীর আহমদ খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/২) ২ পুত্রঃ ১. এরশাদ হোসাইন ২. নাজের হোসাইন।

ইদ্রিস আহমদ খান ছিদ্দীকীর (৪৩তম/৩) ৩ ছেলে ১. আবদুল হক ২. আবদুল মালেক ৩. আবদুল হালীম।

আবদুল হক খান ছিদ্দীকীর (৪৪তম/১) ৩ ছেলে ৪ মেয়ে।

আবদুল মালেক খান ছিদ্দীকীর (৪৪তম/১) ২ মেয়ে।

আবদুল হালীম খান ছিদ্দীকীর (৪৪তম/৩) ১ মেয়ে।

Chunati.com

পরিশিষ্ট – এক

মরহুম তাহের আহমদ খান বিরচিত চুনতী গ্রামের আদি কথা

ছূফী নছরতুল্লাহ্ খোন্দকার চুনতীর আদি বাসিন্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তছওফ সাধনায় সিদ্ধ ছূফী ছিলেন।

খৃষ্টীয় সতেরো শতকের শেষভাগে তিনি গৌড় থেকে হিজরত করে চট্টগ্রামের প্রাক্তন সাতকানিয়া, বর্তমান লোহাগাড়া থানার চুনতী গ্রামে পদার্পণ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন।

এ অঞ্চলে তখন লেখাপড়া জানা লোক বিরল ছিল।

ফার্সী ভাষায় খোন্দকার মানে লেখাপড়ায় শিক্ষিত লোক। তখন শিক্ষিত বিদগ্ধ লোককে খোন্দকার বলে ডাকা হতো।

বসবাসের সুবিধার জন্য তিনি জঙ্গলাকীর্ণ চুনতীর উত্তর পার্শ্বস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা টঙ্করের সমন্বয়ে একটি পল্লীর পত্তন করেন। তথায় একটি মকতব প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদানে আত্ম-নিয়োগ করেন। এতে দেশবাসী ইসলামের বিধি বিধান সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে সমর্থ হয় এবং তাঁকে যারপরনাই ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর যাবতীয় আদেশ উপদেশ মেনে চলতে যত্নবান হয়। তিনি ইসলামের ন্যায়বিচার ভিত্তিক রীতিনীতির দ্বারা সমাজের কলহ বিবাদ নিস্পত্তি করে দিতেন। লোকেরা নযরানা ও তোহ্ফার মাধ্যমে তাঁর যাবতীয় সাংসারিক চাহিদাগুলি পূর্ণ করতে থাকে। এভাবে অল্প সময়ের

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

মধ্যে ছূফী নছরতুল্লাহ শাহ খোন্দকার বহু সংখ্যক লোককে সুশিক্ষিত ও ধর্মভাবাপন্ন করে গড়ে তুলতে সমর্থ হন।

ছূফী নছরতুল্লাহ খোন্দকারের দুই পুত্র বড় মিঞাজী ও ছোট মিঞাজী উচ্চ শিক্ষিত আলেম ও কামেল তত্ত্বজ্ঞানী দরবেশ ছিলেন।

সমসাময়িক কালে অত্র এলাকায় বিদেশ থেকে আগত কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মেধাবী যুবকের আবির্ভাব হয়, যিনি খোন্দকার নছরতুল্লাহ শাহ এর শিক্ষা-দীক্ষার কল্যাণে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের কামেল ছূফীতে পরিণত হন এবং ছূফী মিঞাজী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

খোন্দকার নছরতুল্লাহ শাহ এবং তার উত্তরসূরী এ তিন জন কামেল শীর্ষ্য চট্টগ্রাম এলাকায় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব রূপে দেখা দেয়। এঁদের সান্নিধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাঁদের আচার আচরনে মোহিত ও ধর্মীয় হিদায়তের বশবর্তী হয়ে বহু লোক ধর্ম-ভিরু চরিত্রবান মুসলমানে পরিণত হয়।

তখনকার দিনে এ'পার্বত্য অঞ্চলে সরকারী শাসনের অস্তিত্ব ছিলনা। গণ্যমান্য লোকেরা সরকারের সাথে নামমাত্র সম্পর্ক বজায় রেখে রায়ত-চাষীদেরকে সৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখতো। সে সময় আধু খান হাজারী নামে এ অঞ্চলে একজন মনসবদার ছিলেন। উত্তরে শঙ্খ নদী থেকে দক্ষিনে আধুনগর ও চুনতী পর্যন্ত ২২ টি গ্রামে তাঁর মুনসবদারী বিদ্যামান ছিল। তাঁর নামানুসারে আধুনগরের নামকরণ করা হয়। এ এলাকায় আধু খান ও কাদু খান ভ্রতৃদ্বয়ের অনেক কিম্বদন্তী মৌজুদ আছে। পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে শঙ্খ নদীর উত্তর কুলে দোহাজারী মনসবদারী প্রতিষ্ঠা হলে, পাঠান বংশীয় এক হাজারী মনসবদার ফজর আলী খান দোহাজারী থেকে চুনতী পর্যন্ত উক্ত বাইশ গ্রামের মন্‌সব লাভ করেন।

তখনকার দিনে কিছুটা লেখাপড়া জানা লোক মনসবদারদের শেরেস্তায় জমির খাজানা-বিজানা ও ওয়াশিলাত আদায় করার জন্য কার্যকারক নিযুক্ত হতো এবং গ্রামে গঞ্জে দেশের ও দশের নিকট তারা গণ্যমান্য লোক বলে প্রতীয়মান হতো।

চুনতীর খোন্দকার বংশীয়দের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা এসব কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হতে থাকে। চুনতী ও আধুনগর গ্রামদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় খোন্দকারদের মকতব চালু হওয়ায় আধুনগরের লোকেরাও

Chunati.com

শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে মনসবদারদের শেরেস্তায় সিকি অংশ বা একচতুর্থাংশ বেতনের হারে তহশীলদার নিযুক্ত হয়ে সাংসারিক জীবনে প্রসার লাভ করতে থাকে।

তহশীলদার মানে খাজানা আদায়কারী। তখনকার দিনে তহশীলদারের পেশাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো। কেননা, এটা নিছক চাকুরী ছিল না, বরং কমিশন ভিত্তিক স্বাধীন পেশা ছিল। তাদেরকে জনগণ সিকদার (শিকদার) নামে সম্বোধন করত।

জঙ্গলাকীর্ণ স্থান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়াগায়ে বিভক্ত বিক্ষিপ্ত বসতিপূর্ণ এ অঞ্চলে রীতিমত শাসন ব্যবস্থা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লোকজন ছিল প্রায় সকলেই কৃষক ও সামান্য সংখ্যক ব্যবসায়ী। এরূপ পরিবেশে মনসবদারী শেরেস্তায় প্রভাবশালী সিকদারেরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতো। সিকদারগণ স্থানীয় কৃষকদেরকে জমি লাগিয়ত করে, বাৎসরিক খাজানা উসুল করে, তা থেকে একচতুর্থাংশ নিজ প্রাপ্য কর্তন করে তিন-চতুর্থাংশ মনসবদারের হাওলা করে দিত।

এ ব্যবস্থায় মনসবদারগণ নিয়মিত খাজানা প্রাপ্ত হতো এবং সিকদারগণও প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হতো।

তদুপরি নিয়মিত প্রশাসনের অনুপস্থিতিতে গ্রামে গঞ্জে কলহ-বিবাদ নিষ্পত্তি, উত্তেজনা প্রশমন ও অরাজকতা প্রতিরোধ করার ভারও সিকদারদের উপর ন্যাস্ত ছিল। এ সব দায়িত্ব পালনের জন্যে তারা পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ ইত্যাদির বাহিনী পোষণ করত। তাদের একচতুর্থাংশ থেকে এদের পাওনা মিঠানো হতো। কাজেই গ্রামে গঞ্জে সিকদার গণ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিল।

Chunati.com
in village based website

চুনতী গ্রামের মর্যাদাবান সিকদার ছিলেন মুহাম্মদ গণী সিকদার। তিনি শিক্ষার প্রসার ও সভ্যতা বিস্তারের দিকে মনযোগী হন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চুনতী গ্রামের শিক্ষা দীক্ষার ভিত্তি মজবুত হয়। তাঁর বংশে পরবর্তীতে স্বনামধন্য শুকুর আলী মুন্‌ছেফ ও আবদুল আলী দরবেশ ছাহেবানের অভ্যুদয় হয়।

মুহম্মদ গনী সিকদারের ভাই কালা সিকদারও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বংশে পরবর্তীতে খান বাহাদুর মাওলানা মুহাম্মদ হাছন ছাহেবের জন্ম হয়, যিনি খ্যাতমান আরবীর অধ্যাপক ছিলেন এবং কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল রস সাহেবের শিক্ষক ছিলেন।

চুনতীতে হাদী সিকদার এবং পতন সিকদারও এক কালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের বংশধরগণ কালক্রমে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

Chunati.com

এঁদের অধ্যুষিত এলাকা চুনতীর সিকদার পাড়া নামে পরিচিত। এ পাড়ার লোকজন শতকরা একশ'ভাগ শিক্ষিত এবং দেশে বিদেশে উন্নত পেশায় কার্যরত।

অনুরূপ ভাবে পার্শ্ববর্তী আধুনগর মৌজাতেও কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী সিকদারের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে মিঞাজান সিকদার, সুয়াজান সিকদার ও জব্বার আলী সিকদার প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের বংশধরগণও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি সাধন করে এবং দেশ-বিদেশে কাজ করবার ও ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার লাভ করেছে।

চুনতী ও আধুনগরের জনগণের উন্নতির মূলে খোন্দকার নছরতুল্লাহ খোন্দকারের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত বড় মিঞাজী ছাহেব, হযরত ছোট মিঞাজী ছাহেব ও হযরত ছুফী মিঞাজী ছাহেব, তিন জন প্রাজ্ঞ আলেম ও কামেল দরবেশ সমগ্র চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী জিলা সমুহে মারেফত ও তরীকত শিক্ষা দানের জন্য ব্যাপক সফর করেন।

তাঁদেরই উদ্যোগে এবং অভিভাবকত্বে চুনতী খান ছিদ্দীকী বংশের পূর্ব পুরুষ শেখ আবদুল্লাহ বাঁশখালীর সাধনপুর থেকে চুনতীতে আনীত হয়। তাঁদের স্নেহধন্য অভিভাবকত্বে শেখ আবদুল্লাহ সচরাচর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও আধ্যাত্মিক সাধনায় কৃতবিদ্য হন। তা'ছাড়াও বাদশাহী আমলের অনুকুল-প্রতিকুল রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে বংশগত অভিজ্ঞতার কারণে এ নবাগত যুবক রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞাবান ছিলেন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

অতএব, স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে দুরদর্শিতা প্রদর্শন করায়, তাঁরা তাঁর হাতে শিক্ষাগার মকতবের সমুদয় কার্যভার ন্যাস্ত করেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও জীবন যাপনের মানোন্নয়ণের উভয়বিধ শিক্ষার প্রচলন করে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুসারে পাঠদান করে ধর্মজ্ঞানী ও উপার্জনশীল ছাত্রদের মেধা অনুযায়ী শিক্ষা-দীক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

এ ব্যবস্থায় চুনতী গ্রামের অদিবাসীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে ওঠে। চুনতী গ্রাম ও আশেপাশের সিকদারগণ এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য পূর্ণদ্যমে সাহায্য, সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

শেখ আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ক্বারী আবদুর রহমান মাদ্রাসায় শিক্ষাদানে পিতার স্থলাভিসিক্ত হন।

Chunati.com

তিনি অতিশয় সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। তাঁর ক্বিরআত শ্রবণে লোকের অন্তর বিগলিত হয়ে পুত-পবিত্র ধর্মভাবের উদয় হতো। ফলে চুনতীর লোক ধর্মকর্ম ও ধর্ম শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল হাকীম ছাহেব একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষে পরিণত হন। তিনি বড় মৌলবী ছাহেব নামে খ্যাত হন। তাঁর বিজ্ঞ শিক্ষা-দীক্ষায় এ এলাকার বহু সংখ্যক আলেম-ওলামা সিদ্ধ দরবেশে পরিণত হয়ে, মুসলিম সমাজকে ধর্ম-বিশ্বাসে অবিচল করে তুলতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে ক্বারী আবদুর রহমান ছাহেবের তৃতীয় পুত্র খান বাহাদুর মৌলবী নাছির উদ্দীন খান এবং হযরত মাওলানা আবদুল হাকীম ছাহেবের জৈষ্ঠ্য পুত্র খান বাহাদুর ওয়াজহিউল্লাহ খান উচ্চ পদস্থ সরকারী কাজে যোগদান করায়, দেশীয় লোকদের অন্তর চক্ষু খুলে যায়। তাদের পদাংক অনুসরণ করে অন্যান্যরাও সরকারী কাজে যোগদান করতে তৎপর হয়। তাই একদিকে তারা আগ্রহ সহকারে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনযোগী হয় এবং অন্য দিকে ছোট বড় সরকারী বেসরকারী কাজে যোগদান করে সম্পদ আহরণে রত হয়। ফলে শিক্ষার প্রসার ও দশের সমৃদ্ধির মাধ্যমে চুনতী গ্রাম সমগ্র চট্টগ্রাম জিলায় সুখ্যাতি অর্জন করে।

বর্তমান সময় পর্যন্ত চুনতীর সুখ্যাতি লোক সমক্ষে অব্যাহত রয়েছে এবং চুনতীর সুসভ্য সংস্কৃতিবান বহু সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি বাংলাদেশের শহরে বন্দরে আবাসিক ভবন নির্মাণ করে বসবাস করছে ও তথাকার শিক্ষিত ও উন্নত সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করছে।

0—00 0——

পরিশিষ্ট ঃ দুই

জনৈক আরব কবি বলেনঃ

আমাদের ঐতিহ্যগুলি, আমাদের কিংবদন্তী আমাদের পথ নির্দেশ করে;

تلك آثارنا تدل علينا

অতএব, আমাদের পরবর্তীতে আমাদের ঐতিহ্যগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর।

فانظروا بعدنا الى الآثار

খান বাহাদুর নাছির উদ্দীনের ইন্তকালের শোকগাঁথা غم عم (গমে আম) থেকে উদ্ধৃতি

তাঁর মৃত্যু সনকে উপলক্ষ করে ওজিহউল্লাহ খান সামী বলেনঃ

১। আমার চাচা, নাছির উদ্দীন খান বাহাদুর; বিদ্যান ছিলেন, হাজী ছিলে, আমার প্রতি হ্যরদম সদাশয় ছিলেন।

١-ناصر الدين خان بهادر آن عمم
مولوی حاجی معین هردمم

২। তিনি অত্যাচারিত ও অনাথদের প্রতি দয়দ্র ছিলেন; দাতা ছিলেন, বদান্য ছিলেন, তিনি উচ্চ হিম্মতওয়ালা মহানুভব ছিলেন।

٢-غوث مظلومان پناه بیکسان
صاحب جود وسخا عالی همم

৩। যখন তিনি নশ্বর জগৎ থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে যাত্রা করলেন, সামী বলে, তাঁর অন্তর্ধানের তারিখ ছিল 'দর গমম্', ১২৮৪ হিঃ।

٣-جون روان ازدار فانی شد بخلد
گفت سامی سال رحلت درغمم
(سنه ١٢٨٤)

ooooo

ooooo

তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করে সামী বলেনঃ

৪। আমি আমার চাচার জন্য সাগর সম কাঁদছি, আল্লাহর অনুগ্রহের সাগর থেকে সেরূপে একফোঁটা দয়া আকর্ষণ করতে পারি, সেরূপে কাঁদছি!

٤-دریا بماتم عم والا گریستم
این قطره ایست کزحق دریا گریستم

৫। আমি যখণ তাঁর শুভ মহাযাত্রার সংবাদ পেলাম; ফেরেশ্‌তারা হাঁসছিল, আমি কাঁদছিলাম!

٥-چون یافتم زرحلت طوبی بری خبر
خواندند تاملا نکه طوبی گریستم

Chunati.com

৬। নাছির উদ্দীন সৃষ্টিকুলের সহায়ক ছিলেন; তাঁর অন্তর্ধানে জ্বিন ও মনুষ্য কুলের বিষাদ অশ্রু সিক্ত হল; আর আমি একাকীত্বের কান্না কাঁদছি!

৭। তার দয়াদ্রতা ও মুক্ত হস্তে দানের কথা স্মরণ করে; আহ্ জারীকরে, দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত কাদছি!

৮। বিজলী, বজ্রপাত, বৃষ্টি, কান্না ও অশ্রুজল; নূহ (আঃ) এর তুফান সৃষ্টিসম বিষন্নতায় কাদছি!

৯। বলছি ঃ তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাথে কতইনা মেলামেশা করছি!

তোমার অন্তর্ধানের শোকে, হু হা করে কাদছি!

১০। যদিও ষাটের উপরে তাঁর বয়স হয়েছিল; তবুও তাঁর বালক সুলভ মমতা ও যুবকের সৌর্য্যের জন্য কাঁদছি

১১। তোমার চিন্তায় বিষাদের চমকের বিদ্যুৎ আমার ধৈর্য্যের স্তুপ জালিয়ে দিয়েছে; যদিও আমি সহিষ্ণু, তবুও কাঁদছি!

ooooo

নাছির উদ্দীন খানের শোকে লালা হর গোলাপ তফতা বলেনঃ

১২। শহরে মানী ব্যক্তি রূপে কান্নাকাটির মওকা নেই; তাই পাগলপনা মরুময়দানে গমন করে কাঁদছি!

১৩। ঠাট্টার ছলে, লোকে আমার পানে

নির্দেশ করে, ক্বাহ্ ক্বাহ্ বলে, বিদ্রুপ করে; তাই আবেগ ভরে আমি আহ্ আহ্ করে সাগরের মত অঝোরে কাঁদছি!

প্রাণপ্রিয় অনুজ ভাই নাছির উদ্দীনের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান মাওলানা আবদুল হাকিম বলেনঃ

٦- عـون انام ناصـر دين نام كـز غـمش
كـونيـن اشك ريـخت تنهـا گـريستم

٧-بـاياد فـضل وجـود شـبـا روزروزها
آه وفـغـان نـمودم وشـبـهـا گـريستم

٨-ازبـرق ورعـد وبـارش وفـغـان واشـك
طوفـان نوح كـرده هويدا گـريستم

٩-گفتم كه در حيات تو چندان زيم بسى
درمـاتم وفـات تـواى واگـريستم

١٠-بالاى شصت گرچه رسيدش سنين عمر
زان لطف طفل وصولت برنا گريستم

١١- برق غم تو خرمن صبرم تمام سوخت
بودم اگـرچه نيك شكيـبـا گـريستم

١٢- درشهر بود بسكه نه گنجانش سرشك
ديوانه وار رفـتـه بصـحـرا اگـريستم

١٣-رفتـه آنكه قاه قاه بلب بود اين زمان
بس آه آه كـرده چو دريـا گـريستم

Chunati.com
Pioneer in village based website

১৪। আমার চেয়ে হাজার গুন উত্তম বান্দা তাঁর (আল্লাহর) রয়েছে; সবাই তাঁর আদেশ পালনকারী ও তাঁর প্রদত্ত জীবিকাধারী।

١٤- به زمن بنده اش هزار انند
بنده فرمان وظیفه خوار انند

১৫। তুর্কী, ভারতী, মিশরী ও সিরিয়াবাসী; যেই হোক না কেন (?), সবাই তাঁর প্রেমের শরাবপানে মত্ত।

١٥- ترك وهندو ومصری وشامی
مست چشمان بساغر آشامی

০০০০০

১৬। গোল বরতনের চতুর্ধারে বৃত্তাকারে জড় হয়ে, মর্মাহত মহিলাদের মত আছাড় খেয়ে চিৎকার দিয়ে সবাই কাঁদছে!

١٦- خلقه زن پای کوب نعره زنان
چوخ زن جان فشان وناله کنان

১৭। শ্রদ্ধা ভাজন! আমি আর কারো দিকে তাকাবো না! কারো নাম মুখে আনবো না।!

١٧- شاه من سوئے کس نمی نگرد
نام کس بر زبان خود نبرد

০০০০০

১৮। আকস্মাৎ আমার সম্মুখ থেকে সে মহান অস্তিত্বকে বাহনে কুঁড়িয়ে নিয়ে গেল! যাতে কেবল খেদমগারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আমি রয়ে গেলাম!

١٨- ناگهان بوده از درم برداشت
خادمی رابه پیش من بگماشت

১৯। ঐ শোন ! তব সৌভাগ্যের নিনাধ ধ্বনিত হচ্ছে!

শিগগির ওঠ, তোমার প্রিয়জন তোমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছে।

١٩- کای ترا بخت یادگار آمد
زود بر خیز کان نگار آمد

২০। প্রেমাষ্পদের জন্য আত্মবলী দিতে ধরের থেকে শির বিচ্ছিন্ন কর, বাহাদুরীর প্রমাণ দাও এবং সন্তান-সন্ততিদের তাঁর দরবারে সপে দাও!

٢٠- باز سر کن و زود شو سرباز
نقد جان گیر وبر درش انداز

২১। তাঁর দরবারে অঢেল সম্পদ! ধনী হতে চাও তো আপন-ভোলা হয়ে, তাঁরই স্মরণে মগ্ন হও!

٢١- هر متاعت که هست درینگاه
دور کن از خود وبگیر این راه

২২। আমিত্বের মায়া পরিত্যাগ, কর, দুনিয়ার মায়া দুরে ছুড়ে দাও! প্রেমাস্পদের দুয়ারে পার্থিব সম্পদ কোন কাজে আসবেনা!

٢٢- هست وهستی خویش رابگذار
کآن که بین مایه ات نماید کار

২৩। স্থান ও কালের বন্ধন থেকে হাতগুটিয়ে

٢٣- دست کوتاه کن زملك وزمال

Chunati.com Pioneer in village based website

نাও; কেননা, এসব হলো দুশ্চিন্তার ও যন্ত্রণার কারণ!

২৪। এক মন, একধ্যান ও একমুখ হয়ে যাও! ষড়দিক ত্যাগ করে একমুখী হয়ে যাও!

২৫। তোমার অন্তর যবে তোমায় বলে দেবে, তুমি একাত্ম হতে পেরেছ; তখন আল্লাহর ধ্যানে নির্জনবাস তোমার নিকট সহজতর হবে।

২৬। তুমি আত্মপূজা থেকে মুক্ত হলে, আমিত্বের অহমিকা ও আমিত্বের ধুম্রজাল অস্থিত্বের থেকেও মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

২৭। আল্লাহ চাহেন তো, ইতোপর, যা কিছু তুমি দেখবে ও শুনবে, তা অদৃষ্ট জগত থেকে দৃষ্টজগতে বর্ণনা করতে পারবে।

২৮। এ অবস্থায় তোমার দেহ-মনে প্রশান্তি নেমে আসবে; কিন্তু তোমার দিল/অন্তর ব্যাকুল হয়ে পড়বে!

২৯। যবে তুমি পার্থিব বস্তুনিচয় থেকে হাত গুটিয়ে ফেলবে; তখন অবিনশ্বর মহান বন্ধু তোমাকে নিজস্ব করে নেবে!

ooooo

৩০। প্রেমাস্পদের ভালবাসার ভয়াপ্লুত হায়বৎ যবে তোমার অন্তরকে কম্পমান হট্টগোলে অভিভূত করে, তখন তুমি রহস্য বার্তা নিজ কানে শুনতে পাবে।

৩১। তুমি যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর 'লা' অর্থাৎ নাই দ্বারা 'সমুদয় আছে'-কে বিলোপ করে দেবে, তখন তাঁর প্রেমের শরাব-পেয়ালা পান করে মত্ত হয়ে যাও।

৩২। প্রথমে তুমি এক পেয়ালা প্রেমের শরাব পান কর; তখন তোমার অস্তিত্ব প্রথমে বিলীন হয়ে, পরমুহূর্তে অস্তিত্ব হীনতার সুরঙ্গ দিয়ে

كانهمه بار خاطرست و وبال

٢٤- يكدل ويكزبان ويكروباش

شش جهت كم بگير ويك سو باش

٢٥- چون دلم زين خبر مبشر شد

هدينه خلوتم ميسر شد

٢٦- رفتم اما ز خود پرستى دور

از شروط خودى وهستى دور

٢٧- بعد ازان هرچه بود ديدوشنيد

باكه گويم چه سان كنم تسويد

٢٨- اين وجود ازميان قرار شد

حال جان جمله بيقرار شد

٢٩- چون ازين آشيانه شد بيدست

بارفيق قديم خود پيوست

ooooo

٣٠- جان زهيبت چودر چودرخروش آمد

اندان حيرتم بگوش آمد

٣١- نيست شو او لا كه هست شوى

جام مى نوش كن كه مست شوى

٣٢- اولا نوش باده مستى

نيستى اولييت وپس هستى

Chunati.com
Pioneer in village based website

চিরস্থায়ী অস্তিত্বে সমুন্নীত হবে। তুমি ফানার মধ্য দিয়ে বক্বায় পদার্পণ করবে।

۳۳- هست بانیست تابود همراه
هین به بین لااله الاالله

৩৩। অস্তি-নিস্তির তত্ত্বজ্ঞান পাশাপাশি থাকে, যেরূপ 'লা ইলাহা' কোন উপাস্য নাই-এর পাশে 'ইল্লা আল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া-এর তত্ত্ব অবস্থান করে।

ooooo

۳٤- گفت عبد الحکیم قصه راه
مغفرت خواهد از تو یا الله

৩৪। আবদুল হাকীম প্রভুপ্রাপ্তি বিষয়াদি প্রকাশ করে দিল, যাতে প্রসন্ন হয়ে হে মহামাহিম আল্লাহ, তুমি ক্ষমার প্রত্যাশী অধমকে তার পাপ মার্জনা করে দাও।

ooooo

۳۵- چون اجل در رسد چه خواهی کرد
هدیه آخرت چه خواهی برد

৩৫। যখন তোমার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, মৃত্যুর সময় এসে পড়বে, তখন পরকালের জন্য তুমি কি পাথেয়, কী উপহার নিয়ে যেতে মনস্ত করেছ?

۳٦- جمع سیم وزرت نیاید کار
خرج کن تا شوی تو برخود دار

৩৬। স্বর্ণখণ্ড ও ধন-দৌলতের সঞ্চয় তোমার কোন কাজেই আসবে না। অতএব, সৎ পথে ব্যয় করেই তুমি একমাত্র সফলকাম হতে পারবে।

۳۷- سیم وزر گر نداری ای کم مرد
عمر را سیم وزر توانی کرد

৩৭। সোনা-চান্দি খরছ করার সৌভাগ্য যদি তোমার নাই জুটলো, তাতে দুশ্চিন্তার কিছুই না। তুমি নিজের আয়ুকেই স্বর্ণ-রৌপ্যে পরিণত কর।

۳۸- همچو سیم وزرش تصرف کن
در رضای خدای انس وجن

৩৮। সম্পদশালী হলে সোনা রূপা তুমি যেরূপে খরচ করতে, ঠিক সেরূপে মহামহিম আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্বিন-ইনসানের আনন্দের জন্য নিজেকে নিয়োজিত কর।

۳۹- دروه طاعت واطاعت او
صرف کن عمر وراه راحت جو

৩৯। আল্লার বাধ্যতায় ও আদেশ পালনের পথে, সোজা সরল পথ বেছে নিয়ে, নিজের জীবনকে ব্যয় কর।

Chunati.com
Pioneer in village based website

৪০। এহেন পথে শরীরের কষ্টে মনের শান্তি নিহিত। এ পথে শারীরিক যন্ত্রণা, হৃদয়গ্রাহী ঈমানের প্রশান্তি, অন্তরে পরিশোধন নিবিষ্ট।

০০০০০

٤٠- رنج این راه راحت جان است

درد این ره دوای امان ست

০০০০০

মাওলানা আবদুল হাকীম একজন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষক ছিলেন এবং পীর ছিলেন। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদের খলীফা ছিলেন।

তার এক ছাত্র-শীষ্য মৌলভী মুহাম্মদ মাহমুদুল্লাহ, তাঁর মৃত্যুর তারিখ লিপিবদ্ধ করে একটি ফার্সী কবিতা লিখেন। তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি

১। ইসলাম ধর্মের ভক্ত-সহায়ক মৌলভী আবদুল হাকীম শরীয়তের পৃষ্ঠপোষক ও মহাজ্ঞানী বিজ্ঞজন।

১- حامی دین مولوی عبدالحکیم

پیشوائے شرع وعلام فخیم

২। তাঁর মর্যাদা আকাশচুম্বী, যেন পূর্ণিমার চাঁদ, তাঁর অনুগ্রহের আলো জনসাধারণের সবাই পেয়ে থাকে।

২- آسمان فضل را بدر منیر

نور فیضش بوده هر کس را عمیم

৩। তিনি জ্ঞানের জগতে শিক্ষকদের শিক্ষক; আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তিনি বিরল বন্ধু।

৩- اوستاذ اوستادان در علوم

هم ببباطن بود معدوم السهیم

৪। তিনি যুগের শিবলী ও কালের জুনাইদ বাগদাদী ছিলেন; প্রভুর আধ্যাত্মিক পরিচিতিতে মহাজ্ঞানী, মহান চরিত্রের অধিকারী বিরল ব্যক্তিত্ব।

٤- شبلی وقت وجنید عصر خود

عارف حق صاحب خلق عظیم

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

কবিতার শেষাংশে তারিখ লিপিবদ্ধ করে তিনি বলেনঃ

৫। যখন হুরদের নিকট তাঁর গুণাবলী কথা শুনতে পেলেন, বেহেশতের তত্ত্বাবধায়ক রিদওয়ান স্বয়ং তার সাথে মোলাকাত করতে এলেন।

৬। তাদের নিকট তাঁর গুণ-গরিমার কথা শ্রবণ করে, রিদওয়ান বলে উঠলেনঃ মৌলভী আবদুল হাকীম দুনিয়ার গৌরব।

শেষোক্ত পংক্তির আবজদ্ হিসাব থেকে বের হয় ১২৯৮+৩=১৩০১ হিঃ মোতাবেক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে।

٥ - چون شنيد اين گفتگو ازحور يان
كرد بر ايشان گذر رضوان يسيم

٦- داد پاسخ از سر جرآت چنين
فخر عالم مولوى عبدالحكيم
١٢٩٨-٣-١٣٠١ هجري

উপরোক্ত কবিতাগুলি ফার্সী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে জনাব মাওলানা এম. এ. শরীফ ছাহেবের সদয় সহায়তার জন্য গ্রন্থকার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com

পরিশিষ্ট ঃ তিন

খান-ছিদ্দিকী বংশের পারিবারিক ঐতিহ্য

প্রণিধানযোগ্য যে, মানব ইতিহাসের গোড়া থেকে মানুষকে পশু থেকে যা পৃথক করে, তা হল ঃ সৃজনশীল চিন্তা। তাই ইতিহাসের চত্বরে সর্বাধিক লক্ষ্যণীয় মানুষের সৃজনশীল চিন্তার সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতার বা প্রজ্ঞার সংমিশ্রণে উদ্ভূত আচার, ব্যবহার, অভ্যাস, স্বভাব, সংস্কৃতি ইত্যাদির উন্মেষ। এসব ঐতিহ্যই মানুষের সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

পূর্বকালে খান-ছিদ্দিকী বংশের লোকেরা মহাগৌরবান্বিত ঈর্শার বস্তু হিসাবে, তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতো। চলতি বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক পর্যন্ত তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য মোটামুটি অক্ষুণ্ন ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী তুমুল আলোড়ন এবং যুদ্ধোত্তর যুগের পরিব্যাপ্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের কোলাহল, দেশে দেশে বিপ্লব ও পরিবর্তনের ঢেউ, সমাজ ভেঙ্গে গড়ার হাঁক ডাক, একদিকে মহান স্বাধীনতা আনয়ন করে, আবার অন্যদিকে দেশের সমাজ ব্যবস্থা ও জনজীবনের স্থিতিশীলতা ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়।

এ অবস্থায় ছিদ্দিকী বংশের গৌরবময় পারিবারিক ঐতিহ্য দ্রুতগতিতে নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে। তাই ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করে আমি কিছু পরিমাণ পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছি। তুলনামূলক গুরুত্বের বিবেচনায়, আমি এগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে বিবৃত করতে চেষ্টা করবো।

(১) আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় খান-ছিদ্দিকী বংশের প্রধান পারিবারিক ঐতিহ্য ছিলঃ সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার। মানে বড়জনকে সম্মান করা ও ছোটজনকে স্নেহ করা এবং এরূপ সৌজন্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য বজায় রাখা।

(২) খিদমতের মাধ্যমে মুরুব্বী ও বয়স্কদের সঙ্গ কামনা। কেননা, ঐতিহ্যগত প্রজ্ঞা বৃদ্ধদের কাছ থেকেই জানা যায়।

(৩) অমায়িকতা, প্রশ্নাতীত সততা ও সত্যবাদিতা ছিল এ বংশের বৈশিষ্ট্য।

(৪) জনকল্যাণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন, শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ ও বিতরণ এ বংশের পেশা ও নেশা ছিল।

(৫) ছলাত কায়েম করা ও মসজিদে গমনাগমন এ বংশের মুদ্রাগত স্বভাব ছিল। নামায কাযা করাকে অসৌজন্যমূলক মনে করা হতো। কেননা, হযরত ইব্রাহীম আলাইছিস সালাম, বিবি হাজেরা (র) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) - কে মক্কার নির্জন প্রান্তরে বসবাস করান, আল্লাহর প্রতি কায়মনোবাক্যে ছলাত আদায় করার

Chunati.com

লক্ষ্যে। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পিতাপুত্র একযোগে যখন কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন, তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন ঃ প্রভুহে! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পিত মুসলিম হবার তাওফিক দিও এবং আমাদের বংশধরকে তোমার প্রতি আত্ম-সমর্পিত মুসলিম সমাজে পরিণত করো।

(৬) তছাওফ বা আধ্যাত্মিক সাধনার তরীকা গ্রহণ করা। কেননা, ছিদ্দিকী, সৈয়দ ও ফারুকী বংশের তাছাওফ বা আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের মূলধারা সংরক্ষিত হয়েছে।

(৭) কাব্য চর্চা তাদের বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৮) সন্তোষ, অর্থাৎ সম্পদের প্রতি নির্লোভ জীবন যাপন, বৈধভাবে অর্জিত সম্পদে সন্তুষ্টি, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৯) আতিথেয়তার দিকে তাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল।

(১০) পরশ্রীকাতরতা থেকে দূরে থেকে, আত্মসম্মানজনক সৎ জীবন যাপন করা, তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

(১১) স্ত্রী জাতির প্রতি তারা স্নেহ প্রবণ ও শ্রদ্ধাশীল ছিল। স্ত্রীলোকদেরকে, ছোট বড় জাত পাত নির্বিশেষে, মাতৃত্বের সম্মান জ্ঞাপন করতো। তাদের পক্ষে তা মহান পূর্বসূরী মা হাজেরা, মা আছমা, মা আয়েশা (রহঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক মনে করা হতো।

(১২) তারা অন্দরমহলের সর্বপ্রকার কতৃত্ব স্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দিত। ফলে পারিবারিক কলহ বিরল ছিল।

(১৩) বিরোধ নিষ্পত্তিতে সবাই পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করত।

(১৪) সহযোগী, কর্মচারী, পাড়া-পরশীদের সাথে সর্বদা সদয় ব্যবহার করতো।

(১৫) বিচ্ছিন্নবাদিতা বর্জন করে, মানুষের সাথে সর্বদা মিলে মিশে জীবন যাপন করত।

(১৬) এ বংশের কিম্বদন্তী অনুযায়ী, এদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মপ্রচার, শাসন, প্রশাসন ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মোতাবেক আদর্শনীয় তৎপরতার নমুনা সৃষ্টি করেন; তাতে মহিলারাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত আবু বকরের (র) তাছওফ সাধনা, হযরত আয়েশা (র) ও ইমাম কাসেমের (র) হাদীছ ও ফেকাহ চর্চা; হাফেজ খানের কাযীর বিচারের ক্ষেত্রে, ন্যায়তঃ বিচারের চর্চা, আবদুর রহমান মিরজীর কেরাত চর্চা, নাছিউদ্দীন খানের প্রশাসনিক বিচক্ষণতার চর্চা এবং আবদুল হাকীম ও ওয়াজহিউল্লাহ খানের জ্ঞান চর্চা ইত্যাদি। বলা হয়ে থাকে যে, এসব ক্ষেত্রে এ বংশের যারা দুর্নীতিতে বিজড়িত হয়, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, তাদেরকে কঠিন রোগে

Chunati.com
Pioneer in village based website

আক্রান্ত হতে দেখা যায়। এ বংশের উৎকৃষ্ট লোকেরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কর্মতৎপর হয় এবং জীবিকার জন্য আল্লাহর রিজিকের উপর নির্ভর করে। মুরুব্বীদের প্রার্থনা ছিল ঃ আল্লাহ আমাকে রিযিক দিও, সম্পদ দিওনা। কেননা, রিযিক ব্যবহারে হিসাব নাই, কিন্তু সম্পদের জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

(১৭) শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলবী তাহের আহমদ খান মরহুম মগফুর ১৯৬৬ সনের মে মাসে পত্রযোগে আমাকে লিখেন ঃ

"সূফীগণই প্রকৃতপক্ষে এ দেশের কল্যাণে ও মুসলিমদের দুঃসময়ে ইসলামের অস্থিত্ব রক্ষার জন্য এবং ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি উৎপন্ন করার জন্য সহায়তা করেছেন। তাঁদের ভাবধারা বিভিন্ন হওয়া ও বহুস্থানে পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা নিজ নিজ তরীকা সম্পর্কে সমর্থনীয় বিধানগুলি পত্র-পত্রিকা আকারে প্রকাশিত করে, জ্ঞান ও বাছনী শক্তিকে বুদ্ধিসম্মতভাবে ব্যবহার করার দিকে লোকজনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। এগুলির মাধ্যমে স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হয় যে, মূলে এঁদের প্রত্যেকেই আল্লাহ পাকের এককত্ববাদ, নবুয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা এবং ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস, সততার সাথে গ্রহণ করতে সবার প্রতি আহবান জানিয়েছেন।"

Chunati.com
Pioneer in village based website

(১৮) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে এ বংশের কোন মেয়ে বা পুরুষকে তরীকাহ বহির্ভূত দেখা যেতো না।

(১৯) আদতে মুসলমানদেরকে সূফীতত্ত্বের দিক থেকে, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা - (ক) নেতিবাচক বা নেগেটিভ মুসলিম যারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ মনে করে (খ) ইতিবাচক মুসলিম বা পজিটিভ মুসলিম, মানে ধর্মভিরু মুসলিম এবং (গ) ঈমানদার মুসলিম, অর্থাৎ যাদের কলবে বা হৃদয়ে 'আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ' যিকির জারী থাকে, যদ্বারা তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হবার সুযোগ পায় না। কেননা, মন্দ কাজ করলে কলবের যিকির বন্ধ হয়ে যায়।

এদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর, হাশরের ময়দানে বিচার হবে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণী, যেহেতু তাওবা-তিল্লা করে দুনিয়াতে নিজেদেরকে কলুষমুক্ত করেছে, তাই বিনা হিসাবে পরিত্রাণ পাবে। ক্বলবের যিকির একমাত্র কামেল-মোকাম্মেল মুরশিদের ইত্তেহাদী তাওজ্জুহ্‌র দ্বারা সম্ভবপর হয়। তাই যারা বিনা বিচারে হাশরের কঠিন বিচার দিনে, মুক্তি পেতে চায়, তাদের তরীকা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

(২০) এ বংশের লোকেরা বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল। কেননা, ঐতিহ্য বিহীন বহিরাগতরা পারিবারিক সৌহাদ্য বজায় রাখতে উদগ্রীব হয় না। অথচ

Chunati.com

আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ সম্পন্ন মনোভাব ছাড়া পারিবারিক সৌহাদ্য অক্ষুণ্ন রাখা দুষ্কর। তাই ছেলেদের বৌ আনার সময় কন্যাপক্ষের বংশ পরিচয় বিবেচনা করা হতো। তবে মেয়ে বিয়ে দিতে বর পক্ষের বংশের চেয়েও শিক্ষা দীক্ষাই অধিক বিবেচনা করা হতো। কেননা, আশা করা হতো যে, এ পরিবারের মেয়েরা অন্যান্য পরিবারে গিয়ে আদর্শ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সৎ ও প্রগতিশীল পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

(২১) একটি ক্ষুদ্র ঘটনা - আমার জ্যেঠা আব্বা মেজিস্ট্রেট ছিলেন। গোছল করার সময় তিনি নিজের কাপড় নিজে ধুতেন। তিনি আমাকে বল্লেন ঃ "আমি আমার জ্যেঠার কাছ থেকে দেখে নিজের কাপড় নিজে ধুই। তাতে কাপড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তাঁর জ্যেঠাও মেজিস্ট্রেট ছিলেন। তাই শুনে আমিও নিজের কাপড় নিজে ধুই।

(২২) রাসূলুল্লাহ ছল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসলামের জন্ম উপলক্ষে মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করা, খান ছিদ্দিকী পরিবারের একটি বংশগত ঐতিহ্য। পর্থিব জীবনে দোওয়া ও বরকত লাভের জন্য এবং মৃত আত্মীয় স্বজন ও পূর্ব পুরুষ-পূর্ব মহিলাদের জন্য ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে, এ পরিবারে যখন তখন মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করতে দেখা যেতো। বছরে একবার সমারোহ করে প্রতি ঘরে মিলাদ পড়া হতো। এ পরিবারের মৌলবী সাহেবান ও মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীরা পাড়া-পড়সীর বাড়ীতেও মিলাদ পড়ে দিত। রাসূলের (ছঃ) প্রতি হযরত আবু বকরের (র) ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসার প্রতীকী বহিরপ্রকাশরূপে মিলাদকে বিবেচনা করা হতো। কেননা, মিলাদ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; একটি পবিত্র মনস্ক সামাজিক অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়সীদের সাথে দেখাশোনা ও সৌহাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন ঐতিহ্যহীন মৌলবী এর মর্ম অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে, এ সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দিয়ে, এটাকে বেদাত বা অসিদ্ধ বলে মতামত যাহির করে থাকেন। এটা নেহাত ভুল।

(২৩) এ বংশের পুরুষেরা যেমন মেয়েদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে, তেমনি মহিলাদের নিকট থেকেও সৌহাদ্য ও শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। এ বংশে ছেলে-মেয়েদের উশৃংখলতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বর্তমান প্রজন্মে, কিছু সংখ্যক ছেলেদের নামায-বর্জন এবং বিপুল সংখ্যক মেয়েদের প্রদর্শনীমূলক আচার আচরণ, মর্মান্তিকভাবে এ বংশের সৌভাগ্য নস্যাৎ ও বরকত হননের কারণে পরিণত হবার উপক্রম করছে। দু'একটি ক্ষেত্রে পৌত্তলিক শিরিককারী বিজাতীয় লোকের সাথে অবৈধ বিয়ে-শাদী অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। কেননা, মুর্তিপূজক পৌত্তলিকের সাথে মুসলমানের বিয়ে বৈধ নয়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

(২৪) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন মা হাজেরা (রঃ)-কে মক্কার বিজন প্রান্তরে রেখে যেতে উদ্যত হলেন, তখন নবী পত্নী প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি আল্লাহর ইচ্ছায় এ কাজ করছেন-না-নিজ ইচ্ছায়। তিনি বল্লেন ঃ আল্লাহর ইচ্ছায়। তাতে নবী পত্নী আশ্বস্ত হলেন। চুপ করে গেলেন। তাঁর আল্লাহর উপর নিখাদ নির্ভরশীলতা স্বামী ইবরাহীম (আঃ)-কে মুগ্ধ করল, অভিভূত করল, আবেগ আপ্লুত করল। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি আল্লাহর নিকট দোওয়া করলেন, যেন প্রভু তাদের নিরাপদে রাখেন এবং যেন তাদের বংশে এমন একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটান, যিনি লোকজনকে আল্লাহর নিদর্শন যুক্ত কিতাব পাঠ করে শুনাবে, তাদেরকে কলা-কৌশল বা হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের আত্ম-শুদ্ধির পথ প্রদর্শন করবে। সে দোওয়া থেকে রাসুলুল্লাহর (ছঃ) উদ্ভব হয়। তবে আল্লাহর উপর তাওক্কুলহীনতা বা অনির্ভরশীলতা তাঁকে পীড়িত করত। তিনি মাঝে মধ্যে সিরিয়া থেকে মক্কায় এসে ছেলে ইসমাঈলের খোঁজ নিতেন। তিনি একবার মক্কায় এসে ইসমাঈল (আঃ)-কে ঘরে পেলেন না। একজন মেয়ে তাতে বাস করছিল। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, মহিলাটি ইসমাঈল (আঃ) এর বিবি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ কেমন রাখছেন? মহিলা বলল ঃ বড়ই দুঃখে আমাদের জীবন কাটছে।

এরূপ অসহিষ্ণুতামূলক কথা শুনে তিনি মর্মাহত হলেন এবং বললেন ঃ তোমার স্বামী ঘরে আসলে, তাকে চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলতে বলবে। মহিলা এ কথা হযরত ইসমাঈলকে বললে, তিনি বললেন আগন্তুক আমার পিতা ছিলেন। পিতৃভক্ত ছেলে প্রথম বিবিকে তালাক দিয়ে, দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর সবাই দ্বিতীয় বিবির সন্তান।

তবে এ বংশের কেহ বিপদগ্রস্ত হলে, তাদের পুত পবিত্র মায়েদের ও ফুফুদের ওছিলা ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে, আল্লাহ রাহমানুর রাহীম তা কবুল করে থাকেন। তাঁরা হলেন ঃ মা হাজেরা, মা আস্‌মা, মা আয়েশা, মা ফাতিমা, মা সাওদা, ফুফু উম্মে কারদাহ, যাকে উম্মে ফারওয়া বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর আসল নাম ছিল ফাতিমা বিনতে কাসিম ইবনে আবু বকর ছিদ্দীকে আকবর (র)। তাঁর স্বামী মুফাচ্ছিরশ্রেষ্ঠ ইমাম বাকের ইবনে আলী যয়নুল আবেদীন ইবনে হোসাইন ইবনে হযরত আলী (করমাল্লাহু ওয়াজহাহু)। ইমাম জা'ফর ছাদিক (রাহঃ) ইমাম বাকের (রাহঃ) এর পুত্র এবং তাঁর কনিষ্ঠ সপ্তম পুত্র হলেন হযরত আবু খালিদ এবং নিজ নিজ গর্ভধারিনী জননী মাতা। কেননা, এ বংশের মহিলাদের নিঃস্কলুষ চরিত্র এবং ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় অবদান পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ইদানিং তাদের সাথে কঠোর সাধনার বদৌলতে যুক্ত হয়েছেন

Chunati.com
Pioneer in village based website

উপরে উল্লেখিত ইমাম আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রহঃ) এর চতুর্থ কন্যা সৈয়দা হামিদা খানম (মাদ্দাযিল্লুহাল আলী), যিনি সূফী সম্রাট মাওলানা মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী (মাঃ জিঃ আঃ) এর স্ত্রী। তিনি তার পিতা-প্রপিতার সূত্রে হযরত আবু খালিদ ইবনে ইমাম জা'ফর ছাদিক (রাহঃ) এর সাথে যুক্ত, যাঁর মাতা ছিলেন উম্মে কারদাহ/উম্মে ফারওয়া ফাতিমা বিনতে ইমাম কাসিম (রাহঃ)। তিনি কঠোর আধ্যাত্মিক সূফী সাধনা বলে পিতা ইমাম আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রাহঃ) এর সুযোগ্যা উত্তরসূরীর স্থান লাভ করেছেন এবং কুতবুল আকতাবের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন।

(২৫) পরিশেষে কয়েকটি স্মরণীয় কথা নিম্নে বর্ণনা করা গেল, যেগুলি আধ্যাত্মিক সাফল্যের চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ইরশাদ করেন ঃ "তোমরা আল্লাহকে ভালভাসো, কেননা তিনি তাঁর নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করেন; তোমরা আমাকে ভালবাস, যেন আল্লাহ তোমাদের ভালবাসেন; আর তোমরা আমার আহালদের, অর্থাৎ পরিবার ও বংশধরদের, ভালবাস যেন আমি তোমাদেরকে ভালবাসি।"

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) বলেন ঃ "আমি তিনটি কাজকে খুবই পছন্দ করি; এর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় কাজ হলো - সর্বাবস্থায় রাসূল (ছঃ) এর চেহারা মোবারকের মোরাকাবা বা ধ্যান করা।"

Chunati.com
Pioneer in village based website

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রঃ) বলেন ঃ এক রাতে তিনি কাপড় সেলাইরত অবস্থায় তাঁর হাত থেকে সুঁচটি মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়। অন্ধকারে তিনি সুঁচটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় হযরত রাসূল (ছঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের আলোতে জায়গাটি আলোকিত হয়ে যায়। তিনি সে আলোকে সুঁচটি খুঁজে পেলেন এবং রাসূলুল্লাহকে (ছঃ) তা অবহিত করলে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) আফসোস করে বলেনঃ "বড়ই পরিতাপ, বড়ই পরিতাপ, বড়ই পরিতাপ - তাদের জন্য, যারা আমার চেহারার মোরাকাবা করে না" (দুররুল মুনাজ্জম)।

(২৬) এ বংশের মুরুব্বীগণ ৫২ নং সূরা তুর এর নিম্নে উদ্ধৃত ২১ নং আয়াতের দিকে নির্দেশ করে পরিবার পরিজনদেরকে অকপট-ধর্ম-বিশ্বাস এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের ইসলামী নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করতেনঃ

"এবং ঐসব লোক যারা ঈমান ধারণ করে ও তাদের বংশধরগণ ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমি (আল্লাহ) তাদের বংশধরদেরকে পরকালে তাদের

Chunati.com
Pioneer in village based website

সাথে একত্রে যুক্ত করে দেব এবং তাদের কর্ম থেকে কোন কিছুই কমতি করব না। অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তিই সে যা কিছু অর্জন করে তার দায়িত্বে নিয়োজিত।"

অর্থাৎ মহান দয়াময় আল্লাহ অঙ্গীকার করছেন যে, পূণ্যবান লোকদের বংশধরেরা যদি ঈমান ঠিক রেখে আদবের সাথে তাদের মুরুব্বীদের অনুসরণ করে, তবে তিনি তাদের দোষত্রুটি বহুলাংশে ক্ষমা করে দিয়ে পরকালে পারিবারিকভাবে তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে একত্রিত করবেন। পূণ্যবান লোকদের জন্য মহাপুরুস্কার স্বরূপ তিনি এরূপ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন।

অতএব, ইহাই নূতন প্রজন্মের প্রতি আমার আন্তরিক ওছিয়ত রইল। আমীন!

শুভ পরিসমাপ্তি

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com
Pioneer in village based website

⊙⊙⊙ বাম থেকে ডান দিকে যথাক্রমে মহানবী (ছঃ) এর রওযা মুবারক এবং হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (র) এর মাযার শরীফ।

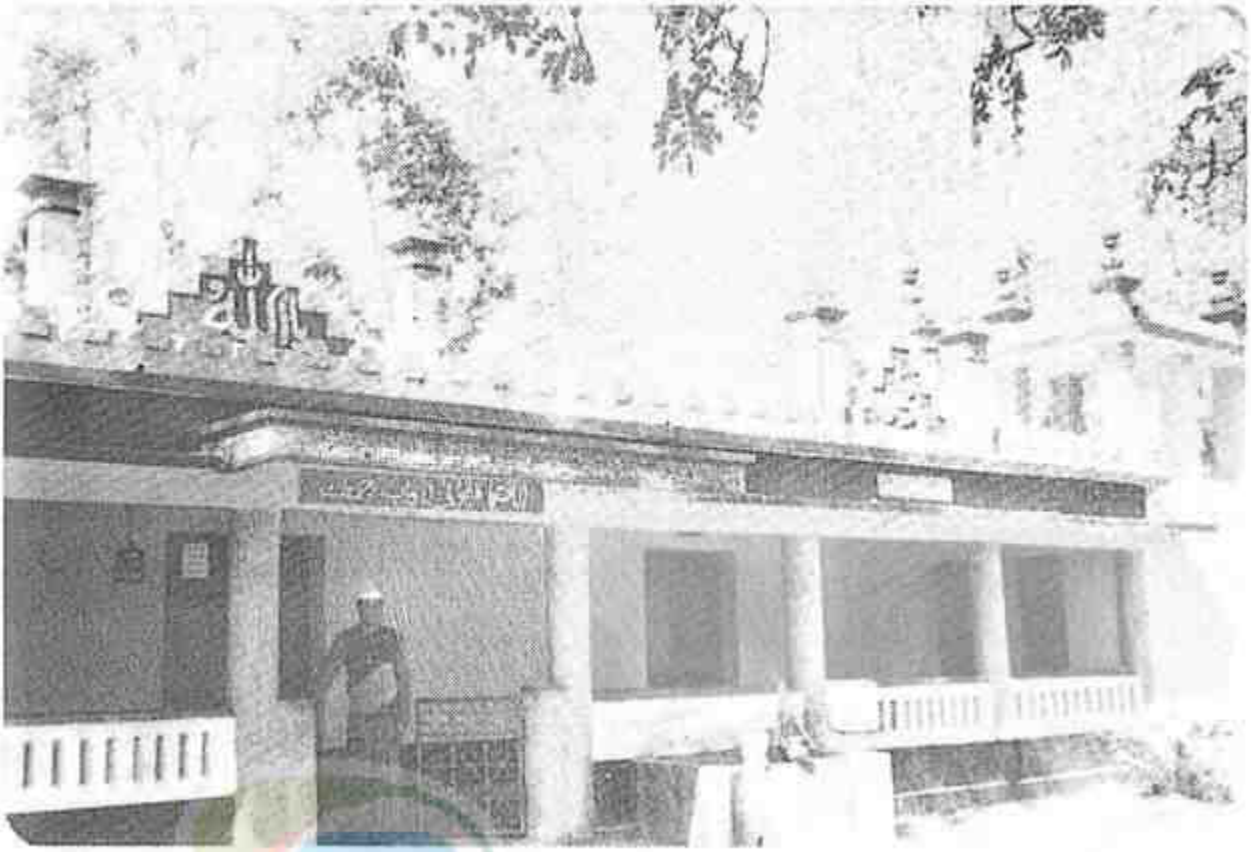

চুনতী ডেপুটিপাড়া মসজিদ ঃ নাছিরউদ্দীন খানের বিবি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

Chunati.com
Pioneer in village based website

দুই ভায়ের মাযার ঃ নাছিরউদ্দীন খান (পূর্বে), মাওলানা আবদুল হাকীম (পশ্চিমে)

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতী উচ্চ বিদ্যালয়

চুনতী মহিলা কলেজ

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতী হাকীমিয়া আলীয়া মাদ্রসা

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

Chunati.com
Pioneer in village based website

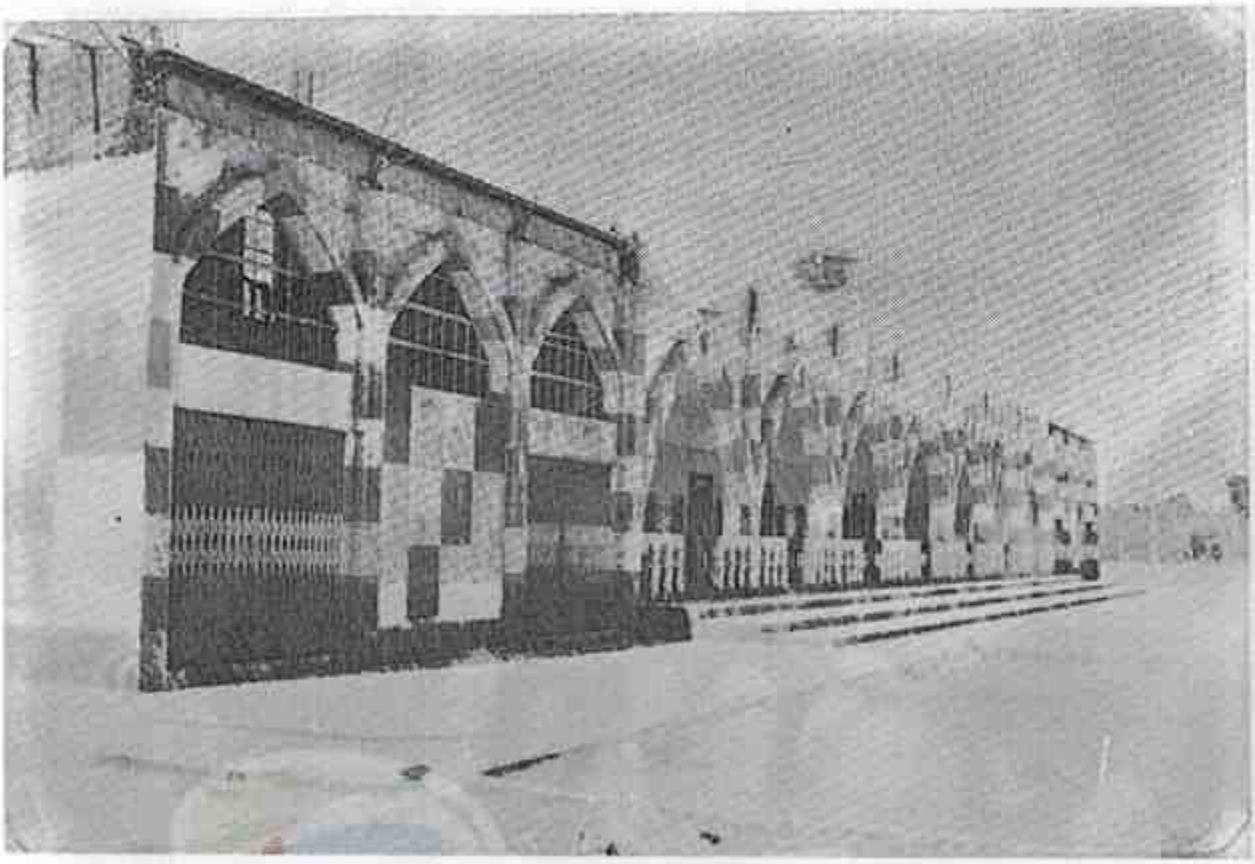

মাওলানা শাহ সূফী হাফেয আহমদ শাহ ছাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বায়তুল্লাহ মসজিদ" এর সম্মুখ দৃশ্য

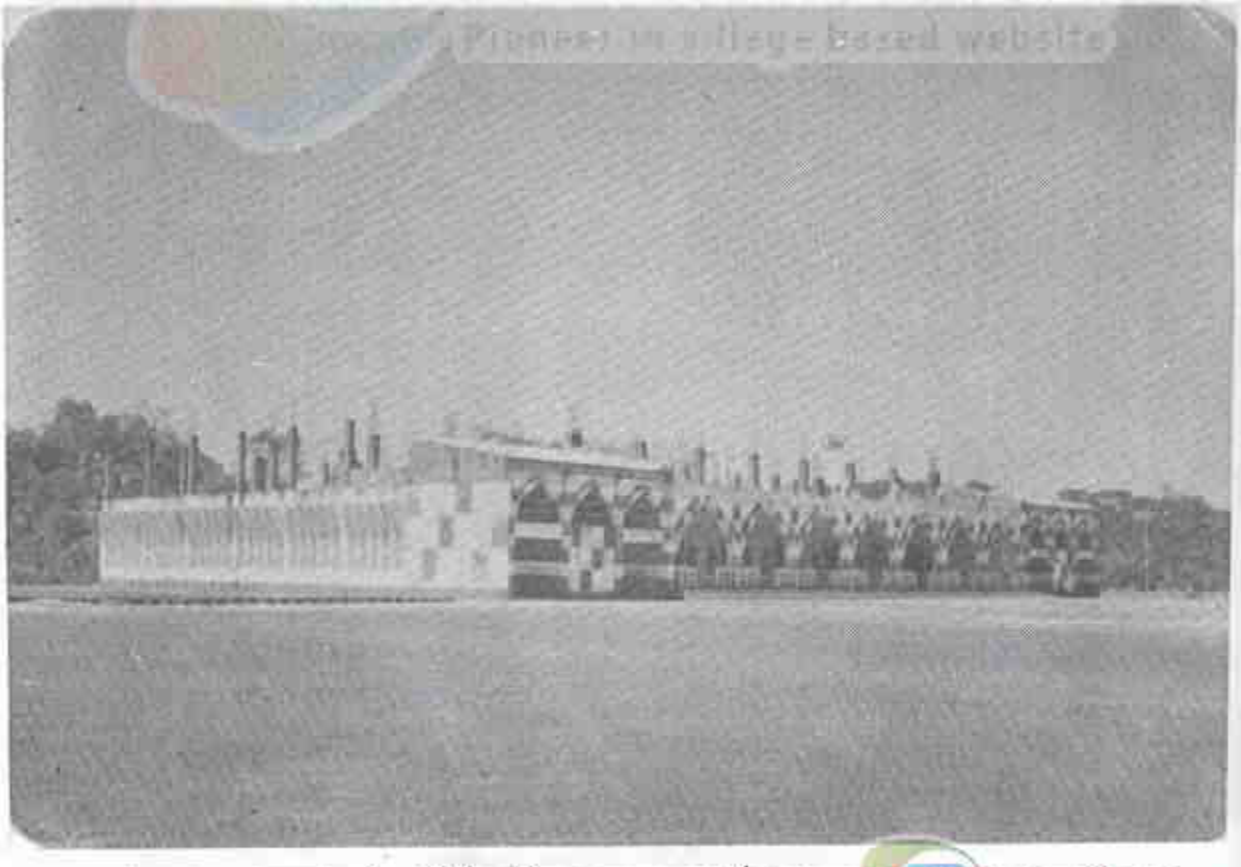

শাহ ছাহেব কেবলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীরত সম্মেলনের মাঠে "বায়তুল্লাহ মসজিদ" এর সার্বিক দৃশ্য

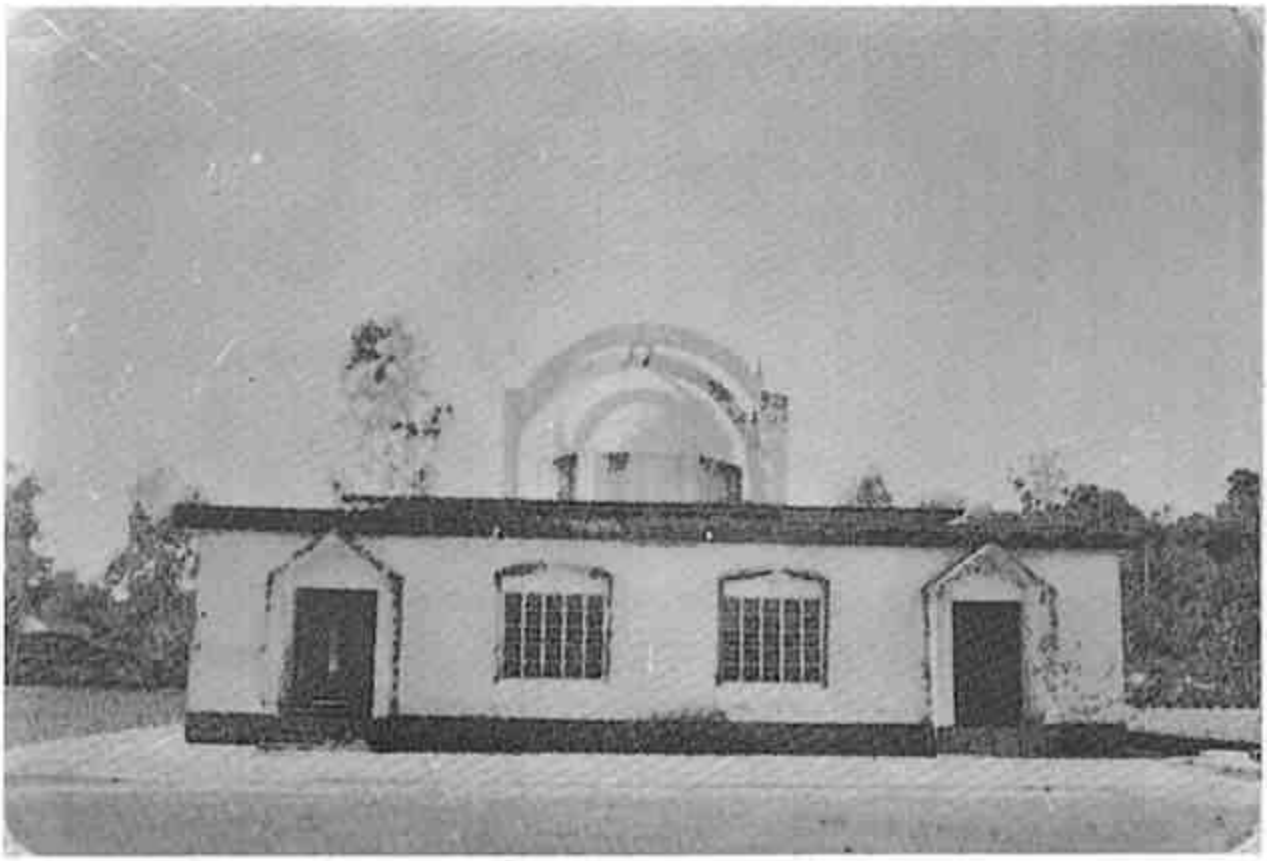

মাওলানা শাহসূফী হাফেয আহমদ ছাহেবের মাযার

Chunati.com
Pioneer in village based website

সংযোজন

ভুল সংশোধনী ঃ সংযোজন

পৃঃ ১০৮ : নাছির উদ্দীন খানের বংশধর ঃ

নীচের থেকে ৫ম লাইন

নাছির উদ্দীন খানের প্রথমা স্ত্রী, আশরফ কাজীর মেয়ে (আমতলী নিবাসী মাওলানা খাইরুল্লাহর পূর্ব পুরুষ) তাঁর গর্ভে ২পুত্র ১. আবদুল্লাহ খান, অল্প বয়সে মারা যান; ২. আমীনউল্লাহ খান।

Chunati.com
Pioneer in Village based website

আমীনউল্লাহ খানের ২পুত্র ১.কলিমুল্লাহ খান ২.আলীমুল্লাহ খান।

কলিমুল্লাহ খানের (৪১/১)১পুত্র ঃ মুহাম্মদ ইউনুছ খান (৪২).....

আলীমউল্লাহ খানের (৪১/২)৩পুত্র

১. আবদুল মজীদ খান ২.এয়ার আলী খান ৩.আবদুল গনি খান।

সংযোজন ঃ ১১০ পৃষ্ঠার আজীজুল্লাহ খান (৪০তম/১) এর জীবন বৃত্তান্ত

জনাব মরহুম নাছিরুদ্দিন খান সাহেবের, ছেলেদের মধ্যে কলিমুল্লাহ খান এবং আলিমুল্লাহ খান সবাইর বড় ছিলেন, উভয়ই অল্প বয়সে ইন্তেকাল করার দরুন নাছিরুদ্দিন খানের পরিবারের দায়িত্ব পরবর্তী বড় ছেলে জনাব আজিজুল্লাহ খান সাহেবের উপর পড়ে। তাঁর তিন ছেলে যথা ঃ (১) আজিজুল্লাহ খান (২) ফয়েজ উল্লাহ খান এবং (৩) তৈয়ব উল্লা খানের মধ্যে আজিজুল্লাহ খান সর্ব জ্যেষ্ঠ এবং মুরব্বী ছিলেন। তিনি যতদিন বাংলাদেশের চুনতি গ্রামে ছিলেন ততদিন ডেপুটি বাড়ীর কতৃত্ব তার উপরই ছিল। তিনি সবাইর সম্পত্তি

Chunati.com
Pioneer in village based website

দেখা শুনা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর পরিচালনা নিজেই করতেন, ছোট ভাই দু'জন তারই কতৃত্ব মেনে চলতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভিরু ছিলেন বলে তাঁকে দরবেশ ছাহেব বা খান ছাহেব বলে সবাই ডাকতো।

জনাব আজিজুল্লাহ খান সাহেব ভারতের রামপুরা এস্টেটের নবাব জনাব হামিদ উল্লাহ খানের এস্টেটের ভূমিকর মন্ত্রী এবং রাজকীয় গৃহ শিক্ষক ছিলেন। জনাব হামিদ উল্লাহ খান ব্রিটিশ আর্মির একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর ছিলেন। জনাব আজিজ উল্লাহ খান প্রায়ই রামপুরায় থাকতেন। দাক্ষিণাত্যের বেরিলী রেল স্টেশনের পরে আই জেড নগর এবং তার পরই রামপুরা স্টেশন, রামপুরার "খের কলন্দর" নামক স্থানে তদানিন্তন নবাব জনাব হামিদুল্লাহ খানের রাজ প্রসাদ ছিল। অবশ্য বেরিলী স্টেশনের পাশে নবাবের এক পুত্র আফতাবুদ্দিন খানের বাংলো অবস্থিত ছিল।

শেষ বয়সে জনাব আজিজুল্লাহ খান রামপুরায় চলে যান। ওখানে নবাব পরিবারে তিনি বিবাহ করেন, সেখানে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে যার নাম ছিল আমেনা বেগম। উনার তিন ছেলে ও কয়েকজন মেয়ের মধ্যে বড় ছেলে জনাব ওহিদুর রহমান খান আর্মির অফিসার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঘের কলন্দরের নিকটে হযরত কঙ্করিয়া শাহ এর মাযারের কাছে জনাব আজিজুল্লাহ খান সাহেবের মাযার।

সংযোজন ঃ ১২৭ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদের নীচে

Chunati.com
Pioneer in village based website

তাহের আহমদ খান (৪১ তম/২) এর ৩ কন্যা

১. রাবেয়া ছগীরা খানম, স্বামী বদরুল হুদা খান ছিদ্দিকী (পৃঃ ৯৮ দ্রঃ)। তাদের ১ ছেলে, নজমুল হুদা খান ছিদ্দিকী দীনু (পৃঃ ২৯৮ দ্রঃ) এবং ২ মেয়ে। ১. ফাতেমা খানম বেবী, স্বামী খলীলুর রহমান খান (পৃঃ ১১৩ দ্রঃ), ২. আখতারী খানম নাছু।

২. তাহের আহমদ খানের দ্বিতীয় মেয়ে ঃ আছিয়া ছগীরা খানম ছাকী, স্বামী মুহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত অগ্রণী ব্যাংকের শাখা ম্যানেজার। তাদের ৩ ছেলে ১. নূরুল হাসান চৌধুরী, স্ত্রী নূর জাহান বেগম, তাদের ১ ছেলে, সাদমান সাকিব চৌধুরী ও ১ মেয়ে নিশাত তাসনিম। ২. হোসাইন আহমদ চৌধুরী ছুট্টু এবং ৩. আনোয়ার হোসাইন চৌধুরী ফয়সল।

আছিয়া ছগীরার তিন মেয়ে ১. লতীফা বেগম কলি, স্বামী আবুল মনছুর, ছেলে তুষার ও মেয়ে টুলী, ২. সেলিনা বেগম সেলী, স্বামী সেলিম চৌধুরী, ছেলে আকাশ ও ওয়াসিক, ৩. আফীফা বেগম বেলী স্বামী সাইফুল্লাহ মাসুদ।

তাহের আহমদ খানের ৩য় কন্যা ঃ মরীয়ম ছগীরা খানম, স্বামী মীর ওয়াজেদ আলী খান। তাদের ১ ছেলে মীর এ'জায আলী খান ও ২ মেয়ে ঃ ১. সুলতানা রাজিয়া খানম, স্বামী মাহমুদ খান সিদ্দীকী (পৃঃ ৯৭ দ্রঃ) এবং ২. রোজীর ১ ছেলে ও ২ মেয়ে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সংযোজন ১১৩ পৃষ্ঠা ঃ মতিয়র রহমান খানের নীচে

ডাঃ ছরওরে জামান খানের (৪২ তম) ৫ মেয়ে ঃ মোহসেনা, লুৎফুন্নেছা, ডাঃ মাহবুবা খানম, খুরশিদ জাহান ও মাহরুছা খানম।

১. মোহসেনা খানমের স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আফজাল খান চৌধুরী, তাদের ২ ছেলে ১. মোস্তফা আলী হায়দর আহমদ খান ২. আলী আশরফ খান।

২. লুৎফুন্নেছা খানম (মৃঃ ১৯৯৮) এর স্বামী ডাঃ সৈয়দ ফারুক আহমদ। তাদের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। ছেলে ১. আলী আযম খান, ২. ডাঃ ফরিদউদ্দীন মোহাম্মদ ওসমান এম.বি.বি.এস., মেয়ে ১. কামরুন্নেছা বেগম ২. আয়েশা বেগম।

৩. ডাঃ মাহবুবা খানম, হোমিও ডাক্তার, স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আবু মোহাম্মদ ওয়াহিদ। তাদের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে ১. সূফী মোহাম্মদ সোহেল ২. সূফী মোহাম্মদ শোয়েব, ইঞ্জিনিয়ার, ৩. সূফী মোহাম্মদ সাকেব ইঞ্জিনিয়ার, মেয়ে সুফিয়া কানিজ ফাতিমা।

৪. খুরশিদ জাহান খানম, স্বামী নাসির উদ্দীন। তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে ঃ ১. ডঃ সাইফুদ্দীন মোহাম্মদ মামুন, ২. ডাঃ মোহাম্মদ জুনায়েদ, মেয়ে ডঃ মুনিরা।

৫. মাহরুছা খানম, স্বামী ঃ মোস্তাফিজুর রহমান। তাদের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে, ছেলে আনসার উল্লাহ খান ২. মনির উল্লাহ খান ৩. শিহাব উল্লাহ খান, মেয়ে জীনাত মোস্তাফিজ।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সংযোজন ঃ ১২৯ পৃষ্ঠা সর্বনিম্নে

তৈয়ব উল্লাহ খানে (৪০ তম/৫) ২ মেয়ে ১. ছদীদা খানম, স্বামী মাহবুবুর রহমান (অবঃ) জিলা রেজিষ্ট্রার। তাদের ৪ ছেলে ৪ মেয়ে।

ছেলে ১. হাবীবুর রহমান ২. লুৎফুর রহমান ৩. আবু মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন ৪. আহমদ ফরীদ (অবঃ) বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী ও বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত। মেয়ে ১. হুসনু ২. নূরন ৩. জওশন আরা ৪. জুবিলী।

তৈয়বুল্লাহ খানের কনিষ্ঠ মেয়ে আয়েশা খানম, স্বামী মোখতার আহমদ চৌধুরী। তিনি খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরীর বড় ছেলে ছিলেন, পূর্বপুরুষ পরম্পরায় বাঁশখালী থানার ছনুয়া গ্রামের জমিদার। খান সাহেব চকরিয়া থানা ইলিশিয়া গ্রামে নূতন জমিদারী স্থাপন করেন এবং ঐ গ্রামের নাম পরবর্তীতে মকবুলাবাদ রাখা হয়। কক্সবাজার মহকুমা, বর্তমানে জিলায়, মোখতার আহম্মদ চৌধুরী প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। তিনি প্রায় ২০ বছর ধরে চিরিংগা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বেঞ্চের সভাপতি ছিলেন। তিনি বহু মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

ছেলে ঃ ১. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন আর্টেস্ এর ডিস্টিংশস সহ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী জাহানারা বেগম। তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে ১. শওকত ইবনে আমিন বি.কম., জামাল উদ্দীন আহমদ খানের মেয়ে সালমা আখতার খানম (পৃঃ ১২৮) এর মেয়ে নূরে তজল্লী বি. এস. সি. (সম্মান) এম. এস. সি. (উদ্ভিদ বিজ্ঞান) এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

২. আনিছ ইবনে আমিন বি. কম. ব্যাংক কর্মকর্তা।

তাদের মেয়ে ঃ আরিফা আমিন বি.এ. (পরীক্ষার্থী) ডাঃ নওশাদ আহমদ খান (পৃঃ ১২১) এর সাথে বিবাহিতা।

দ্বিতীয় ছেলে আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, ফরাসী ইলিয়ানীর সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। তাদের ২ ছেলে ১. ইলিয়াস আহমদ, লন্ডনে ছাত্র ২. ইসমাঈল আহমদ, নিউ ইয়র্কে ছাত্র। দ্বিতীয় স্ত্রী সালমা চৌধুরী, প্রখ্যাত ডঃ এনামুল হক সাহেবের কন্যা।

তৃতীয় ছেলে, খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর ৩ স্ত্রী ৮ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। ছেলে ১. তারেকুল ইসলাম ২. শাহেদ চৌধুরী ৩. মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ৪. সিরাজুল ইসলাম বি. এ. স্কুল শিক্ষক, বর্তমানে (১৯৯৮-৯৯ সনে) পশ্চিম বড় ভেউলা ইউ. সি. এর চেয়ারম্যান ৫. পারভেজ চৌধুরী।

আয়েশা খানমের মেয়ে ১. রোকেয়া বেগম এম.এ.বি.এড., স্বামী আলহাজ্ব এজাহারুল ফয়েজ। তিনি ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মেয়ে ছালেহা বেগম চৌধুরানী, স্বামী ডাঃ আজিজুল হক, চকরিয়া থানার পেকুয়ার জমিদার। তাদের ৫ মেয়ে, ১. আয়েশা পারভিন এম. এ. প্রভাষিকা, স্বামী ডাঃ চৌধুরী বি. মাহমুদ, এম.আর.সি.পি., চট্টগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে শিশু বিভাগের প্রধান, ২. রাজিনা নাসরীন বি.এস.সি. স্বামী আবু মোহাম্মদ ইসহাক, চট্টগ্রাম নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

তৃতীয় মেয়ে সায়েরা ইয়াসমিন এম. এ. রাঙ্গামাটী সরকারী মহিলা কলেজে প্রভাষিকা, স্বামী মাহবুবুল করিম, আল-আরফাহ ইসলামী ব্যাংকে সহকারী ব্যবস্থাপক।

৪র্থ মেয়ে নূছরত জাহান বি. এ. (সম্মান) এম. এ., বিয়ের পরে মারা যান। তাঁর একটি ছেলে আছে।

৫ম মেয়ে ফাতেমা জোহরা এম. বি. বি. এস., স্বামী ছালাহুদ্দীন, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

আয়েশা খানমের তৃতীয় মেয়ে আনোয়ারা বেগম, স্বামী ছগীর আহমদ খান (পৃঃ ১২৪ দ্রঃ)।

Chunati.com
Pioneer in village based website

সংযোজন ঃ একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিশিষ্ট

চুনতীর খান ছিদ্দীকী পরিবারের প্রজন্মগত ক্রমধারার সাথে আকর্ষণীয় রূপে সমান্তরাল তিনটি পারস্পরিক সম্পর্কীত সিলসিলা বা প্রজন্মগত ক্রমধারা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ দেওয়ানবাগ শরীফের শজরাহ-এ পাওয়া যায়, যা খান-ছিদ্দীকী শজরাহ্‌র সাথেও সম্পর্কযুক্ত এবং যা কয়েক স্তরে আকর্ষণীয় সম-গুরুত্বের অবকাশ রাখে।

প্রথমতঃ ছিদ্দীকী বংশতালীকা বা শজরাহ্‌র প্রথম ও তৃতীয় পুরুষ দেওয়ানবাগী (নক্সবন্দীয়া-মুজাদ্দিদিয়া-সুলতানীয়া-মাবুবীয়া) তরীকার উদগাতা ও প্রতিষ্ঠাতা । পক্ষান্তরে দেওয়ানবাগী সিলসিলার বর্তমান পীর মুরশিদ শাহ সূফী মাওলানা মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী (ম.আ.)-র বংশতালীকা বা শজরাহর পঞ্চম পুরুষ হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ), ছিদ্দীকী বংশ তালীকার তৃতীয় পুরুষ হযরত ইমাম কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (র) এর কন্যা, হযরত উম্মে কারদাহ উম্মু ফারওয়া ফাতিমা বিনতুল-কাসিম (রহঃ)-র ছেলে। এ স্তরে আল্লাহর মহান রাসূলের (ছঃ) চতুর্থ উত্তর সূরী, হযরত ইমাম বাকের (রহঃ) এর সাথে হযরত উম্মে কারদাহ (রহঃ) এর পবিত্র শাদী মোবারকের মাধ্যমে, ছিদ্দীকী বংশের সাথে সৈয়দ বংশের বরকতময় সংযোগ হয়েছিল। হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ) এর প্রতি আল্লাহর অপার মহিমা যে, কেবল সোহরওয়ার্দীয়া, নক্সবন্দীয়া, মুজাদ্দিদিয়ার তাছাওফী সিলসিলা নয়, বরং শিয়াদের ইমামীয়া সমেৎ কাদেরীয়া, চিস্তীয়া ও অন্যান্য তাছাওফের সিলসিলাগুলির কয়েকটি তাঁরই মাধ্যমে আলাদাভাবে সম্প্রচারিত হয়েছে।

Chunati.com
Pioneer in village based website

এ মহান ইমাম জা'ফর ছাদিকের ছেলে হযরত মুহাম্মদ বিন জা'ফর ছাদিক এর বংশে যেমন দেওয়ানবাগী হুযুর কেবলার জন্ম,তেমনি তাঁর বিবি সৈয়দা হামীদা খানম (মা.আ.)। এবং তাঁর শ্বশুর ও মহান মুরশিদ ইমাম সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রহঃ) ইমাম জা'ফর সাদিকের ছেলে আবু খালিদের বংশধর। অতএব ইমাম জা'ফর ছাদিকের (রহঃ) দুই ছেলের বংশ, দেওয়ানবাগী হুযুরের সাথে সৈয়দা হামীদা খানমের শুভ-পরিণয়ের মাধ্যমে, যথাক্রমে তাঁদের ২৩তম ও ২৪তম প্রজন্মের একত্রে মিলন ঘটেছে। আর উভয়েই হযরত ইমাম বাকের (রহঃ) এবং হযরত উম্মে কারদাহ এর বংশধর হিসাবে ছিদ্দীকী বংশের মেয়ের বংশধর (পৃঃ ৬৩ দ্রঃ) বটেন।

পারস্পরিক সম্পর্কীত ঐতিহাসিক তথ্যের ক্রমধারা প্রদর্শন করার লক্ষ্যে ছিদ্দীকী বংশতালীকার পাশাপাশি দেওয়ানবাগী মুরশিদ-মুরীদী সিলসিলা এবং তৎসঙ্গে দেওয়াবাগী হুযুর কেবলার ও ইমাম হুযুর সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রহঃ) এর বংশ তালীকা লিপিবদ্ধ করা হল।

Chunati.com
Pioneer in village based website

চুনতী খান ছিদ্দীকী বংশ তালীকা

১. হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ)
২. মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রঃ)
৩. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রহঃ)
৪. শেখ আহমদ বিন কাসেম (রহঃ)
৫. শেখ আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ (রহঃ)
৬. শেখ আবুল হাসান বিন আলাউদ্দীন (রহঃ)
৭. শেখ আহমদ ইবনে আবুল হাসান (রহঃ)
৮. শেখ আবুল ফযল বিন আহমদ (রহঃ)
৯. শেখ মুবারক বাগদাদী বিন আবুল ফযল (রহঃ)
১০. খাজা নাছির আবু ইউসুফ চিপাতী (রহঃ)
১১. আবু মওদুদ চিপাতী (রহঃ)
১২ .আবুল মনসুর বিন মওদুদ (রহঃ)
১৩. সুলতান মাহমুদ বিন আবুল মনসুর (রহঃ)
১৪. শেখ আবদুল জলীল বিন সুলতান মাহমুদ (রহঃ)
১৫. শেখ উছমান হাফিয (রহঃ)
১৬. শেখ আবদুল কাদের (রহঃ)
১৭. খাজা আবু তোরাব (রহঃ)
১৮. ইয়াহুয়া মুয়ায (রহঃ)
১৯. শাহ আবুল মুযাফফর (রহঃ)
২০.শাহ আবদুল করীম (রহঃ)
২১. শেখ আবু ছালেহ (রহঃ)
২২. খাজা মখদুম জালাল উদ্দীন (রহঃ)
২৩. শাহ নূরুদ্দীন (রহঃ)
২৪. শেখ মাহমুদ (রহঃ)
২৫. শেখ আবু নছর (রহঃ)
২৬. কাযী আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ)
২৭. শাহ বুরহানউদ্দীন লাহোরী (রহঃ)
২৮. শেখ ইব্রাহীম লাহোরী (রহঃ)
২৯. মুহাম্মদ ইউসুফ খান ছদরুল মুহীম (রহঃ)
৩০. শাহ উছমান শরীফ (রহঃ)
৩১. শাহ আওলিয়া শরীফ (রহঃ)
৩২. আবু ছালেহ শরীফ (রহঃ)
৩৩. শাহ মুহাম্মদ তাহির (রহঃ)
৩৪. মাওলানা হাফেয খান মজলিছ (রহঃ)
৩৫. শাহ তৈয়বুল্লাহ (রহঃ) (বাঁশখালী)
৩৬. শাহ আব্বাস (রহঃ) (বাঁশখালী)
৩৭. শেখ আবদুল্লাহ (রহঃ) (চুনতী)
৩৮. ক্বারী আবদুর রহমান (রহঃ) (চুনতী)
৩৯/২. মাওলানা আবদুল হাকীম (রহঃ) (চুনতী)
৩৯/৩. নাছির উদ্দীন খান(রহঃ) (চুনতী)
৩৯/৫. আবদুল করীম (রহঃ)
৪০/১. ওজিহউল্লাহ খান বিন আবদুল হাকীম
৪০/৩. আজীজউল্লাহ খান বিন নাছির উদ্দীন
৪০/৪. ফয়েযউল্লাহ খান বিন নাছিরউদ্দীন
৪০/৫. তৈয়বুল্লাহ খান বিন নাছিরউদ্দিন
৪১/১.তাহের আহমদ খান বিন তৈয়বুল্লাহ খান
৪২/২. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান বিন তাহের আহমদ

হযরত মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী হুযুর কেবলার বংশ তালীকা

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)
২. হযরত ফাতেমা যোহরা (রঃ) এবং হযরত আলী (রঃ)
৩. হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ)
৪. হযরত আলী ইবনে হাসাইন, যায়নুল আবেদীন (রহঃ)
৫. হযরত ইমাম বাকের ইবনে আলী ইবনে হোসাইন (রহঃ)
৬. হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ)
৭. মুহাম্মদ বিন জা'ফর ছাদিক (রহঃ) কাতারে গমন
৮. সৈয়দ কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন জা'ফর ছাদিক(রহঃ)
৯. সৈয়দ ইউসুফ বিন কাসেম (রহঃ)
১০. সৈয়দ ইয়াসীন বিন ইউসুফ (রহঃ)
১১. সৈয়দ মুসালিম বিন ইয়াসীন(রহঃ)
১২. সৈয়দ ইসমাঈল বিন মুসলিম(রহঃ)
১৩. সৈয়দ আল-হিশাম বিন ইসমাঈল (রহঃ)
১৪. সৈয়দ আল-রিফাত বিন হিশাম (রহঃ)
১৫.সৈয়দ দোস্ত মুহাম্মদ সিপাহী (রহঃ) বাংলাদেশ, (ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাহাদুরপুর গ্রামে আগমন ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা)
১৬. সৈয়দ ওয়াদ্দাদ সিপাহী (রহঃ)
১৭. সৈয়দ ফয়েযউল্লাহ সিপাহী (রহঃ) (ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ)
১৮. সৈয়দ আরীফ সরকার (রহঃ)
১৯. সৈয়দ আসকর সরকার (রহঃ)
২০. সৈয়দ আফতাবউদ্দীন মুন্সী(রহঃ)

(মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন ও হুজরা কক্ষ তৈরী করেন। সৈয়দ আফতাবউদ্দীনের ইন্তেকালের পর তাঁর দুই বিবি সমস্ত সম্পত্তি মসজিদের নামে ওয়াকফ করে দেন। তাতে আফতাবউদ্দীন মুন্সী ওয়াকফ এষ্টেটের প্রতিষ্ঠা হয়)

২১. সৈয়দ আবদুর রফীক বিন আমীন উদ্দীন (রহঃ) (আফতাবউদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র)
২২. সৈয়দ আবদুর রশীদ বিন আবদুর রফীক (রহঃ)
২৩. হযরত মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী (মা.আ.) হুযুর কেবলা।

Chunati.com
Pioneer in village based website

তরীকাহ সুলতানিয়া-মাহবুবীয়ার শজরাহ

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (ছঃ)
২. হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ)
৩. হযরত সালমান ফারসী (রঃ)
৪. হযরত ইমাম কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রহঃ)
৫. হযরত ইমাম জা'ফর ছাদীক (রহঃ)
৬. হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহঃ)
৭. হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহঃ)
৮. হযরত আবু আলী ফারমুদী তুসী(রহঃ)
৯. খাজা আবু ইয়াকুব ইউসুফ হামদানী (রহঃ)
১০. খাজা আবদুল খালেক আজদেদানী (রহঃ)
১১. খাজা শাহ সূফী আরীফ রেওগনী (রহঃ)
১২. খাজা মাহমুদ আনজীর ফাগনবী (রহঃ)
১৩. খাজা শাহ সূফী আজীমানে আলী আবরা মায়েতানী (রহঃ)
১৪. খাজা মুহাম্মদ বাবা ছামমাছী (রহঃ)
১৫. শাহ আমীর সৈয়দ কালাল (রহঃ)
১৬. ইমামে তরীকত খাজা বাহাউদ্দীন নক্সবন্দ (রহঃ)
১৭. হযরত আলাউদ্দীন আত্তার (রহঃ)
১৮. হযরত ইয়াকুব চরখী (রহঃ)
১৯. খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহঃ)
২০. শাহ সূফী যাহেদ ওয়ালী (রহঃ)
২১. শাহ দরবেশ মুহাম্মদ (রহঃ)
২২. শাহ সূফী খাজেগী একাঙ্গী (রহঃ)
২৩. খাজা শাহ সূফী মুহাম্মদ বাকী বিল্লাহ (রহঃ)
২৪. ইমামে তরীকত শেখ আহমদ ছেরহিন্দী ফারুকী (রহঃ)
২৫. শেখ সৈয়দ আদম বেন্নরী (রহঃ)
২৬. সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী (রহঃ)
২৭. শাহ আবদুর রহীম মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)
২৮. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী(রহঃ)
২৯. শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)
৩০. হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)
৩১. শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রহঃ)
৩২. শাহ সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ)
৩৩. শাহ সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (রহঃ)
৩৪. শাহ সূফী মুহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরী (রহঃ)
৩৫. ইমাম সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (রহঃ)
৩৬. মুহাম্মদী ইসলামের পুনর্জীবনের মহান প্রবক্তা শাহ সূফী মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী (মা.আ.)

সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (রহঃ) এর বংশ তালিকা

১. মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (ছঃ)
২. হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রঃ)
এবং হযরত আলী (রঃ)
৩. হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ)
৪ হযরত আলী ইবনে হোসাইন যয়নুল আবেদীন (রহঃ)
৫. হযরত ইমাম বাকের (রহঃ)
৬. হযরত ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ)
৭. সৈয়দ ইমাম আবু খালিদ (রহঃ)
৮. হযরত মাসুম কামাল খান (রহঃ)
৯. হযরত আবু দাউদ খান (রহঃ)
১০. হযরত আবু যাহিদ খান (রহঃ)
১১. হযরত আযম খান (রহঃ)
১৩. সৈয়দ শাহ বদর উদ্দীন আহমেদ খান (রহঃ)
১৪. হযরত আবু হাবিব খান (রহঃ)
১৫. সৈয়দ মোজাফফর আহমদ খান (রহঃ)
১৬. সৈয়দ কবীর উদ্দীন খান (রহঃ)
১৭. শাহ যহীর উদ্দীন খান (রহঃ)
(ফরিদপুরের কৃষ্টপুরে গমন করেন)
১৮. সৈয়দ উকীলউদ্দীন খান (রহঃ)
১৯. সৈয়দ হযরত বাকের আহমদ (রহঃ)
২০. সৈয়দ মুহাম্মদ চান খান (রহঃ)
(কৃষ্টপুর থেকে সদরপুর থানার দশ হাজার গ্রামে গমন এবং পরবর্তীতে ঠাকুরের চরে গমন। ঠাকুরের চরই পরে চন্দ্রপাড়া নামে খ্যাত হয়।)
২১. সৈয়দ মুহাম্মদ বাহাদুর খান (রহঃ)
২২. সৈয়দ মুহাম্মদ কোরবান আলী খান (রহঃ)
২৩. সৈয়দ আবুল ফযল সুলতান আহমদ ইমাম হুযুর (রহঃ)
২৪. সৈয়দা হামীদা খানম (মা. আ.)
ইমাম হুজুরের চতুর্থ কন্যা এবং হযরত মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী হুযুরের সম্মানিতা স্ত্রী

Chunati.com
Pioneer in village based website

আরো লক্ষ্যনীয় যে ১ নং বংশ তালিকার ৩৯/২তম পুরুষ মাওলানা আব্দুল হাকীম ৩নং সিলসিলার ৩০তম সিদ্ধ পীর মুরশিদ, সৈয়দ আহম্মদ শহীদ ব্রেলভীর (রহঃ) মুরীদ ও খলিফা ছিলেন (পৃঃ ৯২ দ্রঃ)। তিনি সৈয়দ সাহেবের নিকট নক্সবন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার বায়আত গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারে এখনও সেই সিলসিলা বিদ্যমান রয়েছে।

ইদানিং দেওয়ানবাগী হুযুর কেবলার সাথে গ্রন্থকারের আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় পুনরায় দুইটি পরিক্রমার মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপিত হল।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত কাদেরীয়া ও চিশতিয়া তাছাওফের সিলসিলাদ্বয় হযরত আলীর (রঃ) আধ্যাত্মিক উৎস থেকে উদগত। আর সোহরাওয়ার্দীয়া, নক্সবন্দীয়া, মুজাদ্দাদিয়া সিলসিলাগুলি হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রঃ) আধ্যাত্মিক উৎস থেকে উদগত।

হযরত আবু বকরকে (রঃ) যেমন রসুলুল্লাহ (ছঃ) তাছাওফের গুঢ় জ্ঞান ক্বলবে ইলকা করেছেন, তেমনি তিনি হযরত আলীকে (রঃ) তাছাওফের যিকির আযকারের প্রক্রিয়া হাতেনাতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। হাদীছ শরীফে বিধৃত হয়েছে যে, হযরত রাসূল মকবুল (রঃ) হযরত আলীকে বলেন: হে আলী! তুমি চোখ বন্ধ করে আমার মুখে মুখে বলঃ "লা-ইলা-হা ইল্লা-ল-লা -হু "।

সম্ভবতঃ এ কারণে প্রথমোক্ত আধ্যাত্মিক উৎসের সিলসিলাগুলিতে নীরব/ক্বালবী যিকিরের উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয় এবং দ্বিতীয়োক্ত উৎসের সিলসিলাগুলিতে স্বরব জিহবার যিকিরের অভ্যাসই অত্যধিক রপ্ত করানো হয়।

Chunati.com
in village based website

প্রকৃতপক্ষে, জিহবা দ্বারা যাহেরী বা প্রকাশ্য যিকির তাছাওফের উপলক্ষ মাত্র ক্বালবী যিকির বা অভ্যন্তরীণ যিকিরই তাছাওফের মূলধারা। যাহেরী যিকির ক্রমান্বয়ে ক্বালবী যিকিরে রূপান্তরিত না হলে, তাছাওফের পক্রিয়ায় কোন উন্নতি হয় না। তাই যিকিরের মূখ্য উদ্দেশ্য হল ক্বালবী যিকিরে উপনীত হওয়া।

আসলে ইসলাম ধর্মে তাছাওফের মহাসমুদ্র হলঃ রসূল আকরাম (ছঃ) এর ১৫ বছর ধরে হিরা গুহায় আধ্যাধিক সাধনা। যিকিরের মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক সাধনার মহাসমূদ্র থেকে আল্লাহর বরকতময় 'জ্যোতির ফায়েয' বা নির্মল রশ্মি উৎসারিত হয়ে, ঈমানধারী মু'মিনকে আল্লাহর যাতেপাক বা সত্ত্বাগত অস্তিত্বের নূরানী তজল্লীর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

অতএব, তাছাওফ ইসলাম ধর্মে কোন অতিরিক্ত অংশ নয়; বরং ইসলাম ধর্মের সারবত্তা বা সারাংশ, যার মধ্যে ধর্মের স্বর্গীয় স্বাদ নিহিত রয়েছে। তাছাওফের সাধনা ছাড়া ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বাহ্যিক জ্ঞান বা শরীয়ত হল ইসলামের প্রবেশ দ্বার; অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ ও রাসূল এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসনকে মেনে নেয়, তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পথ চলার জন্য হল শরীয়ত। কিন্তু তরীকত ও মারিফাতই হল

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইসলামের আসল অবস্থান বা আবাসস্থল। শুধু প্রবেশ দ্বারে উপনীত হওয়ায় প্রকৃত সফলতা নাই। মারিফতে প্রবেশ করলেই ইসলাম বা যে কোন ধর্মের আসল বস্তু হাছিল হয়। এই সিলসিলাগুলির অস্তিত্ব ও তৎপরতা এরূপ অভ্যন্তরীণ আসল জ্ঞানের দিকেই নিবেদিত। তাই এখানে আদবের মূল্য সব চাইতে বেশী।

আবার আসল জ্ঞান পেতে হলে, বই পড়ে জ্ঞান আহরন করা যথেষ্ট নয়। কেননা বইয়ের বিদ্যা নব নব চিন্তা প্রসূত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাতে সারবত্তা নিহিত থাকার পরিবর্তে, চিন্তা, বিশ্বাস ও কল্পনাই বিজড়িত থাকে। এগুলি ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে সারবত্তা জ্ঞান পরিবর্তিত হয় না, কেবল ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমন, সততা শ্রেণী কক্ষে একরূপ ধারণ করে, বিধান সভায় অন্যরূপ, অফিস কক্ষে আরো ভিন্ন রূপ ধারণ করে বটে। কিন্তু আসলে সততার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় না।

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের দিকে নযর দিলে সাধারনতঃ দুই দল লোক দেখা যায়। একদল ঐতিহ্যধারী ও অন্যদল নব নূতন আচার-ব্যবহার, রছম-রেওয়াজ, সংস্কৃতি-সভ্যতার ধারক। এ দুই দলের মধ্যে ঐতিহ্যবাহীরাই ইসলাম প্রচারে ও সম্প্রসারণে প্রায় সার্বিক অবদান রেখেছে। সংস্কৃতি সভ্যতার ধারকগণ ইসলামকে সংরক্ষণ ও গতিশীল করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষেকে ইসলামের দলভুক্ত করতে বিশেষ পারঙ্গমতা দেখাতে সমর্থ হয়নি। এদিক থেকে দেখা যায় যে, ঐতিহ্যধারীদল কোন না কোন সূফীপন্থী তরীকার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে, ইসলামের যতগুলি সূফী তরীকাহ বিদ্যমান, প্রায় সবগুলিই ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ) এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছে। তাই সবগুলি তরীকার মধ্যে আদি ইসলামের অবিমোচনীয় ছাপ হিসাবে দু'টি আনুষ্ঠানিক আচার পরিলক্ষিত হয়ঃ একটি হল মিলাদ শরীফ ও অন্যটি হল ফাতিহা খানী। পক্ষান্তরে যে সমস্ত আলেম-উলামা কোন মৌলিক তাছাওফবাহী তরীকার সাথে জড়িত নাই। কেবল বইপত্র অধ্যয়ন করে, নিজেদের চিন্তা-চৈতন্য অনুসারে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন করে নূতন আচার-আচরণ সৃষ্টি করার প্রয়াসী, তারা মিলাদ ও ফাতিহার আসল উদ্দেশ্য ধরতে পারেনা' এবং এই নবুয়তী ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পেরে, এগুলির বিরোধীতা করে। আদতে এগুলি ইসলামের প্রেমময় প্রভু-সান্নিধ্য সৃষ্টি করার জন্য সালাতের বা নামাযের মধ্যস্থ দরুদের মতই অপরীহার্য।

আযান যেমন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও ছাহাবীদের সময় থেকে বরাবর আবৃত্ত হয়ে চলে আসছে, তেমনি কোন না কোন আকারে মিলাদ ও ফাতিহাও তখন থেকে তরীকাগুলির মাধ্যমে বরাবর পালিত হয়ে আসছে। সার কথা হল, হযরত হোসাইন (রঃ) এর কারবালায় মর্মান্তিক শাহাদতের পর, যেহেতু ক্ষমতালোভী ইয়াযীদ বাহিনী এবং উমাইয়া-আব্বাসীয়া সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা ইসলামের ঐতিহ্যধারী সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিকে যত্র তত্র দমন, উৎপীড়ন ও নির্মূল করেছে, তাই দুর-দুরান্তে প্রস্থানকারী গুটিকতেক তাছাওফের সিলসিলাধারীরাই ইসলামের মূল ঐতিহ্যের সংরক্ষণ করেছে, যারা ভারত, ইরান, তুর্কিস্তান

Chunati.com
Pioneer in village based website

ইত্যাদি দেশে বসতি স্থাপন করে। আবার প্রথম দিকে তাঁদের উৎসও একজন লোক, তথা ইমাম জা'ফর ছাদিক (রহঃ) এর মহান ব্যক্তিত্বকে ঘিরে অবস্থান করছিল। অতত্রব, বিরল দেখালেও এটাই সঠিক ইসলামের পন্থা।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌল ঐতিহ্যের সাথে সালাম, ভক্তি, ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ ও ভালবাসা অবশ্যই যুক্ত ছিল। তাই ইসলামের ঐতিহ্যের বীজক্ষেত বা বীজমন্ত্র হিসাবে আটপ্রস্ত সাধনা নীতিকে নির্দেশ করা হয়, যথাঃ- আদব, বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা বা মহাব্বত, একাগ্রচিত্ত, আন্তরিক উপলব্দি, ভাবাবেগ এবং সমাগত প্রেম বা ইশক্ বা হুযুরী।

সমাপ্ত

Chunati.com
Pioneer in village based website

প্রাপ্তি স্থান

☆ আছগরিয়া লাইব্রেরী
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম

☆ ইসলামিয়া লাইব্রেরী
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম

☆ দেওয়ানবাগ শরীফ
বারে রহমত
১৪৭, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩৮৭৮৭

Chunati.com
Pioneer in village based website

গ্রন্থকার পরিচিতি

গ্রন্থকার চট্টগ্রামে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] শিক্ষায় বি. এ. (সম্মান) পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম [illegible] বিভাগে এম. এ. পাস করেন। [illegible] ইতিহাসে দ্বিতীয় এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। [illegible] সামাজিক ইতিহাসে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৬১ সনে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ১৯৬৬ সনে সেখান থেকে [illegible] অধ্যাপক এর পদে যোগদান করেন।

১৯৭২ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] যোগদান করেন। ১৯৭৪ সনে তিনি [illegible] এক্সটেনশনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি [illegible] তথায় কর্মরত রয়েছেন।

১৯৭৭ সনে তিনি ঢাকায় [illegible] যোগদান করেন এবং এক বছর [illegible] ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ [illegible] চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফ [illegible] গ্রহণ করেন।

তিনি বাংলাদেশের ইতিহাস ও ইসলামী সংস্কৃতির [illegible] অব দি ফরায়েযী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল" এবং [illegible] রেকর্ডস" তার দুইটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ। [illegible] রিভোল্ট অব এইটিন ফিফটি সেভেন [illegible] রিলেইটিং টু দি ওয়াহাবী ট্রায়েল অব [illegible] এশিয়া, পলিটিকাল ক্রাইসিস অব দি [illegible] ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ।

বর্তমানে পূর্বাঞ্চলীয় এশিয়া [illegible] একটি ব্যবহারিক রাজনীতি বিজ্ঞান [illegible]

ইদানিং তিনি ঢাকার আরামবাগে [illegible] পরিচালক এর পদে যোগদান করেছেন।

তাঁর সাম্প্রতিক দুটি ক্ষুদ্র প্রকাশনা [illegible] নিরিখে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংস্থা"।

Chunati.com
Pioneer in village based website

খান ছিদ্দিকী বংশের পরিচয়ঃ ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান